নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা
আলিপুর বার্তা
সারা বাংলা জুড়ে

জানা–অজানা সফরে
৬ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ২২ জ্যৈষ্ঠ – ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ ঃ ০৬ জুন – ১২ জুন , ২০২৬
Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 32, 06 June - 12 June 2026 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : রইল না সুপ্রীম কোর্টের বাধা। শিশু শিক্ষার স্বার্থে টেট

পাস করতেই হবে শিক্ষকদের। তবে প্রাথমিক শিক্ষকদের টেট পাশের সময়সীমা ১ বছর বাড়িয়ে ২০২৮ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত করে দিয়েছে আদালত।

রবিবার : রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে দালাল চক্র নির্মূল

করতে উঠে পড়ে লাগলো পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মুখ্যমন্ত্রী জানালেন রেফার রোগ শূন্য নিশ্চিত করতে চালু করা হচ্ছে লাইভ মনিটরিং সিস্টেম। এর জন্য স্বাস্থ্য ভবনে ২৪ ঘন্টার কন্ট্রোল রুম খোলা হচ্ছে। নজর রাখা হবে সেখান থেকে।

সোমবার : শুরু হয়ে গেল ডিটেক্ট, ডিলিট, ডিপোর্ট অর্থাৎ থ্রি

ডি ব্যবস্থা। মুর্শিদাবাদের জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে আটক ২৩ ও বিধাননগর থেকে ধৃত ৩ জনকে হোল্ডিং সেন্টারে রাখা হয়েছিল। তার মধ্যে রোশনবাগ ছাউনি দিয়ে ওপারে পাঠানো হল ১৭ জনকে।

মঙ্গলবার : সম্প্রসারিত হল শুভেন্দু মন্ত্রীসভা। পূর্ণমন্ত্রী হিসাবে

শপথ নিলেন ১৩ জন। এছাড়াও শপথ নিলেন ৩ জন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী ও ১৯ জন প্রতিমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে বাংলায় মন্ত্রীর মোট সংখ্যা দাঁড়ালো ৪০ জন।

বুধবার : কলকাতার ঐতিহ্যবাহী সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ইউনিয়ন

রুমের আলমারি থেকে বেরোলো দুই ব্যাগ ভর্তি উইয়ে খাওয়া টাকার নোটের বান্ডিল। পিছন থেকে উদ্ধার হল তৃণমূল নেতাদের অপরাধের ডেরা। এসি ম্যাসাজ রুম, জিম সহ অবৈধ জিনিসপত্র।

বৃহস্পতিবার: ভোটের ফল বেরোবার ১ মাস কাটতে না কাটতেই

ভেঙে গেল তৃণমূল পরিষদীয় দল। ৮০ জনের মধ্যে ৫৮ জন বিধায়ক দলকে অমান্য করে পেশ করল সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবী। তাতেই মান্যতা মিলল স্পিকারের।

শুক্রবার: তোলাবাজি ও যৌন হেনস্থার অভিযোগে বৃহস্পতিবার

রাতে গ্রেফতার করা হল টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়ার মাফিয়া বলে খ্যাত প্রাক্তন বিদ্যুৎ মন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অরূপ বিশ্বাসের ভাই স্বরূপ বিশ্বাস। পুলিশের গাড়িতে ওঠার সময় জনবিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাকে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ভাঙলো ঔদ্ধতের খেলা
চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়

প্রিয় মিত্র

'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়, আজকে যে রাজাধিরাজ কাল সে ভিক্ষা চায়।' কাজী নজরুল ইসলাম এই গান লিখেছিলেন তার দূরদৃষ্টি এবং বাস্তবতাকে উপলক্ষ্য করে। ভাগ্য যে সদা পরিবর্তনশীল এবং অহংকার ও দম্ভের পতন যে অবশ্যম্ভাবী তা উপলব্ধি করেছিলেন কবি তার অন্তঃস্থল থেকে। বর্তমানে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের পতনের পর যে দৃশ্য বিভিন্ন এলাকায় দেখা যাচ্ছে তা যেন কবির অমর সঙ্গীতকেই মনে করিয়ে দিচ্ছে।

১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি জাতীয় কংগ্রেসকে ভেঙে তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থান হয়েছিল। ৩৪ বছরের সিপিএমের অপশাসনের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই করে গেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। জাতি ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই তখন তৃণমূল সুপ্রিমকে সমর্থন করেছিলেন দু'হাত তুলে। ২০১১ সালে রাজ্যে তৃণমূল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথমদিকে বেশ কয়েকটি বছর সুন্দর চলছিল এই তৃণমূলের সরকার। বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি এবং সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে ভালই চলছিল সরকার। যদিও প্রথম থেকেই কর্মসংস্থানের কোন দিশা ছিল না। তাহলেও প্রথম

দু–তিন বছরের ব্যাপারে খুব একটা কেউ আপত্তি করেনি। ২০১৪ সালে যখন তৃণমূল কংগ্রেসে অভিষেক হলো তৃণমূল সুপ্রিমের ভাইপো অভিষেক ব্যানার্জির তখন থেকেই দলটি তার কৌলিন্য গরিমা হারাতে থাকে।

২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন কার্যত অভিষেক ব্যানার্জীর হাতে চলে গিয়েছিল। ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের ২০১৪ সালের সাংসদ হবার পরই বয়সে যুবক অভিষেক ব্যানার্জি পুরো দলটাকে একটা কর্পোরেট কালচার এর মধ্যে নিয়ে যেতে শুরু করে। ১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করার পর অভিষেক ব্যানার্জীর আত্ম অহংকার আকাশচুম্বী হতে থাকে। বিশেষ করে ডায়মন্ডহারবারই যেটাকে কিনা ডায়মন্ড মডেল বলে তিনি প্রত্যেকটি ব্লকেই একজন করে সন্ত্রাসী নেতা তৈরি করেন। সেই সমস্ত নেতারা অভিষেক ব্যানার্জীর আশীর্বাদ বলে যা ইচ্ছা তাই শুরু করে দেয় ব্লকে–ব্লকে। পুলিশ ছিল নীরব দর্শকের ভূমিকায়।

২০১৮ সালের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গবাসী একটা অবাক করা চিত্র দেখল। তৃণমূল ছাড়া কেউ যাতে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে সেভাবেই ফিল্ডিং সাজানো হয়েছিল অভিষেক ব্যানার্জীর নির্দেশে। যারা জোর করে বিরোধী হিসেবে প্রার্থী হতে চেয়েছিল তাদের কপালে জুটে ছিল মার কিংবা পুলিশের দেওয়া নানা মিথ্যা কেস। ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর অনুপ্রেরণায় এবং তার আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের নির্দেশনায় এক একটা ব্লকে তখন এক একজন নেতা সাম্রাজ্য চালাতে শুরু করে। এই তালিকায় আছে গৌতম অধিকারী, শামীম আহমেদ, জাহাঙ্গীর খান, নবকুমার বেতাল, শওকত মোল্লা, সুদেশ মাঝি সহ আরো অনেকেই।

এরপর দুয়ের পাতায়

রাজ্যে পালাবদলের পরেই
ছাতনায় সামনে এল হোমস্টে দুর্নীতির প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৬–এর নির্বাচনে রাজ্যে পালাবদল হয়েছে। দুশোর বেশি আসন নিয়ে তৃণমূলকে হারিয়ে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসতেই তৃণমূল সরকারের একের পর এক দুর্নীতি ধরা পড়ছে। সেই অভিযানে এবার ছাতনায় হোমস্টে দুর্নীতি কাণ্ড সামনে চলে এলো।

শুশুনিয়া পাহাড়, ছাতনার ইতিহাস, বড়ু চণ্ডীদাসের স্মৃতিবিজড়িত এই ছাতনা জনপদ। সব মিলিয়ে পর্যটনের ক্ষেত্রে ছাতনা ব্লকের গুরুত্ব নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। আর সেই কারণেই পর্যটনকে উৎসাহ দিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে এই এলাকায় চালু হয়েছিল হোমস্টে প্রকল্প। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রের আশেপাশে স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে হোমস্টে গড়ে তোলার ভাবনা সামনে আনেন। উদ্দেশ্য ছিল পর্যটকদের হোটেলের কৃত্রিম পরিবেশ থেকে বের করে এনে স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, জীবনযাত্রা এবং ঘরোয়া খাবারের স্বাদ পৌঁছে দেওয়া। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও সেই ভাবনাকে সমর্থন

করে বিভিন্ন পর্যটন এলাকায় হোমস্টে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, ছাতনা ব্লকে যেসব হোমস্টে সরকারি সহায়তায় গড়ে তোলা হয়েছিল, সেগুলি কি আদৌ হোমস্টে হিসেবে চলছে?

তার আগে জেনে নেওয়া যাক, হোমস্টে আসলে কী? হোমস্টে হল এমন এক ধরনের আবাসন ব্যবস্থা, যেখানে পর্যটকরা নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের বাড়িতে থাকেন। সেখানে স্থানীয় সংস্কৃতি, জীবনযাপন, খাবার এবং পরিবেশকে কাছ থেকে জানার সুযোগ থাকে। একটি হোমস্টেতে সাধারণত পর্যটকদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ, শৌচাগার, রান্নার ব্যবস্থা, নিরাপত্তা এবং ন্যূনতম পর্যটন–পরিকাঠামো থাকা বাধ্যতামূলক।

এরপর পাঁচের পাতায়

নদীবাঁধের টাকা আত্মসাৎ
ক্ষোভ গ্রামবাসীদের

রবীন দাস : কাকদ্বীপে নতুন মন্ত্রীকে সামনে পেয়ে নদী বাঁধের বেহাল পরিস্থিতি ও দুর্নীতির অভিযোগে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন এলাকাবাসীরা। ৪ জুন কাকদ্বীপ বিধানসভার বুধাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের নিউ বকখালি এলাকায় পরিদর্শনে গেলে রাজ্যের নতুন মন্ত্রী দীপঙ্কর জানার কাছে সরাসরি নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন গ্রামবাসীরা। তাদের অভিযোগ, নদী বাঁধ নির্মাণ ও মেরামতের নামে লক্ষ লক্ষ টাকার দুর্নীতি হয়েছে। নামমাত্র কাজ করেই সরকারি বরাদ্দের অধিকাংশ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। অভিযোগের তির তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু নেতা–কর্মী ও ঠিকাদারদের দিকেই।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিউ বকখালি এলাকার বিস্তীর্ণ ঝাউ জঙ্গল গত ২ বছরে ধীরে ধীরে নদীগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই প্রায় হাজার মিটারেরও বেশি এলাকা নদীতে বিলীন হয়ে গিয়েছে। এলাকাবাসীদের আশঙ্কা, অবিলম্বে স্থায়ী ব্যবস্থা না নেওয়া হলে অচিরেই গোটা গ্রামটাই বিপদের মুখে পড়বে। বহুবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলেই অভিযোগ।

এদিকে বুধাখালি এলাকার নদী বাঁধের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। এলাকাবাসীদের দাবি, গত বছর প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাঁধ সংস্কারের কাজ করা হলেও বাস্তবে সেই কাজের মান অত্যন্ত নিম্নমানের। তাদের কথায়, '৬০ হাজার টাকার কাজও হয়নি, অথচ কাগজে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ দেখানো হয়েছে।' বর্ষার আগে এই পরিস্থিতি ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে গ্রাম জুড়ে।

মন্ত্রী দীপঙ্কর জানার সামনে ক্ষোভ উগরে দিয়ে গ্রামবাসীরা দ্রুত স্থায়ী ও স্বচ্ছভাবে নদী বাঁধ সংস্কারের দাবি জানান। তাদের বক্তব্য, এখনই ব্যবস্থা না নিলে আগামী বর্ষায় ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে গোটা এলাকার মানুষকে। নদী ভাঙন ও দুর্বল বাঁধের কারণে বহু পরিবার চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। প্রশাসন দ্রুত উদ্যোগ নেবে বলেই আশায় রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

রেলমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক
জুড়বে কি পূজালী–বীরশিবপুর?

নিজস্ব প্রতিনিধি : সূত্রের খবর ৬ জুন নবান্নে ভারতীয় রেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর একটি বিশেষ বৈঠক হতে চলেছে। অনেকের মনেই তাই আশা জাগছে যে পশ্চিমবঙ্গে ১৪ হাজার কোটি টাকার ৬১ টি রেল প্রকল্প যে জমি জটে আটকে আছে তার এবার সুরাহা হবে। বিশেষ করে দক্ষিণ শহরতলীর পূজালী– বজবজ–বাগরাহাট–হাওড়া জেলার মানুষদের মনে নতুন করে আশা দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গত বেশ কয়েক বছর আগে রেল দপ্তর এই সমস্ত জায়গায় একটা সার্ভে করেছিল। যেখানে বজবজ যে স্টেশন আছে সেখান থেকে ১১ কিলোমিটার

দূরে অবস্থিত পুজালী পর্যন্ত একটি নতুন রেললাইন সম্প্রসারণের ব্যাপারে সার্ভে করা হয়।। বজবজে ১৮৯০ সালের ১ এপ্রিল ট্রেন চলাচল প্রথম শুরু হয়েছিল। প্রথমে ট্রেনগুলি পণ্য বহন করত পরে যাত্রীদেরও তখন বজবজ পুরনো স্টেশনে রেল দাঁড়াত। পরবর্তী সময়ে কিছুটা শিয়ালদহর দিকে এগিয়ে এসে নতুন স্টেশন হয় কোমাগাতামারু–বজবজ।

এরপর দুয়ের পাতায়

শোভনের পথেই ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: তৃণমূল কংগ্রেসের সুবর্ণকালের দুই মহানাগরিকই তাঁদের মহানাগরিক পদ থেকে পরপর পদত্যাগ করলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় মহানাগরিকের পদ থেকে পদত্যাগ করেন ২০১৮ সালের ২২ নভেম্বর এবং দ্বিতীয় তথা এই দলের একরকম শেষ মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম পদত্যাগ করলেন চলতি ২০২৬ সালের ৫ জুন, পৌর অধ্যক্ষা মালা রায়ের কাছে তিনি তাঁর ইস্তফা পত্র জমা দিলেন। কেন্দ্রীয় পৌরভবনের একতলায় থাকা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি ও নেতাজীর বসা চেয়ারে প্রণাম জানিয়ে তিনি পৌরভবন ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। মহানাগরিকের আসনে বসার মূলটাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া আসে না। ফিরহাদের মহানাগরিকের মূল বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব হল, তিনিও কলকাতার মহানাগরিক এবং রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী কেএমডিএ–এর চেয়ারম্যান। ফলে কেন্দ্রীয় পৌরভবনে মহানাগরিক হিসাবে তিনি যে সিদ্ধান্তটি নিচ্ছেন, সেটাই সল্টলেকে নগরোন্নয়ন দফতরে গিয়ে তাতে অনুমোদন দিচ্ছেন। ফলে কোনও ফাইল আটকে থাকতো না। আমফানের গতিতে কাজ হতো। তাঁর সৃষ্টি 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠান অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। তবে আক্ষেপ রইল উত্তর কলকাতার ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির সামনে বর্ষায় জলজমা রোধ করে যেতে পারলেন না। হৃষীকেশ পার্কে ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন নির্মাণের শিলান্যাস তিনি করে গেলেন। কাজও প্রায় শেষের পথে। ফিরহাদ হাকিম পৌরভবন ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্তে তাঁর নয়ন অশ্রু সজল হয়েছিল। সাড়ে সাত বছরেরও বেশি তিনি এই পদে ছিলেন। এদিকে কলকাতা পৌরসংস্থা বর্তমান পৌর মহাধ্যক্ষা স্মিতা পাণ্ডে জানান, বড়ো দায়িত্ব সামনেই বর্ষা, তবে আমরা কলকাতা পৌরসংস্থার আধিকারিকরা এই বিরাট দায়িত্ব নিতে ১০০ শতাংশ প্রস্তুত।

পাল্টানো দরকার
পথের দখলদারি

শক্তি ধর

'রাস্তা বন্ধ করে জলসার আসর, এমএলএর কাণ্ড দেখে চেতলাবাসী হতভম্ব'– ১৯৭৪ সালে গোপালনগর রোড আটকে এক জলসার আসর ও তার জন্য মানুষের দুর্ভোগ তুলে ধরে আলিপুর বার্তায় একটি খবর প্রকাশিত হয়। এর জন্য তৎকালীন কংগ্রেস এমএলএর চেম্বারে তাঁর উপস্থিতিতে গুন্ডাদের হাতে রক্তাক্ত হতে হয় তৎকালীন বার্তা সম্পাদককে। ভাঙচুর করা হয় জাজেস কোর্ট রোডস্থিত তৎকালীন সম্পাদকের অফিস। এরপর মানহানির মামলা, সংসদে এই সাংবাদিক নিগ্রহের প্রতিবাদ ইতিহাস হয়ে রয়েছে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে চিঠি।

তারপর থেকে আজ অবধি বাংলার ক্ষমতার অলিন্দে বেশ কয়েকবার পালাবদল হলেও পথ দখল বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। যে কোনও দিন, যে কোনও সময়, ছোট বড় ব্যস্ত যে কোনও রাস্তা আটকে রাজনৈতিক কর্মসূচির অনুমতি পেতে এখানে কোনও অসুবিধা হয় না। রাজনৈতিক নেতা–মন্ত্রীদের হাত মাথায় থাকলে রাস্তা দখল করে ক্লাব, পুজো, এমনকি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানেও মেলে প্রশাসনের সম্মতি। মানুষের চলাচলের দুর্ভোগ এইসব রাজনৈতিক নেতা–কর্মীদের ইচ্ছা–অনিচ্ছার কাছে গৌণ। তারই ফসল ফুটপাত, রাস্তা, রেল স্টেশন, নদীর পাড়, খালপাড়ে অবাধ দখলদারি। গত ৮০ বছরে এটাকেই স্বাভাবিক জীবনধারা বলে মেনে নিয়েছে বঙ্গবাসী।

ফের একবার ইতিবাচক বদল এসেছে বাংলার রাজনীতিতে। একটা রাষ্ট্রবাদী শক্তি ক্ষমতা পেয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে শোষণ, নির্যাতন, প্রতারণায় জর্জরিত বাংলার মানুষের মনে সুশাসনের আশা জাগিয়েছে। বলছে, দম বন্ধ হওয়া বঙ্গবাসীর ছোট ছোট দুঃখ, বেদনার সাথী হবে তারা। ভয় সরিয়ে ভরসা জোগাচ্ছে। স্লোগান দিচ্ছে 'পাল্টানো দরকার'। এরা ক্ষমতায় আসতেই পশ্চিমবঙ্গে অবৈধ দখলদারি একটি ব্যাপক সরকারি অভিযানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে, যেখানে কর্তৃপক্ষ সরকারি ও রেলের জমিতে নির্মিত অননুমোদিত স্থাপনা, অস্থায়ী দোকানপাট এবং রাজনৈতিক দলের কার্যালয় গুঁড়িয়ে দিতে ব্যাপকভাবে বুলডোজার ব্যবহার করছে। তীব্র যানজট, অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি এবং জননিরাপত্তার উদ্বেগের কারণে প্রশাসন এই ধ্বংসযজ্ঞ আরও জোরদার করেছে।

হাওড়া রেল স্টেশনের বাইরে গভীর রাতে চালানো এক ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযানে গঙ্গা ঘাট থেকে স্টেশন চত্বর পর্যন্ত অস্থায়ী দোকানপাট ও অবৈধ দখলদারি সরাতে ভারী আর্থমুভার ব্যবহার করা হয়েছে। শিয়ালদহের মতো অন্যান্য প্রধান কেন্দ্রগুলিতেও একই ধরনের অভিযান চালানো হয়েছে। রাজ্যজুড়ে কলকাতা, রাজারহাট ও দুর্গাপুর সহ বিভিন্ন সরকারি জমিতে অবৈধ স্থাপনা ভাঙার অভিযান চলছে। সরকারি সম্পত্তিতে কথিতভাবে নির্মিত অনুমোদনহীন রাজনৈতিক

> তবে এটাও ঠিক ইতিমধ্যে কিন্তু সম্বর্ধনার নামে, বিজয় উৎসবের নামে রাস্তার অংশ দখল করে গেরুয়া–সবুজ মঞ্চের দেখা মিলতে শুরু করেছে

কার্যালয়গুলো–যার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের (টিএমসি) বেশ কয়েকটি কার্যালয়ও রয়েছে–পৌরসভা ও স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক ভেঙে ফেলা হয়েছে।

তবে এটাও ঠিক ইতিমধ্যে কিন্তু সম্বর্ধনার নামে, বিজয় উৎসবের নামে রাস্তার অংশ দখল করে গেরুয়া–সবুজ মঞ্চের দেখা মিলতে শুরু করেছে। সেখানে ফুলের কারুকাজ। ঝকঝকে চেয়ার টেবিল। বড় বড় সাউন্ড সিস্টেম। খাওয়া দাওয়ার এলাহী ব্যবস্থা। দেখলেই বোঝা যাচ্ছে টাকা সংগ্রহের পরিমাণ বেশ ভালো। এসব অনুমতি পুলিশ যত দিতে পারবে, যত টাকা ঢালতে পারবে স্থানীয় ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে তাদের সখ্যতা তত বাড়বে। এটাই তো পুলিশ চায়। এই প্রবণতা বাড়লে নিচুতলার ছিদ্র দিয়ে পুরানো সংস্কৃতি ফের ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে। দাপিয়ে বেড়াবে গেরুয়া মাফিয়ারাজ। সাধারণ মানুষকে তাই সাবধান হতে হবে পাড়ায় পাড়ায়। এসব অনুষ্ঠান বয়কট করতে হবে। মনে রাখতে হবে এবার নতুন বাংলা গড়ার সুযোগ হারালে ফের তলিয়ে যেতে হবে।

মাঝেরহাট–ফলতা রেল সংযোগের সম্ভাবনা

কুনাল মালিক

পশ্চিমবঙ্গে এখন ডবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্যের মানুষ তাই আরও নতুন নতুন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। কেন্দ্রে বিজেপি সরকার থাকা সত্ত্বেও যেহেতু রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ছিল তাই অনেক কিছু উন্নয়ন থমকে গিয়েছিল। এখন রাজ্য জুড়েই ফুটেছে পদ্মফুল। বিশেষ করে একদা তৃণমূলের সন্ত্রাসযুক্ত এলাকা ফলতা বিধানসভা কেন্দ্র আজ নতুনভাবে স্বাধীন হয়েছে। মানুষের কণ্ঠস্বর সেখানে স্বাধীন ও মুক্ত হয়েছে। ভয় আউট ভরসা ইন। ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে প্রথম বিজেপির বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন আইনজীবী দেবাংশু পান্ডা। নির্বাচনের আগে তিনি তার প্রতিশ্রুতিতে বলেছিলেন পূর্বে যে মাঝেরহাট জংশন থেকে ফলতা পর্যন্ত রেললাইন ছিল এবং রেল

চলাচল করতো তা পুনরায় আবার চালু করা হবে, যদি রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসে। তাই ফলতার মানুষ আবার নতুন করে মাঝেরহাট থেকে ফলতা পর্যন্ত রেল সংযোগের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। প্রসঙ্গত একসময় মাঝেরহাট জংশন থেকে ফলতা পর্যন্ত কালীঘাট ফলতা রেলওয়ে ছিল। সেটা ছিল মার্টিন রেল। যেটা নারোগেজ রেল লাইন। ১৯২০ সালের ৭ মে এই রেল সংযোগ শুরু হয়। প্রচুর মানুষ এই রেলপথে তখন যাতায়াত করতো। যাত্রী পরিবহনের পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যবসা ক্ষেত্রে পণ্য চলাচল করত এই রেলপথে। মাঝেরহাট জংশন থেকে মার্টিন রেল চলত। মাঝের স্টেশনগুলো ছিল ঘোলসাপুর, সখেরবাজার, ঠাকুরপুকুর, পৈলান, ভাসা, হল্ট নাম্বার ১, উদয়রামপুর, আমতলা হাট, হল্ট নাম্বার ২, হল্ট নাম্বার ৩, শিরাকোল, শিবানীপুর, দিঘিরপার, সহরার হাট ও শেষ স্টেশন ছিল ফলতা। ১৯৫৭ সালে এই রেল চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ফলতা সহ দক্ষিণ শহরতলীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ চাইছে যেহেতু এখন রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আবার নতুন করে মাঝেরহাট জংশন থেকে ফলতা পর্যন্ত রেল সংযোগ শুরু করা হোক। এর ফলে মানুষের সময়ও যেমন বাঁচবে তেমন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে, ব্যবসা–বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এলাকার আমুল হাল–হকিকৎ পাল্টে যাবে।

কাজের খবর

অর্থনীতি

যুদ্ধ অন, শেয়ারবাজার গন

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও
মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে শেয়ারবাজার সংক্রান্ত লেখায় আমরা উল্লেখ করেছিলাম ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক মুক্তি এর কাঙ্খিত রেঞ্জ উপরের দিকে ২৪৫০০ এবং নিচের দিকে ২৩২০০, বাজার এই রেঞ্জের মধ্যেই ছিল। আজ এই লেখা যখন লিখছি অর্থাৎ ৩ জুন নতুন করে যুদ্ধের যায় ততটাই। এখন ধীরে ধীরে সেই বিষয়গুলোই প্রকট হচ্ছে। শেয়ার বাজারকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে হলে বাজারে কিছু বুষ্ট দরকার এবং সেটা তখনই সম্ভব যদি বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের জন্য ভাবনা–চিন্তা করে অর্থমন্ত্রী কোন রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যদিও এখনো পর্যন্ত সে গুড়ে বালি। বাজার এখন সেল অন রাইজ অর্থাৎ যখনই উপরের দিকে যাবে তখনই বিক্রি করতে হবে।

দামামা শুরু হয়েছে এবং দু'পক্ষ এবার নাছোড়বান্দা কাজেই যা হওয়ার তাই হচ্ছে অর্থাৎ কাঁচা তেলের দাম আবার নতুন করে বাড়তে শুরু করেছে এবং জুন মাসের ফিউচার ৯১৫০ এর কাছাকাছি। সূচক ২৩২০০ কাছাকাছি চলে এসেছে। দেশীয় বাজারে গত মাসে চারবার পেট্রোল–ডিজেলের দাম বেড়েছে। বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষত আরো নতুন করে দীর্ঘ হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছিলেন যে অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সংযম প্রয়োজন তা বিদেশে যাত্রার ক্ষেত্রেই হোক কিংবা ওয়ার্ক ফ্রম হোম কিংবা সোনা যতটা না কেনা আমরা বিক্রি না করলেও বিদেশীরা যে বিক্রি করে চলেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আগামী সপ্তাহের জন্য নিচের দিকে ২২৫০০ এবং উপরের দিকে ২৩৮০০ এটাই বাজারের সম্ভাব্য রেঞ্জ। পরপর দুই তিন দিন ধরে আইটি স্টকগুলোতে যে প্রচুর পরিমাণে কেনাকাটা দেখা যাচ্ছিল আজকে থেকে সেটা আবার ধরাশাহী। অর্থাৎ বাজারকে কে উপরে টেনে তুলবে সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এখন দেখা যাক নতুন করে কোন খবর আছে কিনা যাতে করে যুদ্ধের নামে অর্থনৈতিক ছেলেখেলা বন্ধ হয়!!

রেলমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক

প্রথম পাতার পর

পরবর্তী সময়ে পূজালিতে ১৬৪৩ কোটি টাকার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং এখানে কাজ শুরু হয় ১৯৯৪ সালে। এদের প্রয়োজনে প্রচুর কয়লা আনার জন্য বজবজ থেকে কালিপুর পর্যন্ত যে রেললাইন আছে তাকে সম্প্রসারণ করে পূজালির তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। ওই লাইনটিকেই সম্প্রসারণ করে যদি পুজালী ফেরিঘাট পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে নতুন একটি লাইন সম্প্রসারণ হতে পারে। সূত্রের খবর, এ বিষয়ে রেল দপ্তর অনেকটা এগিয়ে যাবার পরও রাজ্য সরকার জমি না দেওয়ায় বিষয়টি থমকে যায়। অন্যদিকে পুজালীকে কেন্দ্র করে আরও একটি রেললাইন সম্প্রসারণ হতে পারে বাঁদিকে বাখরাহাট পর্যন্ত কিংবা অনেক আগেও বজবজ থেকে নামখানা পর্যন্ত একটি লাইন সম্প্রসারণের কথা ভাবাও হয়েছিল। আর পূজালী থেকে হাওড়ার বীরশিবপুর পর্যন্ত ৯.৭৫ কিলোমিটার রেল সম্প্রসারণ হওয়ারও কথা ছিল। সমস্ত বিষয়টি জমি জটে আটকে আছে। শুধু এই প্রকল্পগুলিই নয়, রাজ্যের ৬১টি রেল প্রকল্প এভাবেই জমি জটে আটকে আছে। যদি ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর নতুন লাইনগুলি সম্প্রসারণ হয় তাহলে নিত্যযাত্রীদের যেমন বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াতের সুবিধা হবে কম সময়ে তেমনি এলাকার অর্থনৈতিক পরিকাঠামো দ্রুত উন্নত হবে। এখন দেখার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের বৈঠক কতটা সদর্থক হয়ে ওঠে।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, নাটকের মহড়া, বই বা সিডি প্রকাশ করবেন? চিন্তা নেই আছে
হিন্দু সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

সার্কুলেশন যোগাযোগ
৯৮৭৪০১৭৭১৬

কলেজে সহকারি অধ্যাপক, বয়স বেড়ে হল ৪৫ বছর

নিজস্ব প্রতিনিধি: পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে চাকরির বয়সসীমা ৫ বছর বাড়লো। রাজ্য সরকার ১৪ মে এক নির্দেশিকায় জানিয়েছিল, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বয়স ৫ বছর বাড়বে। তাই কলেজ সার্ভিস কমিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদের জন্য প্রায় ১ হাজার ছেলেমেয়ে নেওয়ার যে খবর বেরিয়েছিল, তাতে সর্বাধিক বয়স ৪০ বছর থেকে বেড়ে ৪৫ বছর করা হয়েছে। সেইসঙ্গে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ বাড়িয়ে ১৮ জুন করা হয়েছে।

প্রার্থীদের সুবিধার জন্য এই পদের বেলায় বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি ইত্যাদি তথ্য আবার দেওয়া হল: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নেওয়া হবে এই ৫১ টি বিষয়ে অ্যানথ্রোপলজি, আরবি, বাংলা, বটানি, কেমিস্ট্রি, কমার্স, কম্পিউটার সায়েন্স, ডিফেন্স স্টাডিজ, অর্থনীতি, এডুকেশন, ইলেক্ট্রনিক সায়েন্স, ইংরিজি, বি.বি.এ., বি.সি.এ., বায়োকেমিস্ট্রি, কমিউনিকেটিভ ইংলিশ, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, হিউম্যান রাইটস, ফিজিক্যাল এডুকেশন, ভূগোল, জিওলজি, হিন্দি, ইতিহাস, জার্নালিজম অ্যান্ড ম্যাস কমিউনিকেশন, আইন, মাইক্রোবায়োলজি, অঙ্ক, মলিকিউলার বায়োলজি, মিউজিক/ডান্স, নেপালী, দর্শন, ফিজিওলজি, ফিজিক্স, সাইকোলজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সংস্কৃত, প্ল্যান্ট প্রোটেকশন, স্ট্যাটিস্টিক্স, সোশিওলজি, ফিল্ম স্টাডিজ, ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন, উইমেন্স স্টাডিজ, জুলজি, সাঁাড়, উর্দু, ফাইন (ভিশ্যুয়াল) আর্টস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিশ অ্যান্ড ফিশারিজ, তিবৃতী। নেওয়া হবে রাজ্যের সরকার অনুমোদিত সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলিতে। এজন্য প্রথমে একটি প্যানেল তৈরি করা হবে ও ওই তালিকা থেকে নিয়োগ করা হবে।

সাধারণ ডিগ্রি কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদের বেলায়: অন্তত দ্বিতীয় শ্রেণির ৩ বছরের ডিগ্রি কোর্স পাশের পর ওইসব বিষয়ের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী হলে ৫০% ১৯৯১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বরের আগে মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা পিএইচ.ডি. করে থাকলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। অনার্স গ্র্যাজুয়েট হলে অগ্রাধিকার পাবেন।

সব ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনের স্লেট/ সেট পরীক্ষা কিংবা ইউ.জি.সি./ সি.এস.আই.আর. (নেট)এর নেওয়া জুনিয়র রিসার্চ ফেলো(জে.আর.এফ.)/ লেকচারারশিপ পরীক্ষায় কোয়ালিফাই (সফল) করে থাকতে হবে। ২০০৯ কিংবা ২০১৬ (সংশোধনী) সালের ইউ.জি.সি.র নিয়মানুযায়ী যাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি করেছেন, তাঁরা নেট /স্লেট / সেট পরীক্ষায় সফল না হয়ে থাকলেও আবেদনের যোগ্য।

মিউজিক, পারফর্মিং আর্ট, ভিশ্যুয়াল আর্টস ও অন্য কোনো ট্র্যাডিশনাল ইন্ডিয়ান আর্ট (স্কাল্পচার–সহ) বিষয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদের বেলায় – সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। নেট স্লেট / সেট পরীক্ষায় সফল হয়ে থাকতে হবে। ইউ.জি.সি.র ২০০৯ কিংবা ২০১৬ (সংশোধনী) সালের নিয়মানুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি করে থাকলে নেট/সেট/স্লেট পরীক্ষা না দিয়ে থাকলেও যোগ্য।

ওপরের সব ক্ষেত্রে শতকরা হার নির্ণয়ের বেলায় কোনো গ্রেস নম্বর বা, রাউন্ডিং অফ নম্বর ধরা হবে না।

সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১–১–২০২৬'র হিসাবে ৪৫ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা (ফিজিক্যাল এডুকেশন বিভাগ ছাড়া) ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। পার্ট টাইম টিচার, অনুমোদিত চুক্তিভিত্তিক পুরো সময়ের শিক্ষকরা ৪৭ বছর বয়স পর্যন্ত ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: ৫৭,৭০০ টাকা। শূন্যপদ আছে প্রায় ১ হাজারের কাছাকাছি। কোন বিষয়ে কটি শূন্যপদ তা পরে ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 1/2026.

প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন। প্রথমে ইন্টারভিউ হবে। শূন্যপদ অনুযায়ী একটিই মেধা তালিকা তৈরি করা হবে। ইন্টারভিউয়ের পর শূন্যপদের তালিকা দেওয়া হবে। তপশিলী, ও.বি.সি., প্রতিবন্ধী, ই.ডব্লু.এস. প্রার্থীদের জন্য সরকারি নিয়মানুযায়ী শূন্যপদ সংরক্ষিত আছে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৮ জুন পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.wbcsconline.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ২,৫০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী, ও.বি.সি. হলে ১,২৫০) টাকা অনলাইনে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ইউ.পি.আই. কিংবা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন। এরপর ফটো ও সিগনেচার আপলোড করবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। ইন্টারভিউয়ের সময় যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল, ই–চালান ও অন্যান্য প্রমাণপত্রের মূল নিয়ে যাবেন। আরো বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়: পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন, ৬, ভবানী দত্ত লেন (৫ম তল), কলকাতা–৭০০ ০৭৩।

রেলে ১,০৭৯ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ পূর্ব–মধ্য রেলের নাগপুর ডিভিশন ও মোতিবাগ ওয়ার্কশপ অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ১,০৭৯ জন লোক নিচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে ফিটার, কার্পেন্টার, ওয়েল্ডার, সি.ও.পি.এ, ইলেক্ট্রিশিয়ান, স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ)/ সেক্রেটারিয়েল অ্যাসিস্ট্যান্ট, প্লাম্বার, পেইন্টার, ওয়্যারম্যান, ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক, মেকানিক মেশিন টুল মেন্টেন্যান্স, ডিজেল মেকানিক, ড্রাইভার কাম মেকানিক (লাইট মোটর ভেহিক্যাল), মেশিনিস্ট, ডিজিটাল ফটোগ্রাফার, টার্নার, ডেন্টাল ল্যাব টেকনিশিয়ান, হসপিটাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট টেকনিশিয়ান, হেলথ স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, গ্যাস কাটার, স্টেনোগ্রাফার (হিন্দি), কেবল জয়েন্টার, ম্যাসন, সেক্রেটারিয়েল প্রাক্টিস। কারা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য।

কোনো স্বীকৃত পর্ষদ বা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা এন.সি.ডি.টি.র অনুমোদিত আই.টি.আই. থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন। ওপরের ওইসব ট্রেডে আই.টি.আই. কোর্স পাশ না হলে আবেদন করবেন না। বয়স হতে হবে ১৯–৫–২০২৬–এর হিসাবে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর, আর প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। সব ট্রেডই ১ বছরের। কোন ডিভিশনে কটি শূন্যপদ: নাগপুর ডিভিশনে শূন্যপদ ৯৭৭টি। এর মধ্যে ফিটার ৯০টি (জেনাঃ ৩৬, তঃজাঃ ১৪, তঃউঃজাঃ ৭, ও.বি.সি. ২৪, ই.ব.এস. ৯)। কার্পেন্টার ৪১টি (জেনাঃ ১৭, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ১১, ই.ডব্লু.এস. ৪)। ওয়েল্ডার ২২টি (জেনাঃ ১, তজোঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২. ও.বি.সি. ৬. ই.ড.এস. ২)। সি.ও.পি.এ. ১৫৮টি (জেনাঃ ৬৩, তঃজাঃ ২৪, তঃউঃজাঃ ১২. ও.বি.সি. ৪৩. ই.ডা.এস. ১৬)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ২৬৭টি (জেনাঃ ১০৭, তঃজাঃ ৪০, তঃউঃজাঃ ২০, ও.বি.সি. ৭৩, ইব.এস. ২৭)। স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ)/ সেক্রেটারিয়েল অ্যাসিস্ট্যান্ট ২৫টি (জেনাঃ ১০, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৭, ই.ডব্লু.এস. ২)। প্লাম্বার ৩৩টি (জেনাঃ ১৪, তঃজাঃ ৫. তঃউঃজাঃ ২.ও.বি.সি. ৯. ই.ডব্র.এস. ৩)। পেইন্টার ৪৪টি (জেনাঃ ১৮. তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ৩. ও.বি.সি. ১২, ইডব্র.এস. ৪)। ওয়্যারম্যান ৪৬টি (জেনাঃ ১৯, তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ৩. ও.বি.সি. ১২, ইডব্লু.এস. ৫)। ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক ২১টি (জেনাঃ ৮, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৬.ই.ডব্লু.এস. ২)। মেকানিক মেশিন টুল মেন্টেন্যান্স ২৩টি (জেনাঃ ৯, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২. ও.বি.সি. ৬, ই.ডব্লু.এস. ২)। ডিজেল মেকানিক ১২৪টি (জেনাঃ ৫০, তঃজাঃ ১৯, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩৪, ইব্র.এস. ১২)। ড্রাইভার কাম মেকানিক (লাইট মোটর ভেহিক্যাল) ২টি (জেনাঃ ১. ও.বি.সি. ১)। মেশিনিস্ট ১৭টি (জেনাঃ ৭, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৫, ই.ডব্লু.এস. ২)। ডিজিটাল ফটোগ্রাফার ২টি (জেনাঃ ১. ও.বি.সি. ১)। টার্নার ৫টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১, ই.ডব্র.এস. ১)। ডেন্টাল ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান ১টি (জেনাঃ)। হসপিটাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট টেকনিশিয়ান ৩টি (জেনাঃ ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। হেলথ স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ৫টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১, ই.ডব্লু. এস. ১)। স্টেনোগ্রাফার (হিন্দি) ১১টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩, ই.ডব্লু.এস. ১)। কেবল জয়েন্টার ২১টি (জেনাঃ ৮, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৬, ইব্র.এস. ২)।

মোতিবাগ ওয়ার্কশপে শূন্যপদ ১০২টি। এর মধ্যে ফিটার ৪৪টি (জেনাঃ ১৮, তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ১২, ই.ডব্লু.এস. ৪)। ওয়েল্ডার ৬টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২, ইব্র.এস. ১)। টার্নার ৪টি (জেনাঃ ২. তঃজাঃ ১.ও.বি.সি. ১)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ১৮টি (জেনাঃ ৭, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৫, ই.ডব্লু.এস. ২)। সি.ও.পি.এ. ১৩টি (জেনাঃ ৫, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৪, ই.ডব্লু.এস. ১)। স্টেনো (ইংলিশ) সেক্রেটারিয়েল প্র্যাক্টিস ৩টি (জেনাঃ ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি ১)। পেইন্টার ৪টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। কার্পেন্টার ১০টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২, ই.ডব্লু.এস. ১)। এই পদের বিজ্ঞপ্তিনং: P/NGP/SAS / 2024/16, Dated 18.05.2026.

১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিস আইন ও ১৯৬২ সালের অ্যাপ্রেন্টিস নিয়মানুযায়ী ১ বছরের ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড পাবেন। হস্টেল নেই। ট্রেনিং শেষে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

মাধ্যমিকে পাওয়া নম্বর দেখে ও আই.টি.আই. কোর্স পাশের সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রমাণপত্র দেখে প্রাথমিকভাবে বাছাই প্রার্থীদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। কোনো লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ হবে না। উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে বাড়তি কোনো সুযোগ পাবেন না। মোট শূন্যপদের ১.২৫ গুণ প্রার্থীকে ডাকা হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৮ জুন পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : https://apprenticeshipindia.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এজন্য পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। দরখাস্ত করার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে। ফর্ম পূরণ করে পাঠাতে ও প্রিন্ট করতে কোনো অসুবিধা হলে সরাসরি মেল করুন এই নম্বরে: mohd.2305@gov.in

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

০৬ জুন – ১২ জুন, ২০২৬

মেষ রাশি : বাড়িতে বিশেষ অতিথিদের আগমনের কারণে এই সপ্তাহটি বেশ ব্যস্ত থাকবে। আপনি আপনার ব্যস্ত দৈনন্দিন রুটিন থেকে বিশ্রাম এবং আনন্দের জন্য কিছুটা সময়ও বের করে নেবেন। যদি কোনো পাওনা কোথাও আটকে থাকে, তবে দাবি জানালে তা ফেরত আসতে পারে। পারিবারিক পরিবেশ প্রাণবন্ত এবং উৎসাহপূর্ণ থাকবে।

বৃষ রাশি : আপনি কোনো ধর্মীয় স্থান পরিদর্শনের কথা বিবেচনা করবেন। আপনার সন্তানের শিক্ষা বা কর্মজীবন সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে এবং একটি উপযুক্ত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। সম্পত্তি সংক্রান্ত যেকোনো বিবাদ মধ্যস্থতার মাধ্যমে সমাধান হতে পারে।

মিথুন রাশি : আর্থিক লাভের জন্য পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। এটি আপনার আটকে থাকা কাজকে ত্বরান্বিত করবে। জমি বা যানবাহন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্ভব হতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন শিক্ষার্থীরা তাদের কঠোর পরিশ্রমের ফল পেতে পারেন।

কর্কট রাশি : মিশ্র প্রভাব ফেলবে। সতর্ক থাকলে আপনি দ্রুত সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। পারিবারিক বা ব্যক্তিগত বিষয়ে, আবেগের চেয়ে বুদ্ধি ব্যবহার করুন। এটি আপনাকে আরও ভালো ফল পেতে সাহায্য করবে। আধ্যাত্মিক কাজে কিছু সময় ব্যয় করলে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। – ছাত্রছাত্রী এবং তরুণদের তাদের সাফল্য নিয়ে কোনো সন্দেহ করা উচিত নয়।

সিংহ রাশি : কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা আত্মীয়ের সাথে দেখা হলে দৈনন্দিন জীবনের চাপ থেকে মুক্তি মিলবে। আপনি কোনো দুশ্চিন্তা ছাড়াই নিজের কাজে মনোযোগ দিতে পারবেন। একা কিছু সময় কাটানো বা আধ্যাত্মিক কাজে নিযুক্ত থাকা শান্তি বয়ে আনবে। ছাত্রছাত্রীরা তাদের পড়াশোনা বা প্রতিযোগিতা নিয়ে খুব সচেতন থাকবে।

কন্যা রাশি : আপনার দৈনন্দিন রুটিনে পরিবর্তন আনা এবং আপনার প্রিয় কাজকর্মে কিছুটা সময় দিলে শান্তি ও সুখ আসবে। সমস্ত কাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন হবে। আপনি সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আগ্রহী হবেন। আপনি শক্তি ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর বোধ করবেন। যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আপনার মনোবল বজায় রাখুন।

তুলা রাশি : আর্থিক কার্যকলাপ সংগঠিত করার জন্য সময়টি অনুকূল। এই সময়ে যদি আপনি কোনো ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিতে চান, তবে দেরি করবেন না। এটি করা আপনার জন্য আনন্দদায়ক হবে। যেকোনো পারিবারিক দায়িত্ব পালনে আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। কিছু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নষ্ট হওয়া এড়াতে যদি আপনাকে ছাড় দিতে হয়, তবে বিব্রত বোধ করবেন না।

বৃশ্চিক রাশি : কর্মক্ষেত্র বা পরিবার, যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন, সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা না করে, আপনাকে সময়ের সাথে মানিয়ে নিতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে সমস্ত কাজ পদ্ধতিগতভাবে সম্পন্ন হবে। তরুণদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার সময় তাদের বর্তমান পরিস্থিতি ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

ধনু রাশি : পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের নির্দেশনা ও আশীর্বাদে আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করবেন। যদি আপনি আপনার সময় এবং শক্তি ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারেন, তবে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য নিশ্চিত। আপনাকে আপনার কথাবার্তা এবং আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

মকর রাশি : আপনার দীর্ঘদিনের একটি সমস্যার সমাধান এই সপ্তাহে হবে। আত্মীয়দের আগমন একটি আনন্দময় সময় নিয়ে আসবে এবং তাদের স্বাগত জানানো হবে। উপহার বিনিময় উত্তেজনাপূর্ণ হবে। আপনার সামাজিক পরিধি প্রসারিত হবে। আপনাকে ব্যক্তিগত কাজের পাশাপাশি অন্যান্য কাজেও মনোযোগ দিতে হবে। আপনার সন্তানদের সমস্যা সমাধানে অবশ্যই সাহায্য করুন।

কুম্ভ রাশি : যেকোনো অমীমাংসিত আর্থিক বিষয়ের সমাধান হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো চলমান সমস্যা থাকলে, এখনই তা নিয়ে আলোচনা করার সঠিক সময়। বাড়িতে কোনো আত্মীয়ের আগমন একটি মনোরম পরিবেশ তৈরি করবে। আপনার পরিকল্পনা এবং ব্যক্তিগত বিষয়গুলো সীমিত রাখুন।

মীন রাশি : আপনি আপনার প্রতিভার মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরিতে সফল হবেন। কিছু খরচ এবং প্রতিবন্ধকতা দেখা দেবে, কিন্তু আপনি সেগুলো কাটিয়ে উঠবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের কৃতিত্ব নিয়ে আত্মবিশ্বাসী বোধ করবে। পরিবারে আপনার আত্মবিশ্বাস অন্যদের অনুপ্রাণিত করবে। আপনার ইচ্ছা পূরণের জন্য কোনো ঝুঁকি নেওয়া বা তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

শব্দবার্তা ৩৯৪

১			২	■	■	৩	■
	■	■	৪				
	■	■		■	■		■
৫	৬			■	■		■
■		■	■	৭			৮
■		■	■		■	■	
৯					■	■	
■		■	■	১০			

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১. প্রসন্নতা, প্রসাদ ৪. মূল্যছাড় ৫. ঢাকাই মসলিন কাপড় ৭. শান্তি, নিবৃত্তি ৯. একধরনের ফুল ১০. শিব।

উপর–নীচ

১. ফুরসত, অবসর ২. বৈকুণ্ঠ ৩. কড়ির খেলাবিশেষ ৬.শক্তিবর্ধক ৭. সূর্য ও চাঁদের গ্রহণ ৮. কৌতুকাবহ, আমোদজনক।

সমাধান : ৩৯৩

পাশাপাশি : ১. অহমিকা ৪. বাঘ ৬.পরামাণিক ৭. শরণ ৯. আবহ ১০. হাসিতামাশা ১১. ঘর ১২. কানকাটা।
উপর–নীচ : ১. অঘ ২. মিজরাব ৩. নাটক ৪. বাঘের মাসি ৬. নিরবসর ৮. সমাধান ১০. হাসিল ১১. ঘটা।

চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়

প্রথম পাতার পর

ওই সমস্ত নেতাদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তারও ব্যবস্থা করা হয় সরকারি টাকায়। ত্রিস্তর নির্বাচনে দেখা গেছে আলিপুরে জেলা পরিষদের যেখানে প্রার্থীরা নমিনেশন দেয় সেখানে শাসক তৃণমূলের প্রার্থী ছাড়া অন্য কোন বিরোধী প্রার্থীদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। যারাই ঢুকতে চেষ্টা করেছিল তাদের কপালে জুটেছে অশেষ দুর্ভোগ। এমনকি সাংবাদিকদেরও ছাড় দেওয়া হয়নি। ত্রিস্তর নির্বাচনে একাধিপত্যভাবে জয়লাভ করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস সর্বত্র।

এরপর ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সকলেই উপলব্ধি করেছে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের অত্যাচারের নিদর্শন। ভোট পরবর্তী হিংসায় কয়েকশো বিরোধীদলের নেতাকর্মীরা প্রাণ দিয়েছে অকালে। কাউকে গণপিটুনিতে মারা হয়েছে, কাউকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে গাছে। তার নির্মম দৃশ্য অনেকেই উপলব্ধি করেছে। এমনকি ভোটের দিন ও ভোটের গণনার দিনও কারচুপি উপলব্ধি করতে পেরেছিল সকলেই, তা না হলে ২০২১ সালেই হয়তো রাজ্যের পালাবদল হয়ে যেত। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ২০২১ সালের পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ভোটের দিন এবং গণনার দিন একই অবৈধ কাজ করে আবার বিশাল ক্ষমতা নিয়ে লোকসভায় যায়। তারপর থেকে অবশ্য রাজ্য বিজেপি কেন্দ্রীয় বিজেপির নেতাদের টনক নড়ে। তারা বুঝে যায় এভাবে পশ্চিমবঙ্গকে তৃণমূল মুক্ত করা যাবে না। সন্ত্রাসমুক্ত করা যাবে না।

২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর তখন থেকেই কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব কোমর বেঁধে নেমে পড়ে। বিশেষ করে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী একের পর এক দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ নিতে থাকে। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ভোটারদের মৃত ভোটারদের সৌজন্যে তৃণমূল কংগ্রেসের যে বাড়বাড়ন্ত তাকে রোধ করার জন্য এসআইআর যে প্রয়োজন তা কেন্দ্রীয় নির্বাচন দপ্তরকে বোঝাতে সক্ষম রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বর্গ। শাসক দল কিছুতেই চায়নি, এ রাজ্যে এসআইআর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হোক। কিন্তু কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন কঠোরতার সঙ্গে সেই এসআইআর পর্ব সমাপ্ত করে। তারপর এ রাজ্যের নির্বাচনকে অবাধ হিংসা মুক্ত, ভয় মুক্ত করার জন্য কঠোর হাতে পদক্ষেপ গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। এবারের নির্বাচনে যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন তা একপ্রকার অভূতপূর্ব এবং নজিরবিহীন। তাই নির্বাচন এবার রক্তপাত শূন্য মৃত্যুহীন অবস্থায় সংঘটিত হতে পেরেছে। মানুষ মনের সুখে ভোট দিতে পেরেছে তাদের স্বাধীন মত। এবং দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সনাতনীরা যে অত্যাচার সহ্য করছিল এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং যখন দুধেল গাইদের প্রশংসা করে তখন তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল এবার বিধানসভা নির্বাচনে যদি রাজ্যে পদ্মফুল বিকশিত না হয় তাহলে হিন্দুদের অবস্থা হবে বাংলাদেশে অবস্থিত হিন্দুদের মত। কিংবা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটাই হয়তো আগামী দিনে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের মতো আত্মপ্রকাশ করবে। তাই দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া হিন্দু সনাতনীরা এবার এসপার নয় উসপার হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে খড়কুটোর মতো বঙ্গোপসাগরের ছুড়ে ফেলে দেয়।

১৫ বছর ধরে তৃণমূলের সামান্য বুথ স্তরের নেতা থেকে রাজ্যস্তরের নেতা কর্মী জনপ্রতিনিধিদের যে অহংকার যে আস্ফালন হয়েছিল তার পতন শুরু হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি এ রাজ্যের ১১০০ তৃণমূল নেতা–নেত্রীরা সে জেলা পরিষদের সদস্য হোক কিংবা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোক কিংবা পৌরসভার পৌর পিতা বা পৌর মাতা হোক তাদের ছিল একাধিক সরকারি নিরাপত্তা যা নজিরবিহীন। ক্ষমতা এবং টাকার অহংকারে মানুষকে তারা মানুষ বলে গণ্য করত না। অবশ্য অনেকেই এখন বলছেন এই সমস্ত যে কর্পোরেট কালচার এবং যত রকম পাপাচার দুরাচার হয়েছে তার জন্য মূল যে ব্যক্তি দায়ী তিনি হলেন ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি এবং তার আপ্তসহায়ক সুমিত রায়।

গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে তৃণমূল নেতা কর্মী জনপ্রতিনিধি সকলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ এখন আছড়ে পড়ছে। বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল জনপ্রতিনিধি নেতা–নেত্রীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করছে এবং কোমরে দড়ি দিয়ে ঘোরাবার নতুন এক রীতি চালু করেছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। যা দেখে সাধারণ নিপীড়িত অত্যাচারিত মানুষ অত্যন্ত আনন্দিত হচ্ছে। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব বারবার অনুরোধ করছেন আইন কেউ হাতে তুলে নেবেন না আইনের পথে শাস্তি পেতে দিন যারা এতদিন অন্যায় অত্যাচার করেছে। বাংলার স্বঘোষিত যুবরাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এখন গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় কাঁপছে। আগামী ৮ জুন তাকে ডেকে পাঠিয়েছে সিআইডি আবার ১৫ জুন প্রাথমিক শিক্ষক দুর্নীতি মামলায় তাকেও ডেকে পাঠিয়েছে ইডি। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল বলছেন, স্বঘোষিত যুবরাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তার এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত জানা যাচ্ছে, ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা ইডির হাত থেকে বাঁচতে পলাতক, বজবজের জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার, ডায়মণ্ড মডেলের অনেক জনপ্রতিনিধি এবং নেতাকে পুলিশ এখন হন্যে হয়ে খুঁজছে।

উপসংহারে এসে একটা কথাই বলতে চাই, এবারের বিধানসভা নির্বাচন থেকে অনেক কিছু আমাদের শিক্ষা নেবার আছে, শুধু রাজনীতিবিদরা নয় সাধারণ মানুষদের ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য। যতই ক্ষমতা আসুক যতই অর্থ আসুক অবশ্যই সেটা বৈধ পথে হতে হবে, কখনো অহংকার যেন আমাদের গ্রাস না করে। অহংকার হলেই পতন হবেই সেটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। আর ভুলে গেলে চলবে না কাজী নজরুল ইসলামের ওই শাশ্বত সঙ্গীতটি– 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়, আজকে যে রাজাধিরাজ কাল সে ভিক্ষা চায়'।

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ইমেলেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

নাম পরিবর্তন

আমি AMENA BIBI W/O RAHUL SAMANTA D/O ROUSON ALI MOLLA D/O RAHIMA BIBI আগে আমি জাতি মুসলিম ছিলাম আমার নাম ছিল AMENA BIBI এখন আমি জাতি হিন্দু হয়েছি বর্তমানে আমার নাম হয়েছে ARADHYA SAMANTA, W/O RAHUL SAMANTA আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এফিডেভিট 17/11/25 নং 7089 আমি ARADHYA SAMANTA নামে পরিচিত হলাম AMENA BIBI ও ARADHYA SAMANTA একই ব্যক্তি। আমার ঠিকানা 35, RAMNIDHI AWASTHI ROAD, BUDGE BUDGE (M), SOUTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL, 700137

বাঁকুড়ায় প্রতিবাদ মিছিল

সুকান্ত কর্মকার, বাঁকুড়া : পুনর্বাসন না দিয়ে হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, উচ্ছেদ হওয়া হকারদের পুনর্বাসন, শ্রমিক স্বার্থ হরণকারী শ্রম কোড বাতিল ও পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের বর্দ্ধিত মূল্য প্রত্যাহারের দাবিতে বাঁকুড়ার কেরাণীবাঁধ শ্যামদাসপুর এলাকায় বাঁকুড়া জেলা মুটিয়া মজদুর ইউনিয়নের

ডাকে মিছিলে সামিল হলেন মুটিয়া শ্রমিকেরা। মিছিল শেষে কেরাণীবাঁধ বাসস্ট্যান্ডের পথসভায় বক্তব্য রাখেন প্রতীপ মুখার্জী। এছাড়াও কর্মসূচীতে নেতৃত্ব প্রদান করেন ইউনিয়নের নেতা তপন দাস, সোহরাব মণ্ডল, ছোটু দালাল, বিমল মাল এবং সিআইটিইউ তথা গণ আন্দোলনের নেতা অশোক ব্যানার্জী, ষড়ানন পান্ডে, রবি মণ্ডল প্রমুখ।

উপরোক্ত দাবিগুলির পাশাপাশি মিছিলে শ্লোগান উঠলো, '৩৫ টাকা লিটার দরে পেট্রোল সরবরাহের ২০১৪ সালের প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল নরেন্দ্র মোদী জবাব দাও, পেট্রোলজাত সামগ্রী থেকে জিএসটি প্রত্যাহার করতে হবে, বিরোধী দলনেতা হিসেবে দেওয়া বুলডোজারের হাত থেকে হকারদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও, রাজ্যে বুলডোজার রাজকায়েম করা চলবে না, শ্রমজীবীদের স্বার্থ হরণকারী শ্রম কোড জ্বালিয়ে দাও, ডবল ইঞ্জিন সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হও।' বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে এবং রাস্তায় থাকা বহু মানুষ এই প্রতিবাদী মিছিলকে স্বাগত জানান।

হকার উচ্ছেদ ঠেকাতে ভদ্রেশ্বর স্টেশনে বামেরা

মলয় সুর, হুগলি : ফের রাত দখল, এবার ও রাত জাগছে সিপিএমের কর্মীরা। তবে আরজি কর কাণ্ড আর এবারের 'রাত দখল'-এর চরিত্রগত ফারাক আছে। একসময় সিপিএমের লড়াকু নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জী লাল ঝান্ডা সরিয়ে রেখে রাতের রাস্তায় আন্দোলনে নেমেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল অভয়ার বিচার, তবে সরকার

পরিবর্তনের পর এবারে রাত জাগা হচ্ছে লাল ঝান্ডা নিয়ে পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে। চন্দননগর ও ভদ্রেশ্বর পয়লা জুন রাতে শ্রমিক সংগঠন সিটুর ডাকে স্টেশনে হকারদের দোকান পাহারা দিয়েছেন বাম সংগঠনের কর্মী ও নেতারা। একেবারে রিলে করে বাম নেতৃত্ব রাত পেরিয়ে সকাল পর্যন্ত চন্দননগর স্টেশনে রয়েছেন। উদ্দেশ্য একটাই হকারদের দোকান তুলতে এলে তারা প্রতিরোধ গড়বেন।

সিপিএমের দাবি, এভাবেই তারা চন্দননগর স্টেশনের হকারদের রক্ষা দিয়েছেন, আবার একই চিত্র ভদ্রেশ্বর স্টেশনে। সিপিএম নেতৃত্বের বক্তব্য, ২রা জুন হকার উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। স্মারকলিপি জমা দেওয়ার পরেও রেলের তরফে কোনো সাড়া মেলেনি। কাজেই বাম নেতৃত্ব প্রতিদিন রাত থেকে মেনলাইনের সব স্টেশনে নজরদারি চালাবেন। একবার 'রাত দখল' করে ভোটের বাক্সে খুব একটা লাভ হয়নি, উত্তরপাড়ায় মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়েরা সেই তৃতীয় স্থানেই রয়ে গেছে। সিপিএমের দাবি পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ করা যাবে না, আমরা সেই দাবিতে স্টেশনে পড়ে আছি।

বাংলাদেশিদেরকে রাখা হয়েছে হোল্ডিং সেন্টারে

সুভাষ চন্দ্র দাশ, জীবনতলা : রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে অবৈধ বাংলাদেশিদের চিহ্নিতকরণের কাজ। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় প্রশাসনের তরফ থেকে বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বেশিরভাগ বাংলাদেশীদেরকে রাখা হয়েছে হোল্ডিং সেন্টারে। এই হোল্ডিং সেন্টার জেলাতে কতগুলি তৈরি করা হবে তা নিয়েও প্রশাসনের মধ্যে কিছুটা দ্বিমত আছে। যেহেতু দক্ষিণ ২৪ পরগনা একটি বিস্তীর্ণ জেলা

তাই এখানে একটি বা দুটি হোল্ডিং সেন্টারে সমস্ত বাংলাদেশিদেরকে রাখা সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। ইতিমধ্যেই ক্যানিং মহকুমায় জীবনতলা থানার ঝোড়রমোড় এলাকায় একটি হোল্ডিং সেন্টার তৈরি করা হয়েছে। কর্মতীর্থ কেন্দ্রকে হোল্ডিং সেন্টার হিসেবে কাজে লাগানো হচ্ছে। তবে প্রশ্ন উঠেছে এই হোল্ডিং সেন্টারটি কতটা পরিকাঠামো গত ভাবে উন্নত।

২০১৮ সালের এই কর্মতীর্থ কেন্দ্রটি গড়ে তোলা হয়। তারপর ২০২০ সালে করোনার সময়ে সেখানে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার তৈরি করা হয়েছিল। এরপর থেকে পড়ে ছিল এই কর্মতীর্থ সেন্টারটি। এই সেন্টারটি চারিদিকে নেই কোন প্রাচীর বা উঁচু দেওয়াল। সব সময় যাতায়াত বাইরের মানুষদের। অথচ রাজ্য সরকারের তরফে বলা হয়েছে সমস্ত হোল্ডিং সেন্টারগুলিতে উঁচু করে পাঁচিলের ব্যবস্থা রাখতে হবে তার উপরে কাঁটাতারের বেড়া দিতে হবে। এখানে আপাতত তা নেই। তবে জীবনতলা থানার তরফ থেকে পুলিশ দিয়ে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সেখানে। সিসিটিভির ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে ৫ জন সেখানে আছেন তাদেরকে খাওয়ারও দেওয়া হচ্ছে, দিনে তিনবার করে। তবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কোনভাবেই ফাঁক রাখতে রাজি নয় প্রশাসন। এ বিষয়ে ক্যানিংয়ের মহাকুমা শাসক প্রণব মালিয়ে বলেন, রাজ্য সরকারের যা গাইডলাইন আছে সেইমতো সমস্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সিসিটিভি নজরদারি তৈরি করা হয়েছে। খাওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ২৪ ঘন্টা সেখানে পুলিশ মোতায়ন রাখা হয়েছে। যে বিষয়গুলো এখনো তৈরি করা সম্ভব হয়নি সেগুলো দ্রুত তৈরি করে দেওয়া হবে।

ইতিমধ্যেই ৫ জনকে রাখা হয়েছে সেখানে। যাদেরকে মূলত গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ঘুটিয়ারি শরীফ, মল্লিকপুর এবং সোনারপুর এলাকা থেকে। তবে তাদের কবে ফেরত পাঠানো হবে বাংলাদেশে এই নিয়ে অবশ্য কিছু জানাতে পারিনি প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা। তবে এই ৫ জনকে ফেরত পাঠানোর জন্য সমস্ত কাগজপত্র তৈরির করার প্রক্রিয়া চলছে। তা সম্পন্ন হয়ে গেলেই সকলকে সে দেশে ফেরত পাঠানো হবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বেশ কয়েকটি রুটে সরকারি বাস পরিষেবা সীমিত

সুব্রত মণ্ডল, সোনারপুর : ১ জুন থেকে সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের পরিষেবা চালু হয়েছে। কিন্তু সরকারি বাসের সীমিত পরিষেবার দরুণ নিখরচায় মহিলারা কিভাবে যাতায়াত করবেন এটাই প্রশ্ন। তাই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বেশি সংখ্যক সরকারি বাস চালুর দাবি তুলেছেন মহিলারা। গদখালি, ঝড়খালি, ক্যানিং, সোনারপুর, বারুইপুর, জয়নগর প্রভৃতি এলাকায় সরকারি বাসের দেখা মেলা ভার। বারুইপুর রুটে সরকারি বাস থাকলেও তা ডুমুরের ফুল, দেখাই মেলে না। তবে সেই বাস কখন আসে, কখন যায়, কেউ জানতে পারে না।

অন্যদিকে, কাকদ্বীপ, ডায়মন্ড হারবারের বাসিন্দারা অনেকেই এই সুবিধা পাবেন। কারণ ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে কলকাতা থেকে কাকদ্বীপ রুটে বহু বাসই যাতায়াত করে। একটা সময় সোনারপুর, বারুইপুর থেকে হাওড়া পর্যন্ত সরকারি বাস চলত মাঝে করুণাময়ী পর্যন্ত এসি বাসও চালু হয়। কিন্তু বর্তমানে তা অতীত। সাধারণ মানুষের বক্তব্য গড়িয়ার দিকে যেতে হলে বেসরকারি বাস বা অটোর উপরে

নির্ভর করতে হয়। অনিমা মণ্ডল, সুমনা মণ্ডল, ইয়াসমিন খাতুন সহ একাধিক মহিলাদের দাবি, 'আমরা কি এই সুযোগ নিতে পারব না? সন্ধ্যার পর বাস থাকে না। গড়িয়া থেকে সোনারপুর, বারুইপুর রোডে অটো পাওয়া দুষ্কর। অটো চলে কাটা রুটে। তখন কার্যত দ্বিগুণ টাকা খরচ করে গন্তব্যে পৌঁছাতে হয় সাধারণ মানুষকে। তাই সোনারপুর, বারুইপুর থেকে কলকাতা যাওয়ার জন্য নিয়মিত সরকারি বাস চালানো দরকার। এর ফলে অনেকেরই উপকার হবে।'

সোনারপুর থেকে বহু মহিলা বারুইপুর বা কলকাতায় কাজে যান। সরকারি বাস পেলে তারা বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারতেন। সুন্দরবনে যেতে গেলেও ট্রেন, গাড়ি ভাড়া করে যেতে হয় ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবার দিকে। সরকারি বাস নেই বললেই চলে। বিগত সরকার ঘটা করে কয়েকটি সরকারি বাস চালু করলেও সেই বাস এখন দেখাই যায়না বলে অভিযোগ। তবে বকখালি, পাথরপ্রতিমায় যাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি বাসের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি। এই রুটের মহিলাদের সরকারি বাস পেতে খুব একটা সমস্যা হয় না। এদিন ধর্মতলা থেকে কাকদ্বীপে আসা প্রতিটি বাসে মহিলা যাত্রীসংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো। এক সরকারি বাসের কন্ডাক্টার স্বপন রায় বলেন, ধর্মতলা থেকে কাকদ্বীপে এসেছি ১০২ জন যাত্রী নিয়ে। তাদের মধ্যে ৫৫ জন মহিলা ও ৪৭ জন পুরুষ যাত্রী ছিলেন। আগামী দিনে বাসে যাতায়াতের ক্ষেত্রে মহিলাদের সংখ্যা আরো বাড়বে বলে মনে হয়। কিন্তু দক্ষিণ শহরতলির আরো প্রত্যন্ত অংশে থাকা মহিলারা কি আদৌ এই সরকারি পরিষেবা নিতে পারবেন? প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

তৃণমূল নেতার বাড়িতে কার্তুজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালিন শওকত মোল্লাকে মমতা ব্যানার্জী বলেছিলেন, জীবনতলায় তুই তো বোমা বন্দুক তৈরী করিস! ওখানে কোন বাসষ্ট্যান্ড হবে না। সেই কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলেই গেল রাজ্যে পালাবদল হতেই। ২মে দুপুরে জীবনতলা থানার মঠেরদিঘি পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কালিকাতলা গাজীপাড়া এলাকার তৃণমূল নেতা তথা দুষ্কৃতি হোসেন শেখ এর সাগরেদ জবেদ শেখ এর বাড়ি থেকে উদ্ধার হল বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য কার্তুজ, কার্তুজের খোল, বন্দুক পরিষ্কার করার তেল সহ অন্যান্য যন্ত্রাংশ। স্থানীয় সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন যাবত শওকত মোল্লার ঘনিষ্ঠ দুষ্কৃতি হোসেন ও জবেদ শেখ এলাকায় তান্ডব চালাচ্ছিল। এছাড়া হুমকি, মারধর, বাড়িঘর ভাঙচুর সহ নানা ধরনের সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরী করে। এমন কি মুখ খুললে প্রাণ সংশয়ের ভয়, তাই বাসিন্দারা মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলেন।

সেচ দপ্তরের জমিতে অবৈধ নির্মাণ

অরিজিৎ মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার : ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে সেচ দপ্তরের জমি দখল করে অবৈধভাবে বাণিজ্যিক বহুতল নির্মাণের অভিযোগ উঠলো পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রাজর্ষি দাসের বিরুদ্ধে। স্থানীয়দের দাবি, তাঁর তত্ত্বাবধানেই এই বহুতল নির্মাণ করা হয়েছে। বহুতলের মালিক সুফল সর্দারকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি পুরসভার একটি রসিদ দেখান। অভিযোগ, ওই রসিদ অনুযায়ী প্রায় ৩ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা পুরসভায় জমা দেওয়া হয়েছে। রসিদে ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রাজর্ষি দাসের স্বাক্ষরও রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। এরপরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে–সেচ দপ্তরের জমিতে বহুতল নির্মাণের অনুমতি কি আদৌ পুরসভা দিতে পারে?

এই বিষয়ে ডায়মন্ড হারবার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রণব দাসের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, বিষয়টি সম্পর্কে তার কিছু জানা নেই। অন্যদিকে, রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই এলাকায় ভাইস চেয়ারম্যান রাজর্ষি দাসকে দেখা যাচ্ছে না বলেও স্থানীয়দের দাবি।

ঘটনায় সরব হয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের বিজেপি নেতা দীপক হালদার এবং সিপিআই(এম)-এর

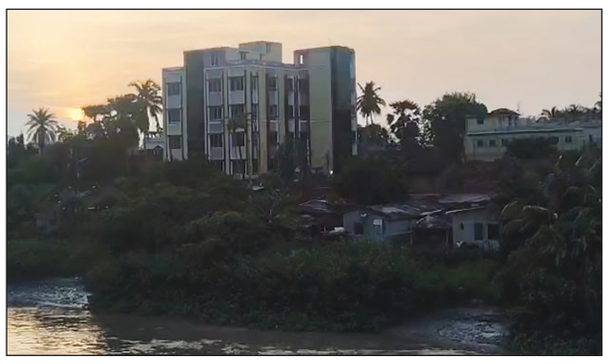

১ নম্বর লোকাল এরিয়া কমিটির সম্পাদক দেবাশীষ দাস। তাদের অভিযোগ, তৃণমূল সরকারের আমলে ডায়মন্ড হারবার পুরসভা এলাকায় একাধিক অবৈধ নির্মাণ হয়েছে এবং এর পেছনে শাসকদলের মদত রয়েছে। তাদের আরও অভিযোগ, কাটমানি নিয়েই এই ধরনের বেআইনি নির্মাণে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

যদিও সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে বহুতলের মালিক সুফল সর্দারকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে, তবে এখনও পর্যন্ত প্রশাসনিকভাবে কোনও পদক্ষেপ হয়নি বলেই অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে ডায়মন্ড হারবাররে।

ভাগচাষি থেকে কোটি টাকার সম্পত্তি তৃণমূল নেতা রবি মুর্মুকে ঘিরে জোর বিতক

বিশাল দাস, বোলপুর : বীরভূমের ইলামবাজারে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা রবি মুর্মুকে ঘিরে নতুন করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক চর্চা। ভাগচাষির পরিবারের সন্তান হিসেবে পরিচিত এই নেতার বর্তমান সম্পত্তির পরিমাণ ও জীবনযাত্রার মান নিয়ে এলাকায় নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, গত কয়েক বছরে তার সম্পদের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়েছে, যার উৎস সম্পর্কে জনসমক্ষে স্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকা উচিত। বর্তমানে রবি মুর্মু বীরভূম জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপাশি তিনি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটিরও অন্যতম সদস্য। রাজনৈতিক মহলে দীর্ঘদিন ধরেই তার প্রভাব রয়েছে বলে মনে করা হয়।

জানা গিয়েছে, ইলামবাজারের বনশুলডাঙা গ্রামেই রবি মুর্মুর আদি বাড়ি। গ্রামবাসীদের দাবি, একসময় তার পরিবার মূলত ভাগচাষের ওপর নির্ভরশীল ছিল। সাধারণ জীবনযাপনের মধ্যেই তাদের সংসার চলত। কিন্তু রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকে রবি মুর্মুর আর্থিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। স্থানীয়দের বক্তব্য, বর্তমানে তিনি একাধিক দামী গাড়িতে চলাফেরা করেন। পাশাপাশি শান্তিনিকেতনের সীমান্তপল্লীতে একটি বিলাসবহুল বাড়িও নির্মাণ করেছে। শুধু

তাই নয়, বোলপুর, ইলামবাজার এবং সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন স্থানে তার বা তার ঘনিষ্ঠদের নামে জমি, রিসর্ট এবং অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি থাকার অভিযোগও উঠেছে।

এই অভিযোগ ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর তরজা। বিরোধী শিবিরের দাবি, একজন জনপ্রতিনিধি বা সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্পত্তির পরিমাণ যদি স্বল্প সময়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়, তাহলে তার উৎস সম্পর্কে স্বচ্ছতা থাকা প্রয়োজন। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, সরকারি পদ ও রাজনৈতিক প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে আর্থিক সুবিধা অর্জনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা উচিত। তাদের মতে, প্রশাসনিক ও আর্থিক নথিপত্র যাচাই করে প্রকৃত তথ্য সামনে আনা প্রয়োজন।

অন্যদিকে, তৃণমূলের একাংশের নেতা-কর্মীদের দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই এই ধরনের অভিযোগ সামনে আনা হচ্ছে। রবি মুর্মুর বক্তব্য জানার জন্য একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলা হলে তারা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের আবহে একটাই বিষয় স্পষ্ট, রবি মুর্মুকে ঘিরে ওঠা এই বিতর্ক আগামীদিনে বীরভূমের রাজনৈতিক পরিসরে আরও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হয়ে উঠতে পারে।

'হেভিওয়েট' নেতৃত্ব গ্রেপ্তার, তলানিতে তৃণমূলের জনসমর্থন

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : দুর্নীতি, আর্থিক বেনিয়ম সহ তোলাবাজি, হুমকি, অবৈধ কারবারে লিপ্ত থাকা প্রভৃতি অভিযোগে পূর্ব বর্ধমান জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক 'হেভিওয়েট' নেতৃত্বের গ্রেপ্তারের ঘটনায় সর্বত্র ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে। একইসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি জনসমর্থন কার্যত তলানিতে ঠেকার মতো পরিস্থিতি। ইতিমধ্যেই দাঁইহাট পুরসভার চেয়ারম্যান সমর সাহা সহ একাধিক কাউন্সিলর পদত্যাগ করেছেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে কার্যত সর্বত্রই সাধারণ মানুষজন তৃণমূল কংগ্রেস সহ একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ এবং বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করছেন। এই পরিস্থিতিতে দলের নিচুতলার কর্মী-সমর্থকরাও এতটাই হতাশ হয়ে পড়েছেন যে একাধিক ঘটনায় দলীয় সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'যুবরাজ' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্পর্কে কোনও প্রসঙ্গে জবাব দিতেও উৎসাহ হারিয়ে ফেলছেন। যে কারণেই সোনারপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর হামলার ঘটনাতেও জেলার কোণায় কোণায় তৃণমূল কর্মীরা নিষ্ক্রিয় ছিলেন। ভোট পরবর্তী এই বিপর্যয় সামলে আসন্ন পুরসভা নির্বাচনের আগে জেলার সর্বত্র তৃণমূল কংগ্রেস পুনরায় ঘুরে দাঁড়াতে পারবে কি না সেই নিয়েও এখন জোর চর্চা

শুরু হয়েছে। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে পূর্ব বর্ধমান জেলার ১৬টি আসনের বিজেপি একধাক্কায় ১৪টি আসন ছিনিয়ে নিয়েছে।

৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পরপরই জেলার সর্বত্র তৃণমূল কংগ্রেসের বেশিরভাগই নেতা-কর্মী-সমর্থকরা প্রমাদ গুনতে শুরু করেন। দুর্নীতি, আর্থিক বেনিয়ম, তোলাবাজি, অবৈধ কারবারে লিপ্ত থাকা প্রভৃতি অভিযোগে একের পর এক প্রাক্তন বিধায়ক সহ বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি এবং নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং আরও অনেকেই গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় ভুগছেন। ইতিমধ্যেই জেলার দুই প্রাক্তন বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় (পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্র) এবং খোকন দাস (বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্র) গ্রেপ্তার হয়েছেন। এছাড়া জেলা পরিষদের সদস্য নিতাইসুন্দর মুখোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক দিগন্ত পাল, বিশ্বনাথ সাহা সহ জেলার অসংখ্য নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একই সঙ্গে অভিযোগের ভিত্তিতে বিভিন্ন জায়গা থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে ত্রাণের জন্য মজুত রাখা প্রচুর ত্রিপল, শাড়ি, চাষিদের সাহায্যার্থে নানাধরনের শস্যবীজ, ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য ফুটবল ও জার্সি, বিশেষভাবে সক্ষমদের সুবিধার্থে ট্রাইসাইকেল প্রভৃতি সামগ্রী।

দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে কাটোয়ার প্রাক্তন বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও। তাকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। জনপ্রতিনিধিদের পরপর গ্রেপ্তারের ঘটনায় অদূর ভবিষ্যতে তৃণমূল কংগ্রেসের অস্তিত্ব সংকট নিয়েও একাধিক মহলে জল্পনা ছড়িয়েছে। নানান অভিযোগে একাধিক প্রাক্তন বিধায়ক এবং নেতৃত্ব সহ জনপ্রতিনিধিদের পরপর গ্রেপ্তারের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই জেলাজুড়ে শোরগোল পড়ে।

বর্ধমান শহর থেকে শুরু করে পূর্বস্থলী, কালনা, কাটোয়া, মঙ্গলকোট সর্বত্র একই চিত্র ধরা পড়ে। দুর্নীতিতে অভিযুক্ত এবং ধৃত দিগন্ত পাল এবং বিশ্বনাথ সাহাকে ঘিরে রবিবার কাটোয়া আদালত চত্বরে জনরোষ আছড়ে পড়েছিল। সোমবার গভীর রাতে কালনা শহরে এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগের প্রাসাদোপম বাড়িতে পুলিশ তদন্তে গিয়েছিল সেখানে উত্তেজিত জনতা বিধায়ক ও তার পুত্রকে গ্রেপ্তারের দাবিতে ফেটে পড়েন। পরদিন পুলিশকে ধৃত ওই প্রাক্তন বিধায়কের মাজায় দড়ি বেঁধে ও জামার কলার ধরে গাড়িতে তুলতে দেখে ক্ষুব্ধ জনতা উল্লাসে ফেটে পড়েছিল। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, পূর্বতন সরকারের আমলে অত্যাচারিত সাধারণ মানুষজন তৃণমূল নেতৃত্বের ভয়ে মুখ খুলতে পারতেন না। এবার রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পরে সেই ভয় না থাকায় মানুষ ফুঁসে উঠছে। রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, বিজেপি প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে। গণতান্ত্রিকভাবেই এর মোকাবিলা করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

ডায়মন্ডহারবার সেটেলমেন্ট অফিসে নথিপত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

ডায়মণ্ড হারবার ২ নম্বর সেটেলমেন্ট অফিসে নথিপত্র ঠিকমত রাখা হচ্ছেনা। দীর্ঘদিন অবহেলার ফলে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ, কাকদ্বীপ থেকে পাথরপ্রতিমা পর্য্যন্ত প্রস্তাবিত বাস রাস্তার জমি দখল সংক্রান্ত নথিপত্র এখানে ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। অভিযোগে প্রকাশ, সংশ্লিষ্ট অফিসের কতিপয় দুর্নীতি পরায়ণ কর্মচারী ঐ ধরনের অপকর্মের জন্য দায়ী। আরও জানা গেল, অনেকক্ষেত্রে তাঁরা পুরাতন বর্গাদারদের নাম কেটে নতুন নাম বসিয়ে দিচ্ছেন। এমনকি ভেসটেড্ জমির বিবরণ যথাসময়ে জে,এল, আর, অফিসে জানানো হচ্ছে না। প্রকাশ, গোপালনগর মৌজার মন্মথ তাঁতির ৯৪ ও ৯৭ খাতিয়ানের জমি ভেসটেছ হওয়ার রিপোর্ট আজও কাকদ্বীপ অফিসে পৌঁছায় নি। ভেসটেড ও রিটেণ্ড রিপোর্ট চেপে দেবার ফলে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হচ্ছে।

১০ম বর্ষ, ০৫ জুন ১৯৭৬, শনিবার, ২৬ সংখ্যা

সুন্দরবনের শুদ্ধিকরণ

আবাসের টাকা ফেরত দিল পঞ্চায়েত সদস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে রাজনৈতিক বদলের পর সুন্দরবন উপকূলে যেন এক অন্যরকম 'শুদ্ধিকরণ' শুরু হয়েছে। এবার কাটমানির টাকা প্রকাশ্যেই গ্রামবাসীদের হাতজোড় করে ফেরত দিলেন খোদ তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর বিধানসভার নামখানার শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাতিবুনিয়া এলাকায়। তবে শুধু টাকা ফেরত দেওয়াই নয়, টাকা ফেরত দিয়ে খোদ তৃণমূল দলের সদস্য যেভাবে নিজের দলেরই শীর্ষ নেতৃত্বের দিকে দুর্নীতির আঙুল তুলেছেন, তা অত্যন্ত বিস্ফোরক।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সেখানেই সবার সামনে নিজের অন্যায় স্বীকার করে ৪৫ জন উপভোক্তার পাওনা টাকা নিজে থেকেই ফেরত দেন শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য মাধবচন্দ্র লায়া।

টাকা ফেরত দেওয়ার পর মাধবচন্দ্র লায়া বলেন, 'ঘরের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে আমি এই টাকাগুলো নিয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু আমাকে আমার দলের পক্ষ থেকে এই টাকাগুলি তোলার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল। আমি এই টাকা তুলে পঞ্চায়েতের টেবিলে জমা দিয়েছিলাম, নিজে এক টাকাও নিইনি। এই দুর্নীতির সঙ্গে

শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৫২ নম্বর বুথের তৃণমূল সদস্য মাধবচন্দ্র লায়ার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই আবাসের টাকা পাইয়ে দেওয়ার নামে কাটমানি নেওয়ার ক্ষোভ জমেছিল। অভিযোগ, ওই বুথের প্রায় ৪৫ জন উপভোক্তার কাছ থেকে আবাসের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে মাথা পিছু ৫,০০০ টাকা করে কাটমানি নিয়েছিলেন তিনি। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে ক্ষমতা বদলের পর রবিবার স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ও গ্রামবাসীদের নিয়ে পাতিবুনিয়ার একটি স্কুল মাঠে বসে প্রকাশ্য সভা। শিবরামপুর পঞ্চায়েত ও তৃণমূলের উচ্চপদস্থ শীর্ষ নেতৃত্ব জড়িত।'

সব টাকা উগরে দেওয়ার পর এখন নিজের এবং পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে চরম আতঙ্কে ভুগছেন এই পঞ্চায়েত সদস্য। মাধববাবুর আশঙ্কা, ওপরে বসা দলের যে সমস্ত রাঘববোয়ালরা এই কাটমানির আসল ভাগ পেত, তাদের নাম যদি তিনি সম্পূর্ণ প্রকাশ করে দেন, তবে তাকে এবং তাঁর বৃদ্ধ বাবাকে খুন করা হতে পারে। যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

আলোকপাত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ০৬ জুন – ১২ জুন, ২০২৬

শ্যামাপ্রসাদ ও নজরুলের নথি প্রকাশ্যে আসুক

ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও চির বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের গভীর সম্পর্ক সম্পর্কে তেমনভাবে আলোকপাত করা হয় নি বঙ্গসংস্কৃতির অঙ্গণে। নজরুল ইসলাম তাঁর শেষ চিঠিতে শ্যামাপ্রসাদকে লিখেছিলেন যে বাঙালী চিরদিন সুভাষ চন্দ্র ও শ্যামাপ্রসাদকে মনে রাখবে। বিগত সময়গুলিতে দেখা গেছে স্রেফ রাজনৈতিক ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে শ্যামাপ্রসাদের ও সুভাষচন্দ্রের অবদানকে ব্রাত্য রাখা হয়েছিল ইতিহাস পাঠ্যে। নজরুল ইসলাম খণ্ডিত ভারতে নিদারুণ দারিদ্রতায় অনেকগুলি বছর কাটিয়ে ছিলেন। জীবিত অবস্থায় শ্যামাপ্রসাদ অসুস্থ বাক্‌রূদ্ধ নজরুলের চিকিৎসার জন্য তৎপর ছিলেন। দুভার্গ্য ভারতের দুর্ভাগ্য বঙ্গবাসীর দু'জনেই চিকিৎসা বিভ্রাটের শিকার।

কাশ্মীরে ডাল লেকের কাছে যে ছোট কুটিরে তাঁকে বন্দী করে চিকিৎসা করানো হয় এবং মারা যান সেখানে তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরীটিও ছিল। তাঁর মৃত্যুর তদন্ত হয়নি। কলকাতায় এসেছিল নিথর দেহ। পোস্টমর্টেম হয়নি। শ্যামাপ্রসাদের সেই সময়কার ডায়েরী, চিকিৎসার যাবতীয় সমস্ত নথিপত্র যদি কোথাও সংরক্ষিত থাকে তা প্রকাশ্যে আনার উদ্যোগ নেওয়া হোক। কারণ কাশ্মীরে আজ আর সেই ৩৭০ নং ধারা নেই। ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্বসূরী জনসংঘের রাজত্ব চলছে দেশজুড়ে। নেহেরু কংগ্রেস আমলের ধামাচাপা দেওয়া ইতিহাস খুঁজে দেখা হোক। তেমনিভাবেই কাজি নজরুল ইসলামের হঠাৎ বাকরূদ্ধ হবার নেপথ্যে অনেকগুলি সম্ভাবনার কথা বিভিন্ন নজরুল গবেষকদের লেখনীতে উঠে এসেছে। নজরুল ইসলামের সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হেফাজতে থাকা সমস্ত নথিপত্র প্রকাশ্যে আনা হোক। তাঁর প্রতি তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের উদাসীনতার কাহিনী সামনে আসুক। শ্যামাপ্রসাদ ও কবি নজরুল ইসলামকে মরণোত্তর ভারতরত্ন দেওয়ার সব দলীয় প্রস্তাব গৃহীত হোক।

১২৫তম জন্মদিন পূর্ণ হতে চলেছে শ্যামাপ্রসাদের। খবরে প্রকাশ পাঠ্যে তাঁর মূল্যায়ন হবে। এমন কী লক্ষ্ণৌ এর পরে কলকাতায় ১২৫ ফুটের সর্বোচ্চ শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে জানা গেছে।
দেশের প্রকৃত ইতিহাস লেখা হোক। দেশপ্রেমীদের আত্মত্যাগ যুবসমাজের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরা হোক। দশকের পর দশক প্রজন্মের পর প্রজন্ম মিথ্যা, অর্ধসত্য ভুল ইতিহাস পড়েছে, ভুল ইতিহাস শিখেছে। নেতাজি, নজরুল ও শ্যামাপ্রসাদের অবদান এবং চর্চা বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক কর্মী, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক। দেশের সার্বিক কল্যাণের পথ প্রশস্ত হবে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

রাম বললেন, হে ব্রহ্মণ! জীব যেভাবে মনোময় হয়ে সেই বিরিঞ্চিপদ লাভ করল, তা আপনি বলুন। বশিষ্ঠ বললেন, হে রাম! ব্রহ্মা যেভাবে দেহধারণ করেছেন, তোমার জ্ঞাতার্থে তা বলছি। তোমার নিশ্চয়ই স্মরণে আছে, পূর্বেই আমি বলেছি যে, অপরিচ্ছিন্ন আত্মতত্ত্ব নিজের শক্তিতে দিক্–কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়ে যে বাসনাময় আকৃতি ধারণ করেন, তা সঙ্কল্পাত্মক হয়ে মন বা জীব নামে পরিচিত হয়। প্রথমে মনের সঙ্কল্পশক্তি আকাশ ভাবনায় ঘনীভূত হয়ে আকাশরূপ ধারণ করে, তারপর পঞ্চতন্মাত্রের সঙ্কল্প ক'রে বায়ু ভাবনায় বায়ুরূপ ধারণ করে। আকাশ ও বায়ু অন্যান্য ভূতের সাথে সংমিশ্রিত না হওয়ায় অতীব সূক্ষ্ম অগোচর অবস্থায় থাকে। শব্দ ও স্পর্শ তন্মাত্রার প্রয়োজনে আকাশ ও বায়ু এই দুই ভূত কার্য্যক্ষম, কিন্তু ব্যবহার প্রয়োজনে রূপ–রস–গন্ধ তন্মাত্রার জন্য অগ্নি–জল–ভূমি ভাবনা ক'রে মন আকাশ–বায়ু–অগ্নি–জল–ভূমি এই পঞ্চভূতের সাহায্যে অতি সূক্ষ্মভাব বর্জন ক'রে বিমূর্ত শরীরসপন্ন হয়। তখন সেই শরীরে অহঙ্কার ও বুদ্ধি অঙ্কুরিত হতে থাকে। সেই শরীরকেই লিঙ্গদেহ বা পুর্য্যষ্টক বলে। এই শরীর তেজোময়, এর অবস্থান চিদাকাশেই থাকে। লিঙ্গশরীর মস্তক–পদ–হস্ত–উদর ইত্যাদি অঙ্গবিশিষ্টের কল্পনা ক'রে ব্যবহার উপযোগী দেহরূপে প্রকাশিত হয়। এইভাবেই বিশুদ্ধমনই বল, বিজ্ঞান, বুদ্ধি, উৎসাহ এবং ঐশ্বর্য্যভূষিত হয়ে ভগবান্ ব্রহ্মা নামে নামিত হন। পরমাকাশ হতে সমুৎপন্ন বিশুদ্ধমন বা ব্রহ্মা হলেন বিগলিত নিখাত স্বর্ণ, তিনি পরমাত্মায় সংস্থিত হয়েই আত্মাকে মোহাবিষ্ট ক'রে নির্বিকার চিত্তে জগৎচনা করেন। আদি পিতা ব্রহ্মা যখন পরমাত্মা হতে অবতীর্ণ হন, তখন পূর্বজন্ম না থাকায়, প্রাক্তন সংস্কারও তাঁর থাকে না। তাই বিশুদ্ধচিত্তে তিনি বিষ্ণুগর্ভে শায়িত হয়ে সুষুপ্তিসুখ অনুভব করেন। সুষুপ্তি থেকে জাগ্রত হয়ে পূর্বসৃষ্টির দৃশ্যাবলী দর্শন করেন। তাঁর স্মৃতিপথে ক্রমশঃ বেদ সমূহ উদিত হতে থাকে এবং প্রজা ও তাদের ব্যবহার এবং ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের সঙ্কল্প সম্বলিত প্রজাসৃষ্টির অনুপ্রেরণা উপস্থিত হয়। মনই এইভাবে ব্রহ্মা হয়ে প্রজা সৃষ্টি করেন। অতএব তুমি ব্রহ্মাকে বিশুদ্ধ ও সমষ্টি মন বলেই জানবে। তাঁরই বিলাসকল্পনায় এই সৃষ্টি বিচিত্র ও দৃঢ় হয়েছে।

বশিষ্ঠ বললেন, এইভাবে জগৎ উৎপন্ন হয়েও আসলে কিছুই উৎপন্ন হয়নি। কারণ এই সমস্তই প্রাতভাসিক মনের কল্পনাবিলাস। সেই প্রতিভাস যখন প্রকৃত কোন বস্তু নয়, তাহলে যা যা উৎপন্ন হয়েছে, তা নেহাতই শূন্য, অসত্য। সেই প্রতিভাস বা চিৎপ্রতিবিম্ব বাদে সমস্ত দৃশ্য শূন্যই। এই জগৎ যে দর্পনে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, অর্থাৎ চিৎদর্পনএ দেখা যাবে চৈতন্যই সর্বত্র বিরাজমান। অজ্ঞান মনের বিদ্যমানতায় জগদ্দর্শন হয়, কিন্তু জ্ঞানদৃষ্টি স্ফুরিত হলে দেখা যায়, সেই জগৎ আকাশসদৃশ শূন্য। অবিদ্যাসম্পৃক্ত মন এই দৃশ্যমান জগৎ বা শরীর সৃষ্টি ক'রে নিজেই তাতে আবদ্ধ হয়েছে। সর্বশক্তিময়, ও দৈবৈশ্বর্য্যমণ্ডিত এই মন সব অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারে। **উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র**

ফেসবুক বার্তা

চা প্রেমীদের জন্য সুখবর

জনপ্রিয় গ্লোবাল ফুড গাইড 'টেস্টঅ্যাটলাস'-এর সাম্প্রতিক মে সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বের সেরা ১০০টি চায়ের তালিকা, আর সেই তালিকাতেই ১ নম্বর দখল করে বিশ্বজয় করেছে ভারতের মশলা চা

ভারত বিরোধী জিহাদী শক্তির বিরুদ্ধে একজোট হোক বঙ্গবাসী

কুনাল মালিক

পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ হতে দেয়নি যে মানুষটি তাঁর নাম আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে আবারো উচ্চারিত হচ্ছে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১৯৫১ সালে জনসংঘ নামে একটি রাজনৈতিক দল তৈরি করেছিলেন যা পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টিতে রূপান্তরিত হয়। তাঁর তৈরি রাজনৈতিক দলের মূল এজেন্ডাই ছিল ভারত মাতার আরাধনা করা। সবার আগে দেশ বা রাষ্ট্র তারপর অন্য কিছু। এই ছিল তাঁর মহান ভাবনা। কিন্তু তাঁর সেই দেশভক্তিকে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের জহরলাল নেহেরু ও তার পারিষদবর্গ কোনদিন মেনে নিতে পারেনি। বারে বারে তাকে হেনস্তা হতে হয়েছে কিন্তু তিনি তার আদর্শে অবিচল ছিলেন। জীবনের শেষ প্রান্তে চরম নির্যাতনের শিকার হয়ে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি যে রাষ্ট্রবাদের বীজ বুনে গিয়েছিলেন সেই বীজ আজ সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজ্যতে আজ পদ্মফুল বিকশিত হয়েছে।

অঙ্গ–বঙ্গ–কলিঙ্গ জয়ের স্বপ্ন পরিপূর্ণ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের পালাবদলের পর। ১৫ বছরের তৃণমূল সরকারের অপশাসন দুর্নীতি, লুটথরাজ, চুরি এবং সংখ্যালঘু তোষণের বিরুদ্ধে গিয়ে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আজ পশ্চিমবঙ্গের ২০৮ টি আসনে পদ্ম ফুল ফুটিয়েছে।

১৯৫২ সাল থেকে যে নির্বাচন হচ্ছে বঙ্গে কোনদিন ২০২৬ সালে যে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে তাতে যে শতাংশ হারে মানুষ ভোট দিয়েছে তা আগে কেউ দেখেনি। এমনকি এতদিন দেখা যেত সংখ্যালঘু মানুষরা যে রাজনৈতিক দলের উপরে আস্থা রেখেছে তারাই সিংহাসন জয় করেছে। আর সনাতনী হিন্দুরা ছিল ছিন্ন–বিচ্ছিন্ন। কোনদিনই তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। তাই নির্বাচনের অনেক আগেই উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিন্দু সনাতনীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'বাট যায়েঙ্গে তো কাট যায়েঙ্গে'। কিন্তু এবার ২০২৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে দেখা গেল অন্য এক চিত্র।

ভারতীয় জনতা পার্টি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ পরস্পর সমন্বয় রেখে হিন্দু সনাতনীদের ঐক্যবদ্ধ করতে অনেক আগে থেকেই মাঠে নেমে পড়েছিল। ভোট পূর্ববর্তী সময়ে সারা বাংলা জুড়ে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তাতে করে হিন্দু সনাতনীরা

সত্যিই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। শাসক দল যেভাবে দুধেল গাইদের সমর্থনে কর্মসূচি গ্রহণ করছিল তাতে মানুষ এটা বুঝতে পেরেছিল এবার বিধানসভা নির্বাচনে যদি হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে যদি পদ্মফুল বিকশিত না হয় তাহলে এই পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ হতে আর সময় লাগবে না। এমনকি আমাদের শত্রু–প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান থেকেও শাসক তৃণমূল দলকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ দেওয়া হত। এমনকি এবারের বিধানসভা নির্বাচনের পর যখন তৃণমূল সুপ্রিমো পরাজিত হয়েছে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে তখনও বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ভিডিও মানুষ দেখেছে কিভাবে তৃণমূল সুপ্রিমোকে পৃথক রাষ্ট্র ঘোষণা করবার জন্য তারা উৎসাহ যুগিয়েছেন। বঙ্গে এখন পদ্মফুল ফুটে গেছে তাই কি হিন্দুরা মনে করছেন তাদের আর কোন বিপদ নেই? এটা ভাবার কোন অবকাশ নেই। এখনো সংখ্যালঘু অধিকাংশ মানুষই রাষ্ট্রবাদী মনোভাবে বিশ্বাসী নয়।

আমাদের রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তিনি বারবার বলেছেন, তারা মুসলিম বিরোধী নয় কিন্তু যারা রাষ্ট্রবাদী মুসলিম অবশ্যই তাদের তিনি পছন্দ করেন। কিন্তু যারা মুসলিম হয়ে ভারতে থেকে পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশের জয়গান গান তাদের তিনি পছন্দ করেন না।

৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হওয়ার পর পদ্মফুলই রাজ্যের আগামীর কান্ডারী। তখনও ফলতা বিধানসভা নির্বাচনে দেখা গেল, বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পান্ডা জয়লাভ করলেও, তার ইভিএমে অধিকাংশ কিন্তু সনাতনী হিন্দুদেরই ভোট পড়েছে। ফলতা বিধানসভায় ১,৫৩,৮৩৪ জন হিন্দু ভোটার। ওই ভোটারদের মধ্যে ভোট পড়েছিল ৯৬.৯ শতাংশ। দেবাংশু পান্ডা ভোট পেয়েছিলেন ১,৪৮,৯৯৯টি। অন্যদিকে, মুসলিম ভোট পড়েছিল ৭২.৯ শতাংশ। সংখ্যালঘু ভোটারের সংখ্যা ছিল ৬০,৪৪৪টি, যেখানে সিপিএম পেয়েছে ৪০,৬৩০টি ভোট, কংগ্রেস পেয়েছে ১০,০৭৫টি ভোট, টিএমসি পেয়েছে ৭,৭৪৯ টি ভোট। নোটায় গেছে ১,২১৪টি ভোট, নির্দল দুজন প্রার্থী পেয়েছেন ১,৯১৪ টি ভোট। যোগ করলে দেখা যাবে ৬০,৪৪৪টি ভোট বিরোধীদের ভাগে গেছে। অর্থাৎ রাজ্যে পালাবদলের পরেও সংখ্যালঘু ভোট কিন্তু বিজেপি প্রার্থীর দিকে সেভাবে যায়নি। আবারো একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে রাজ্যের মূল বিরোধী শক্তি যে আসল তৃণমূল কংগ্রেস তাকে কার্যত হাইজ্যাক করে নিয়েছে তৃণমূলেরই একটি ব্লক। যেখানে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপন সাহারা ছড়ি ঘরাচ্ছেন এবং আরো চোখে পড়ছে একে একে অধিকাংশ তৃণমূলের যারা সংখ্যালঘু বিধায়ক তারা এখানে এসে ভিড় জমাচ্ছেন যাতে আগামী দিনে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা যায় এবং সংখ্যালঘু ও অন্যান্য মানুষদের নিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে থাকা যায়। তবে অস্বীকার করার কিছু নেই পশ্চিমবঙ্গে ধীরে ধীরে মুসলিমদের মধ্যেও একটা রাষ্ট্রবাদী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। কারণ এবারের যে কুরবানী সম্প্রতি হয়ে গেল সেখানেও অনেক সংখ্যালঘু ধর্মীয় নেতাদের দেখা গেছে যে তারাও কুরবানীর বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্য রেখেছেন।

আরো চোখে পড়ছে অনেক মাদ্রাসাতেই এখন বন্দেমাতরম্ গান গাওয়া হচ্ছে যা আগের সরকারের আমলে ভাবাই যেত না। এখন থেকে বর্তমান রাজ্য সরকারের দায়িত্বে আছে বিজেপি সরকার এই বিষয়গুলোকে আরো গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। ভারতবর্ষের যা আইন, সরকারের যা আইন তাকে সকলে সমানভাবে মেনে চলতে হবে এবং সকলের ওপরে যে দেশ তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। দেশবিরোধী কোনো জিহাদী শক্তিকে বা ব্যক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। কড়া হাতে তার দমন করতে হবে।

শব্দবানে বিঁধে লাশ হয়ে গেল শাসকের ক্ষমতা

প্রণব গুহ

সুকুমার লিখেছিলেন শব্দকল্পদ্রুম। প্রকৃতির না শোনা শব্দের রূপকথা ছিল তাঁর ছন্দে। কিন্তু যে শব্দ শোনা যায়, যে শব্দ তরঙ্গ প্রাণ উত্তাল করে তোলে, উছলিয়া ওঠে মন, দুঃখে–বিষাদে ভেঙে যায় হৃদয় তাকে বলে শব্দব্রহ্ম। এটাই সাধনার মর্ম কথা, এটাই সাধনার গোপন রহস্য। শাস্ত্র বলে, এই নিত্যজ্ঞান প্রথম প্রকাশিত হয় ব্রহ্মার মনে (cosmic mind–এ) এবং সেখান থেকে উদ্ভাসিত হয় দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ঋষিদের মনে। আদি ওঙ্কার ধ্বনি মিলিয়ে গিয়ে পাওয়া গেল নিত্য শাশ্বত অপৌরুষেয় বেদ যাকে শব্দরূপে, জ্ঞানরূপে ভগবানেরই প্রকাশ বলে আমরা বিশ্বাস করি। এই শব্দবেদ ভান্ডার থেকে সৃষ্টি হয়েছে কত পুরাণ, উপনিষদ। এসেছে কত সুশব্দ, কুশব্দ। এসেছে সভ্যতা, এসেছে সমাজ, তরঙ্গে ভর করে সারা ব্রহ্মান্ডে ছড়িয়ে পড়েছে ইতি ও নেতি বাচক শব্দ। শুরু হল শব্দ নিয়ন্ত্রণ। কখনও রাজা চেপে দেয় প্রজার শব্দ। কখনও উঁচু জাত দমিয়ে দেয় নিম্নবর্গের আওয়াজ।

এভাবেই একদিন বহিঃ শত্রুর আক্রমণে হারিয়ে যায় ভারতের নিজের শব্দ। প্রায় ৫০০ বছর পর গণতান্ত্রিক ভারতে সংবিধানের মাধ্যমে রক্ষা হয় শব্দের স্বাধীনতা। স্বীকৃত হয় কথা বলার অধিকার। ভারতে এই অধিকারটি সংবিধানের ১৯(১)(ক) ধারার অধীনে নাগরিকদের জন্য নিশ্চিত করা হয়েছে যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সকল নাগরিকের বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। তবে এই অধিকার নিরঙ্কুশ নয় এবং সংবিধানের ১৯(২) ধারার অধীনে যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে। রাষ্ট্র নিম্নলিখিত ৫টি বিষয় রক্ষা করার জন্য আইনত বাকস্বাধীনতার সীমা আরোপ করতে পারে।

১) ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা। ২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা। ৩) জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতা। ৪) বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। ৫) আদালতের অবমাননা, মানহানি, অপরাধে প্ররোচনা।

মহাপতনের পথে /২

এই মাপকাঠি মানাতেই যত গন্ডগোল। বিশেষ করে রাজনীতির। বাক স্বাধীনতার সীমা লঙ্ঘন করে নেতিবাচক শব্দ এই পৃথিবীতে যে কত অপরাধ ও ধ্বংসলীলা সংঘটিত করেছে তার ইয়ত্তা নেই। স্বাধীন ভারত ও তার একটি অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গও এর বাইরে নয়।

সেই জাতীয় কংগ্রেসের আমল থেকে কত না শব্দবন্ধ উত্তাল করেছে

এই বাংলাকে। কত না শব্দতরঙ্গে কতই না ন্যারেটিভ তৈরী হয়েছে আবার তা মৃদু তরঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছে। এসবের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে বাংলার পালাবদল। প্রফুল্ল সেনের সেই কাঁচকলা খাওয়ার নিদান বাংলার রাজনীতিতে আজও কটাক্ষের শব্দবন্ধ হয়ে রয়ে গেছে। তবে শব্দবানে এগিয়ে ছিল বামেরা। বিপ্লবের হাতিয়ার 'ইনকেলাব জিন্দাবাদ', পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'পুলিশ তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার একশো বারো', দ্বিধা বিভক্ত বামেদের 'তোমার নাম আমার নাম, ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম', শিল্প লাটে তুলতে শ্রমিকদের পরামর্শ 'লুক বিজি, টেক ইজি', বানতলা কাণ্ডের পর জ্যোতিবাবুর তাচ্ছিলের উক্তি 'অমন তো হয়েই থাকে' থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সেই আস্ফালন 'আমরা ২৩৫ ওরা ৩০' বার বার নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে জনমনে।

তবে সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ক্ষমতায় আসা থেকে সেই যে কুকথার শব্দকল্প চালু হল পতনের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তাতে লাগাম পরানো গেল না। শুরু হয়েছিল ভবানীপুর থানায়। এরপর পার্কস্ট্রিট, কামদুনি, আলিপুর থানা, ১০০ দিনের কাজ, কাটমানি, নিয়োগ দুর্নীতি, রেশন কেলেঙ্কারি, পুর নিয়োগ, সন্দেশখালী, আরজিকর হাসপাতাল। সবকটিতেই শাসকের তরফে যে সমস্ত ঔদ্ধত্বপূর্ণ শব্দবন্ধ উচ্চারিত হল তা শাসকের আত্মহননের সামিল। কিন্তু এই উপলব্ধির দৃষ্টি অন্ধ করে দিল ক্ষমতা। এই ঝাপসা দৃষ্টি নিয়েই এবারের নির্বাচনে নামতে হল তৃণমূল কংগ্রেসকে। বেশি কাউকে লাগলো না, দলের দুই স্টার প্রচারকই দলটাকে নিয়ে গেলেন খাদের কিনারে। নিজেদের উন্নয়নের কথা ভুলে অশালীন শব্দে আক্রমণ করে গেলেন বিজেপি নেতৃত্বকে। মুসলমান ভোট রক্ষা করার মরিয়া চেষ্টায় বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের আস্কারা দিলেন। দলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বক্তা মমতা ব্যানার্জী বললেন তৃণমূল না থাকলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় জোট বেঁধে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় অর্থাৎ হিন্দুদের একেবারে শেষ করে দেবে। এই সর্বনাশা শব্দবন্ধ মুসলমানদের ক্রিমিনাল বানালো আর হিন্দুদের ভয় দেখালো। এবারের ভোটে এই শব্দভাষ্য সারা বাংলা জুড়ে এমন নেতিবাচক প্রভাব তৈরী করলো যে তৃণমূলের হার নিশ্চিত হয়ে গেল। এর সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত করলো অভিষেক ব্যানার্জী। তিনি তো ফল বেরোনোর পর ইলেকট্রিক চুল্লি তৈরি করে হিন্দুদের পুড়িয়ে মারার মত পৈশাচিক শব্দে বাংলার আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দিলেন। এই দুজনের প্রচার যত এগিয়েছে ভয়ের বাতাবরণ ততই ছড়িয়ে পড়েছে এই বাংলার ভোটারদের মধ্যে। আর এই বাতাবরণ যত ছড়িয়েছে তত দৃঢ় হয়েছে তৃণমূলকে হঠানোর সংকল্প। কুশব্দের কী জোর তা বোঝা গেল ৪ মে বিকেলে।

সরকারটা তো গেল। এবার দলটাকে শেষ করতে হবে তো! তাই নিজের হাতে দলটাকে শেষ করবেন বলে সুপ্রিমো মমতা কুকথা ত্যাগ না করে নেতিবাচক আচরণ চালিয়ে গেলেন। জনমত মানলেন না, পদত্যাগ করলেন না, হারের দায় স্বীকার করলেন না। বরং ভাইপোর কতৃত্ব বজায় রাখতে অন্যদের উঠে দাঁড়াতে বলে বিধায়ক–নেতাদের এমন অপমান করলেন যাতে কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেওয়া যায়। শব্দ কী ভয়ঙ্কর বোঝা গেল ৩ জুনের বিধানসভা ভবন। ভাইপো অভিষেকই বা কম কিসে। হেরে গিয়েও কমেনি তাঁর ঔদ্ধত্ব। ফলে সর্বনাশা শব্দের অভিঘাত এখনও এতটাই প্রবল যে আরও ভাঙন অবশ্যম্ভাবি। দেখতে হবে শেষ পর্যন্ত মমতা এবং অভিষেকের জন্য দাঁড়িয়ে থাকার জন্য সামান্য মাটিটুকু অবশিষ্ট থাকে কিনা।

দেশ দেশান্তরে

হিজবুল্লাহর আপত্তিতে অনিশ্চিত লেবানন যুদ্ধবিরতি

ঋজু দাস : লেবাননে নতুন যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ইরান সমর্থিত সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহ মার্কিন মধ্যস্থতায় প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতি প্রত্যাখ্যান করায় এবং ইসরায়েল তাদের সেনা প্রত্যাহার না করার ঘোষণা দেওয়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শান্তি প্রচেষ্টা বড় ধাক্কার মুখে

পড়েছে।

ইরান পূর্বেই জানিয়েছিল, লেবাননে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়া যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্ভাব্য শান্তি চুক্তির অন্যতম শর্ত। এমনকি সাম্প্রতিক সময়ে তেহরান ইঙ্গিত দিয়েছে, ইসরায়েল হামলা অব্যাহত রাখলে তারা সরাসরি হস্তক্ষেপের কথাও বিবেচনা করতে পারে। তবে হিজবুল্লাহ নেতা নাঈম কাসেম লেবানন সরকার ও ইসরায়েলের মধ্যে আলোচিত যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দেন। আলোচনায় হিজবুল্লাহ অংশগ্রহণ করেনি।

ওয়াশিংটনে ট্রাম্প দাবি করেন, লেবানন পরিস্থিতিতে কিছু অগ্রগতি হচ্ছে এবং দেশটি শান্তি পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু বাস্তবে দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি হামলা অব্যাহত রয়েছে। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাদের বাহিনী লেবানন থেকে সরে যাবে না এবং সামরিক অভিযানও বন্ধ হবে না।

অন্যদিকে, উপসাগরীয় অঞ্চলেও উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩ জুন ইরান ও মার্কিন বাহিনীর মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলার ঘটনা ঘটে। কুয়েতের একটি বিমানবন্দরে ইরানি হামলায় ১ জন নিহত ও ৬০ জনের বেশি আহত হয়েছে বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। একই সময়ে হরমুজ প্রণালীর কাছে মার্কিন হামলার খবরও পাওয়া গেছে।

ওমানের মিনা আল ফাহাল তেল টার্মিনালেও ড্রোন হামলার আশঙ্কায় তেল লোডিং সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়েছে। যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালী কার্যত অচল হয়ে পড়ায় বিশ্ব জ্বালানি বাজারেও প্রভাব পড়ছে। যদিও ইরানের তেল রপ্তানি ছয় বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছে, তবু সম্ভাব্য কূটনৈতিক সমাধানের আশায় আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম প্রায় ৩ শতাংশ কমেছে।

এদিকে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লাহ মোজতবা খামেনেই দাবি করেছেন, সামরিক ক্ষেত্রে শত্রুরা পরাজিত হওয়ার পর এখন দেশটির অভ্যন্তরে বিভাজন তৈরির চেষ্টা করছে। একই সঙ্গে জাতিসংঘের পরমাণু পর্যবেক্ষণ সংস্থা জানিয়েছে, তিন মাসের সংঘাত সত্ত্বেও ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়নি।

পাঠকের কলমে

পিতামাতা দিবসের ভাবনা

১ জুন বিশ্ব পিতা–মাতা দিবস। ২০১২ সাল থেকে দিনটি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে পালিত হয়ে আসছে। আমাদের জন্ম, বেড়ে ওঠা, নৈতিক মূল্যবোধ থেকে পরিশ্রম, ত্যাগের পিছনে যাদের অবদান, সেই পিতামাতাকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানানোর বিশেষ দিন। একটি শিশু পৃথিবীর আলো দেখে ও বড় হয়ে ওঠে পিতামাতার লালনপালনে। পিতা মাতা ও সন্তান এই তিন–এর স্নেহ–মায়া শান্তির মেলবন্ধনে প্রতি পরিবার হয় আলোকিত। সত্যিই পিতামাতার ভালোবাসা এক অদ্ভুত শক্তি। পিতামাতার শত ক্লান্তিতে হাসি ফোটে সন্তানের পরশে। তাই সব পিতামাতা চায় সন্তানের একটু যত্ন ও একফোঁটা আদর। কিন্তু আজকের এই ডিজিটাল যুগে সব যেন এলোমেলো। স্মার্টফোনে ডুবে থাকা প্রজন্ম ভুলেই যায় পিতা–মাতার নিঃশব্দ অপেক্ষা। প্রতিষ্ঠিত সন্তান থেকেও তাদের থাকতে হয় একাকি, কখনও বা ঠাঁই হয় বৃদ্ধাশ্রমে। তবু পিতামাতা আনন্দে ডুকরে কাঁদে, যদি একবার ফিরে আসে সন্তান। একবার পাশে এসে বলে– বাবা তুমি চলো, মা তুমি চলো সুন্দর বাংলার সকালে। সূর্য এখনও পূব দিকেই ওঠে, আলো ছড়ায়। আসুন, বিশ্ব পিতামাতা দিবসে সেই আলোকে আমরা শান্তির পরিবারে হাসি, খেলি ও আগামী স্বপ্নের কথা বলি। সব বাড়ির প্রথম দেবতা পিতামাতা কে জানাই শ্রদ্ধা, সম্মান ও প্রণাম। এমনভাবেই প্রত্যেকদিনই হোক পিতা–মাতা দিবস। তবেই বৃদ্ধাশ্রমের ভিড় অনেকটা কমবে।

দীপঙ্কর মান্না, চাকপোতা

উপভোক্তা বিষয়ে সচেতন হোক প্রশাসন

আমার বিনীত নিবেদন এই যে, নব নির্বাচিত সরকারের প্রত্যেক প্রকল্পের সুবিধাভোগকারী প্রকৃত উপভোক্তার অধিকারী কি না সে বিষয়ে প্রশাসন সঠিক ব্যক্তির দ্বারা প্রকৃত তথ্যের আরোহণ করা উচিত। আয়করের আওতায় উপভোক্তার স্ত্রী বা পরিজন যাতে সুবিধাভোগ না করতে পারে সে বিষয়ে সতর্কতার প্রয়োজন। অনেক সময় প্রকৃত উপভোক্তা যে প্রকল্প পাওয়ার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বঞ্চিত সেইক্ষেত্রে সরেজমিনে তদন্ত বা সঠিক ব্যক্তি দ্বারা তথ্য আহরণ প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে যেই সরকার পদে আসুক না কেন দলের মধ্যে বেনোজলের অনুপ্রবেশ ঘটলে প্রকৃত তথ্য আহরণে সমস্যা হতে পারে।

পূর্বতন সরকারের দলে অসৎ ব্যক্তির অনুপ্রবেশ দলটাকে অন্ধকারের অতলে নিমজ্জমান করেছে। তাই কোনো ব্যক্তি বর্তমান সরকারের হিতকারী হিসেবে অনুপ্রবেশ করে অনৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত না হয় সেই বিষয়ে সর্তকতার প্রয়োজন।

এছাড়া, কোনো উপভোক্তা অন্য নামে অন্য কোনো উপভোক্তার সুবিধা ভোগ না করে সে বিষয়ে অনুসন্ধান প্রয়োজন। সঠিক তথ্যের অভাবে বা সর্বের মধ্যে ভূত ঢুকলে কিন্তু প্রকৃত তথ্য পাওয়া দুষ্কর। তাই দলে অর্থলোভী, পদলোভী ব্যক্তির অনুপ্রবেশ দলের মানটাকে নিম্ন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে সেই বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন।

মৈত্রী মণ্ডল, কলকাতা

পিএম চা শ্রমিক যোজনার বাস্তবায়নে আলোচনা সভা

জয়ন্ত চক্রবর্ত্তী, শিলিগুড়ি : ২ জুন দার্জিলিং পাহাড়, তরাই এবং ডুয়ার্স অঞ্চলে 'পিএম চা শ্রমিক যোজনা'র বাস্তবায়ন এবং চা শিল্প সম্পর্কিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য এই বৈঠকটির আয়োজন করা হয়। উত্তরবঙ্গে চা শিল্পই বৃহত্তম কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী প্রকল্প। অথচ, ১৫ বছরে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার এটিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। প্রায় ৩০টি চা বাগান বন্ধ হয়ে গেছে এবং আরও প্রায় ১০০ টি রুগ্ন অবস্থায় রয়েছে।

শ্রমিকদের মর্যাদাপূর্ণ মজুরি এবং উন্নত জীবন ও কাজের পরিবেশ দেওয়া যায়।

এছাড়াও, তৃণমূল কংগ্রেসের অধীনে নিষ্ক্রিয় থাকা শ্রম বিভাগকে শ্রমিকদের উদ্বেগ, বিশেষ করে তাদের মজুরি, পিএফ এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ অধিকার রক্ষার বিষয়গুলো সক্রিয়ভাবে সমাধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

চা বোর্ড কীভাবে অবিলম্বে দার্জিলিং চা পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করতে পারে, সে বিষয়েও

২০২১–২২ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষিত পিএম চা শ্রমিক যোজনার (পিএমসিএসওয়াই) লক্ষ্য হল, চা বাগানের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কল্যাণের উন্নতি সাধন করা, যেখানে নারী ও শিশুদের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয়ভাবে অর্থায়িত হওয়া সত্ত্বেও, পূর্ববর্তী টিএমসি সরকার উত্তরবঙ্গে এটি বাস্তবায়ন করতে অস্বীকার করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে রাজ্যের বিজেপি সরকার এখন পিএমসিএসওয়াই সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে, শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে ও তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে সক্রিয়ভাবে কাজ করবেন এবং চা শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে চা বাগান এবং সিনকোনা বাগানের শ্রমিকদের শোষণ সবচেয়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের এই দুটিই একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস ন্যূনতম মজুরি আইন বা নতুন শ্রম আইন বাস্তবায়ন করতে অস্বীকার করেছিল। সরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নতুন শ্রম আইন বাস্তবায়নের পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে, যাতে আলোচনা করা হয়। বিদেশ থেকে আসা চা যাতে 'দার্জিলিং চা' বলে বিক্রি ও লেবেল করা না যায়, সেজন্য ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) সুরক্ষা এবং বাধ্যতামূলক উৎপত্তিস্থল সনদ (সিওও) কঠোরভাবে প্রয়োগ করা অপরিহার্য। দেশীয় চা শিল্পকে রক্ষা করার জন্য চা (বিপণন ও বিতরণ) নিয়ন্ত্রণ আদেশ এবং নতুন চা চিহ্ন প্রত্যয়ন প্রকল্প (২৪ মার্চ ২০২৬–এ চালু) কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

টি বোর্ড অফ ইন্ডিয়াকে চা উন্নয়ন ও প্রচার প্রকল্প (টিডিপিএস) বাস্তবায়ন করতে দার্জিলিং পার্বত্য, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলে চা শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। চা শিল্পকে রক্ষা করতে এবং কর্মীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

সভায় উপস্থিত ছিলেন যুব কল্যাণ ও ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা, সাংসদ মনোজ টিগ্গা (আলিপুরদুয়ার), ডাঃ জয়ন্ত রায় (জলপাইগুড়ি), কার্তিক চন্দ্র পাল (রায়গঞ্জ), চা বোর্ডের ডেপুটি চেয়ারম্যান সি. মুরুগান অঞ্চলের বিধায়ক এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

বন্ধ হল রোহিনী টোল প্লাজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: ২ জুন রাজ্যের নির্বাচনে পালা বদলের পর রোহিনীতে যে টোল প্লাজা ছিল তা পাকাপাকিভাবে বন্ধ হয়ে গেল। দার্জিলিং এবং কার্শিয়াং এ কোনও গাড়ি পর্যটক নিয়ে গেলে বা অন্য গাড়ি গেলেও সেখানে টোল প্লাজায় কোড দিতে হত। ভারতীয় জনতা পার্টি দার্জিলিংয়ের সংসদ রাজু বিস্তার হস্তক্ষেপে আগেই জিটিয়ের পক্ষ থেকে রোহিনীতে যে টোল প্লাজা রয়েছে তা বন্ধ করার ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই প্রেক্ষিতে এদিন থেকেই দার্জিলিং ও কার্শিয়াংগামী গাড়ি থেকে উক্ত টোল প্লাজা পাকাপাকিভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর ফলে পাহাড়গামী সমস্ত পর্যটক ও সাধারণ নাগরিকরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের বৈঠকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: ২১ জুন শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠকে কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল ডেমোক্রেটিক–এর নতুন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল বৈঠক করে সংগঠনের ৫৫ জনের এক নতুন কমিটি ঘোষণা করেন। উক্ত সংগঠনের নতুন সভাপতি হন দেবেন্দ্রনাথ রায়। এছাড়াও সাধারণ সম্পাদক হন বাণী রায় বর্মন এবং সহ সম্পাদক হন সুব্রত রায়। সাংবাদিক সম্মেলনে দেবেন্দ্রনাথ রায় বলেন, রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা খুবই ভালো কিন্তু সেইখানে কামতাপুরী রাজবংশী এটা উল্লেখ করতে হবে। পাশাপাশি তিনি আরো জানিয়েছেন, আগামী ৭ জুন শিলিগুড়িতে ভাষা স্বীকৃতি দাবি নিয়ে এক আলোচনা সভা করা হবে।

শিলিগুড়িতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে শিলিগুড়ি পুর নিগমের অন্তর্গত ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর শরদিন্দু চক্রবর্তীর নেতৃত্ব উক্ত ওয়ার্ডে ওয়ার্ডের সকল নাগরিকদের সঙ্গে নিয়ে প্রচুর গাছ লাগানোর কর্মসূচি পালন করেন। নাগরিকদের লক্ষ্য–'একটি গাছ একটি প্রাণ'। আমাদের এই শহরে যেভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে কংক্রিটের জঞ্জাল। সেই তুলনায় গাছের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। তাই আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করা লক্ষে আমাদের এই প্রিয় শহরকে পূর্বের ন্যায় প্রতিটা নাগরিকের দায়িত্ব নিয়ে প্রত্যেকের বাড়িতে দুটি করে গাছ এবং

শিলিগুড়ি শহর জুড়ে সবাই যদি গাছ লাগানো যায় এবং পরিচর্যা সঙ্গে সঙ্গে তা পরিবেশের পক্ষে ভালো বলে অনেকের অভিমত। ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শরদিন্দু চক্রবর্তী এই মহতী প্রয়াসে এবং উক্ত ওয়ার্ডের সকল নাগরিকবৃন্দ অংশগ্রহণ এক অন্যমাত্রা পেয়েছে। যা প্রশংসার যোগ্য।

১০০ দিনের কাজ ও আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নামখানা : ১০০ দিনের কাজের বকেয়া মজুরি আত্মসাৎ এবং আবাস যোজনায় অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। ১ জুন গ্রাম সভা চলাকালীন হঠাৎই শতাধিক মানুষ পঞ্চায়েত অফিসের সামনে জড়ো হয়ে পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী–সমর্থক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ১০০ দিনের কাজ সম্পন্ন করলেও বহু শ্রমিক এখনও তাদের প্রাপ্য মজুরি পায়নি। কাজের তদারকির দায়িত্বে থাকা কিছু সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে ওই অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। পাশাপাশি, আবাস যোজনায় প্রকৃত উপভোক্তাদের বঞ্চিত করে অযোগ্য ব্যক্তিদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে কাটমানি নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়। তাদের দাবি, প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সুপারভাইজারদের অপসারণ এবং পঞ্চায়েত প্রধানের পদত্যাগ নিশ্চিত করতে হবে। বিক্ষোভ চলাকালীন পঞ্চায়েত চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং 'চোর চোর' স্লোগানে সরব হয়ে ওঠেন আন্দোলনকারীরা।ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি নেতৃত্ব শাসকদলের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে। তাদের দাবি, সরকারি প্রকল্পের অর্থে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে এবং বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

অন্যদিকে, হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেবব্রত মণ্ডল সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তার বক্তব্য, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই এই অভিযোগ আনা হয়েছে এবং অভিযোগের কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক তরজা আরও জোরদার হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।।

শুধু তাই নয়, আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের কাটমানি নেওয়ার অভিযোগও ওঠে পঞ্চায়েতের একাংশের বিরুদ্ধে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, প্রকৃত গরিব ও যোগ্য মানুষদের বঞ্চিত করে অর্থের বিনিময়ে অযোগ্যদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এর জেরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত বিজেপি নেতৃত্ব শাসকদলের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে বলেন, 'গরিব মানুষের টাকা লুট করে তৃণমূলের নেতারা দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। সাধারণ মানুষ এবার তার জবাব দিতে শুরু করেছে।'

যদিও সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেবব্রত মণ্ডল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই নামখানার রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর। গ্রামবাসীদের একাংশের প্রশ্ন, অভিযোগ যদি ভিত্তিহীনই হয়, তাহলে এত মানুষ কেন রাস্তায় নামলেন? অন্যদিকে, শাসকদল পাল্টা বিরোধীদের 'রাজনৈতিক নাটক' বলে কটাক্ষ করেছে।

বর্ষার আগে সারপ্রাইজ ভিজিটে নিকাশী ব্যবস্থা দেখলেন অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ বিধানসভার অন্তর্গত পুজালী ও বজবজ পৌরসভার নিকাশি ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে এলেন সারপ্রাইজ ভিজিটে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। এই ঘটনায় সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের মধ্যে শোরগোল পড়ে যায়। প্রথমে তিনি পূজালির একটি লক গেটের ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। একটি মজে যাওয়া খাল পরিদর্শন করেন। তারপর যে সমস্ত খালের ওপর ব্রিজ করার অনুমোদন হয়েছিল তারও খোঁজ খবর নেন। তার সঙ্গে ছিলেন পুরকমিশনার। এরপর তিনি চড়িয়ালেও আসেন লক গেটের পরিস্থিতি দেখতে। নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে স্থানীয় মানুষজনের কি অভিযোগ আছে তারও খোঁজ খবর নেন। চড়িয়াল খাল একটি গুরুত্বপূর্ণ নিকাশি ব্যবস্থার অঙ্গ এই এলাকায়। এই খালের সঙ্গে জোকা পর্যন্ত সম্পর্ক আছে। সেই খালের ঠিকমতো সংস্কার হয় কিনা সে ব্যাপারে সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা

বলেন। সেচ দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বজবজ এলাকার বাসিন্দা রাজ্য মহিলা মোর্চার সম্পাদিকা সবিতা চৌধুরী বলেন, বর্ষার আগে অগ্নিমিত্রাদি যেভাবে সারপ্রাইজ ভিজিটে এলেন তাতে এলাকার মানুষ অত্যন্ত খুশি। প্রতি বছরই বর্ষার সময় নিকাশি অব্যবস্থার কারণে মানুষকে নাজেহাল হতে হয়। পূজালী ও বজবজ এলাকায় নদী বাঁধের সমস্যা আছে সে ব্যাপারেও অগ্নিমিত্রাদি সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। আমাদের বজবজ পুরসভা এলাকাতেও পানীয় জলের কিছু সমস্যা আছে দিদিভাইকে সে ব্যাপারে বলেছি। মহেশতলাতেও নিকাশি ব্যবস্থার চরম সমস্যা আছে। অগ্নিমিত্রাদি বলেছেন সমস্ত কিছু লিখিতভাবে তাকে জানাতে।

কাউন্সিলর মিঠুন টিকাদার গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : ৩ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ পুরসভার অন্তর্গত ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মিঠুন টিকাদারকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ভোটের সময় ভোটারদের ভয় দেখানো এবং প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছিল বলে অভিযোগ এই তৃণমূল কাউন্সিলর এর বিরুদ্ধে। বিধানসভার ফল প্রকাশের দিন থেকেই তিনি পলাতক ছিলেন। তার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ বজবজ থানায় জমা পড়েছিল। ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে দুর্গা পুজোর বিসর্জনের সময় গোষ্ঠী সংঘর্ষের কারণে একবার এই কাউন্সিলর গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ২০১৯ সালে তারই আশ্রিত দুষ্কৃতিদের গুলিতে জখম হয়েছিলেন। এলাকার জনগণ অভিযোগ করেন যে, বিভিন্নভাবে এই কাউন্সিলার মানুষদের কাছ থেকে তোলাবাজি করত। এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ কায়েম করে রেখেছিল। ফলতার বেতাজ বাদশা তথা বজবজ বিধানসভার তৃণমূলের পর্যবেক্ষক জাহাঙ্গীর খানের অত্যন্ত স্নেহধন্য ছিলেন এই কাউন্সিলার। ৩ জুন পুলিশ তার মোবাইল ফোনটি ট্র্যাক করে জানতে পারে যে চিত্রিগঞ্জের হপ্তাবাজারে তার এক অনুগামী তার কাছে আসছে টাকা আনতে। ওই ট্র্যাক করা ফোনের মাধ্যমেই গ্রেফতার হন মিঠুন। ৪ জুন তার বিরুদ্ধে নানাধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশ ভ্যানে তুলে আলিপুর আদালতে নিয়ে যায়। থানার সামনে উপস্থিত জনগণ তখন তার উদ্দেশ্যে 'চোর' স্লোগান দিতে থাকে। সূত্রের খবর, আদালতে পেশ করার পর পুলিশ এই কাউন্সিলরকে জেরা করার জন্য তাদের হেফাজতে নিতে পারে। পরে জানা যায়, মিঠুন টিকাদারের ১১ দিনের পুলিশ হেফাজত হয়েছে। প্রসঙ্গত বজবজ পুরসভার বেশ কয়েকজন বর্তমান কাউন্সিলার এবং পুজালী পৌরসভার প্রাক্তন কয়েকজন কাউন্সিলার পলাতক আছেন। যাদের বিরুদ্ধেও বিভিন্ন থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ছাতনায় সামনে এল হোমস্টে দুর্নীতির প্রশ্ন

প্রথম পাতার পর

এই হোমস্টে শুরু করার জন্য মালিক প্রথমবার ভালো পরিমাণে টাকা পায় সরকারের কাছ থেকে। পরিচর্যার জন্যও বছরে ভালো পরিমাণ অর্থও বরাদ্দ হয়। অথচ ছাতনায় ৫টি হোমস্টের টাকা নিয়ে মাত্র ১টি হোমস্টে চালু আছে বলে জানা গিয়েছে। বাকি ৪ জন হোমস্টে না চালিয়েই বছরের শেষে হোমস্টে পরিচর্যার জন্য সরকারের কাছ থেকে টাকা নেয়। হোমস্টে হিসাবে কেউ নিজের বেডরুম দেখাচ্ছে, কেউ নিজের বাড়ির রান্নাঘরকে হোমস্টের রান্নাঘর চালাচ্ছে, কেউ আবার কথা বলতেই ইতস্তত বোধ করছে।

যে হোমস্টেটি চালু আছে তার নাম তৃপ্তি হোমস্টে। মালিকের নাম বামাপদ ব্যানার্জি তার ভাই সত্যেন ব্যানার্জি একজন কনট্রাকটর। এছাড়া তার নিজস্ব স্কুল এবং রেস্টুরেন্ট আছে। ঠিক তার পাশেই উপরে হোমস্টে লেখা দুটো রুমও আছে। বামাপদ বাবু যেহেতু বাইরে থাকেন তাই হোমস্টেটি চালান তার ভাই সত্যেন ব্যানার্জি। তিনিই এই হোমস্টের সমস্ত প্রমাণপত্র দেখালেন।

কিন্তু বাকি ৪ টে হোমস্টে নেই বললেই চলে। প্রথমেই বিদিপ্তা হোমস্টে, মালকিনের নাম প্রিয়া গঙ্গোপাধ্যায়। প্রিয়া দেবীর নামে একটি সেন্ট্রাল ব্যাংকের সিএসপি আছে। আর এই সিএসপির রুমটাকেই হোমস্টে বলছেন। প্রিয়া দেবীর স্বামীর নাম বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বিশ্বজিৎবাবু ছাতনা ব্লকের আড়রা পঞ্চায়েত অফিসে কর্মরত একজন সরকারি চাকুরীজীবী। যখন আমাদের প্রতিনিধি সেখানে পৌঁছায় তখন হোমস্টের মালকিন প্রিয়া দেবী কথা বলতেই ইতস্তত বোধ করেন। তিনি বলেন, বাড়িতে কাজ চলছে। আমাদের ঘরের এইতো... তিনি কথা বলতে বলতে গলা কেঁপে ওঠে। কিভাবে এই হোমস্টেটি পেলেন? এই বিপুল পরিমাণে অর্থ কিভাবে তার কাছে এলো? এইগুলির তিনি কোনটাই সদুত্তর দিতে পারেননি। একটাই বক্তব্য তার স্বামী সব জানেন।। সোমনাথ হোমস্টে মালিকের নাম সোমনাথ আধুর্য। ছাতনা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান। তিনি একজন বড় মাপের ঠিকাদার। ওনার বেডরুমই নাকি হোমস্টে। মা বাসুলি হোমস্টেটি ছাতনা ব্লকের আমলা শেখর দত্তের মায়ের নাম মঞ্জুশ্রী দত্তের নামে দেখানো আছে। আরেকটি হল চণ্ডীদাস হোমস্টে। এটির মালিক হচ্ছেন বিখ্যাত ব্যবসায়ী সমরজিৎ মণ্ডল। উনিও ওনার বেডরুম, ওনার নিজের রান্নাঘর দেখিয়েই আমাদেরকে বলছেন, এখানে হোমস্টের পর্যটকরা থাকেন।

এই বিষয়ে ছাতনার বর্তমান বিডিওর কাছে বিষয়টি জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমি এ ব্যাপারে কিছু জানি না। তাই এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে পারব না। অন্যদিকে, ছাতনা পঞ্চায়েত সমিতির বর্তমান সভাপতি বঙ্কিম মিশ্র বলেন, আমি বিষয়টি শুনেছি। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানি না। তৎকালীন বিডিও এ ব্যাপারে আমাকে কিছু জানাননি। পঞ্চায়েত সমিতির কাছেও কোনও অনুমতি নেওয়া হয়েছিল বলে আমার জানা নেই।

সরকারি অর্থে গড়ে ওঠা ৫টি হোমস্টের মধ্যে সচল মাত্র ১টি কেন? ভয়ে বিভিন্ন রকম বলছেন হোমস্টের মালিকরা। তাহলে নিয়মিত পর্যটক আসা–যাওয়ার কোনও রেজিস্টার কি রয়েছে? সরকারের দেওয়া অর্থ কী কাজে ব্যয় হয়েছে? পর্যটন দপ্তর বা জেলা প্রশাসন কি এই প্রকল্পের বাস্তব অবস্থা খতিয়ে দেখেছে? যদি হোমস্টেগুলি বাস্তবে পরিচালিত না হয়ে থাকে, তাহলে সরকারি অর্থের জবাবদিহি কে করবে? ছাতনার সাধারণ মানুষ কি জানেন যে তাদের এলাকাতেই ৫টি সরকার অনুমোদিত হোমস্টে রয়েছে? ভবিষ্যতে এই প্রকল্পগুলির নিরপেক্ষ অডিট হবে কি? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কে দেবে?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও পর্যটন দপ্তর কি এই অভিযোগগুলির তদন্ত করবে? এখন নজর প্রশাসনের দিকে। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে নাকি সবকিছু আগের মতোই চলতে থাকবে—সেই উত্তরই খুঁজছে ছাতনার মানুষ।

কংগ্রেসের নতুন কার্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : হাওড়ার বাগনান বিধানসভা কেন্দ্রের চন্দ্রভাগার কুলিতাপাড়ায় জাতীয় কংগ্রেসের নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন হল। ১ জুন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন হাওড়া গ্রামীণ জেলা কংগ্রেস কমিটির সহ–সভাপতি ও বাগনান বিধানসভা কেন্দ্রের ২০২৬ বিধানসভা ভোটের জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী সেখ হাফিজুর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাগনান–২ ব্লক কেন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষ বোস, শেখ রেজাউল শেখ তৌহিদুল, সিদ্দিকুল আলী, শেখ ইয়াসিন, শেখ বোরহান সহ অন্যান্যরা। সেখ হাফিজুর রহমান বলেন, রাজ্যে পালাবদলের পর বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষ বুঝে গেছে বাংলায় শান্তিশৃঙ্খলা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং ধর্মনিরপেক্ষতা যদি কোনও দল দিতে পারে তা একমাত্র জাতীয় কংগ্রেস। তাই মানুষ নতুন করে জাতীয় কংগ্রেসের প্ল্যাটফর্মে আসতে চাইছে। সেই কারণেই কংগ্রেসের নতুন পার্টি অফিস খুলছে।

গ্রেপ্তার প্রাক্তন তৃণমূল সভাপতি

রুমা খাতুন, রামপুরহাট : মারধর ও আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার রামপুরহাট শহর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি সুশান্ত মুখার্জি ওরফে বাবনি। ৩ জুন তাকে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করে রামপুরহাট থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, সুশান্ত মুখার্জির বিরুদ্ধে মারধর, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে তাকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায় পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং তদন্ত চলছে। নির্যাতিতার আইনজীবী অভিজিৎ মুখার্জী বলেন, রামপুরহাট থানার পুলিশ ৫ দিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে রামপুরহাট মহকুম আদালতে পাঠালে বিচারক ৫ দিনের পুলিশি হেফাজত মঞ্জুর করেন।

সম্পত্তি নিলাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : চিনপাই কো–অপারেটিভ লেবার কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন সোসাইটি লিমিটেডের ৩,৬৩,৯৮,৩৫১ টাকা আর্থিক তছরুপের অভিযোগ দুবরাজপুর ব্লক তৃণমূল প্রাক্তন সভাপতি ভোলানাথ মিত্রের বিরুদ্ধে। আদালত টাকা ফেরতের নির্দেশ দিলেও ভ্রুপেক্ষ করেনি অভিযুক্ত। তাই এবার টাকা পরিশোধের জন্য আগামী ৩০ জুন দুবরাজপুর ব্লক অফিসের সভাকক্ষে দুপুর ১২:৩০ ঘটিয়ায় দুবরাজপুর ব্লক তৃণমূল প্রাক্তন সভাপতি ভোলানাথ মিত্রের সম্পত্তি নিলাম হবে বলে নিলামের ইস্তাহার প্রকাশিত হওয়ায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অনুব্রত মণ্ডলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এই ভোলানাথ। ২০২৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে একাধিক অভিযোগে দুবরাজপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি পদ থেকে ভোলানাথকে অপসারিত করেছিল তৃনমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিলামের ইস্তাহারে চৌহদ্দী, বাস্তু, পুকুর দাগ নং উল্লেখ করা হয়েছে।

মঙ্গলাহাটের ফুটপাতে নিয়ন্ত্রিত ব্যবসার নির্দেশ

সুমন আদক, হাওড়া : যানজট ও পথচারীদের সমস্যা দূর করতে সরকারি নির্দেশে হাওড়ার মঙ্গলাহাটের ফুটপাত ও রাস্তায় হকারদের বসা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর কারণে ভবিষ্যতে ব্যবসা নিয়ে শঙ্কার মেঘ দেখছেন ফুটপাতের অস্থায়ী ব্যবসায়ীরা। ১ জুন পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী নামিয়ে ফুটপাত দখলমুক্ত করা হয় বলে অভিযোগ। তবে, ব্যবসায়ীরা চান তাদের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়ে ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়া হোক। সোমবারের অচলাবস্থা নিয়ে এদিন ফের তারা জেলাশাসক, পুলিশ কমিশনার সহ বিভিন্ন মহলে চিঠি দিয়ে দ্বারস্থ হয়েছেন। পুলিশের তরফ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া না খেয়ে মরবে। প্রশাসনকে আগে আমাদের বিকল্প ব্যবস্থা করে দিতে হবে।'

এদিন বিক্ষোভের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হাওড়া থানার পুলিশ। কিন্তু ব্যবসায়ীদের হটাতে গেলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আসরে নামে বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। এরপর বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। বর্তমানে গোটা এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি। বিশাল পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। হাওড়া মঙ্গলাহাট ব্যবসায়ী সমিতি (সেন্ট্রাল) এর সভাপতি মলয় দত্ত বলেন, 'সরকার শেষ

হয়েছে, মঙ্গলাহাট বা তার সংলগ্ন এলাকায় ফুটপাত দখল করে আর কোনোভাবেই ব্যবসা করা যাবে না।

ফুটপাতের হাট ব্যবসায়ীরা জানান, এদিন বেশ কিছু জায়গায় হকারদের লাঠি উঁচিয়ে হটিয়ে দেওয়া হয়। সোমবার একদিকে যেমন প্রশাসনের সাফ বার্তা ছিল, 'রাস্তায় বসে আর ব্যবসা নয়', অন্যদিকে ফুটপাথ আঁকড়ে বেঁচে থাকা হাজারো প্রান্তিক ব্যবসায়ীর দাবি 'ব্যবসা করতে না দিলে খাব কী?' এদিন এই টানাপোড়েনের জেরে সকাল থেকেই দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ময়দানের বঙ্কিম সেতু চত্বর।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রাস্তার যান চলাচল ও পথচারীদের যাতায়াত মসৃণ রাখতে আর কোনও অস্থায়ী দোকান বসতে দেওয়া হবে না। এর জেরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন কয়েকশো অস্থায়ী ব্যবসায়ী। বঙ্কিম সেতুর তলায় একজোট হয়ে তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। হাটের এক ব্যবসায়ী বলেন, 'আমরা আজ নতুন বসিনি। বছরের পর বছর ধরে এই রাস্তার উপরেই আমাদের সংসার চলছে। হঠাৎ করে একদিন এসে যদি বলা হয় উঠে যাও, তবে আমাদের পরিবারগুলো পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেবে তা আমাদের জানা নেই। তবে আমরা অনুরোধ করছি সরকার যেন এই মানুষগুলোর পেটের দিকে একটু তাকায়। না হলে হাজার হাজার পরিবার বড়সড় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে যা সামলানো অসম্ভব। আমরা এই মুহূর্তে খুবই অসহায় হয়ে পড়েছি। সরকারপক্ষ গত সপ্তাহে আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার উল্টো এদিন ঘটলো। এদিন আমরা সিপি, এসিপি, ডিসি, হাওড়া থানা, হাওড়া ট্রাফিক, পুরসভা এবং জেলাশাসককে চিঠি দিয়েছি। আমরা ওনাদের উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছি। আমরা ডাকা হলে আমরাও আলোচনায় বসবো। আমরা কারও কাছে ভিক্ষে চাইনা, টাকাও চাইনা। সরকারের কাছে আমরা চাই আমাদের ব্যবসা করতে দেওয়া হোক। আমরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। খেটে খাওয়া লোক, শ্রমজীবী মানুষ। আমাদের সময়সীমা রাত ১২টা থেকে সকাল ৮টা। কারও অসুবিধা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মঙ্গলবারের মধ্যে কোনও ফিডব্যাক না এলে আমরা আরও উচ্চতর নেতৃত্বের কাছে যাব। তাদের দরজায় কড়া নাড়বো।'

জালিয়াতিতে গ্রেপ্তার নেতা

কল্যাণ রায়চৌধুরী : সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে শাসকের ক্ষমতায় বিজেপি সরকার। কিন্তু রাজ্যে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে, জাল শংসাপত্র তৈরির অভিযোগে তৃণমূল নেতা তথা বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি ও বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ প্রসেনজিৎ ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী সোমা দাস ঘোষকে গ্রেপ্তার করল বনগাঁ থানার পুলিশ। পুলিশের অভিযোগ, এই জাল শংসাপত্র তৈরি করে তিনি তাঁর স্ত্রীকে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বানিয়েছেন। এই ব্যাপারে, ২০২২ সালে সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক তথা আইনজীবী প্রসেনজিৎ বিশ্বাস কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। সেই মামলার পর্যবেক্ষণে সমস্ত তথ্য প্রমাণ খতিয়ে দেখে অবশেষে অভিযুক্ত উমা দাস ঘোষের জাল তপসিলি জাতির শংসাপত্র বাতিল করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয় আদালত। কিন্তু তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থাকার কারণে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ। এরপর বছর খানেক আগেও বনগাঁ মহকুমা শাসকের কাছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানায় মতুয়া মহাসঙ্ঘ। তাতেও কোনও ফল হয়নি। এরপর রাজ্য রাজনৈতিক পালাবদলের পরই টনক নড়ে পুলিশের। এবং অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা ও তার স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শুধু স্ত্রীর নামে জাল শংসাপত্র তৈরি নয়, অভিযুক্তর বিরুদ্ধে তোলাবাজি থেকে শুরু করে কাটমানি সহ বিপুল আয় বহির্ভূত সম্পত্তি তৈরির অভিযোগও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, ধৃত প্রসেনজিৎ ঘোষ তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের কথা স্বীকার করে জানান, সবই তদন্ত সাপেক্ষ।

বিধায়কের দ্বারস্থ প্রাণী বন্ধু, প্রাণী মিত্রা ও এআই কর্মীরা

অভীক মিত্র, বীরভূম : রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে। নবনির্বাচিত বিধায়কদের স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠনের তরফে জানানো হচ্ছে সংবর্ধনা। খয়রাসোল ব্লক প্রাণী বন্ধু, প্রাণী মিত্রা, এআই সহ অন্যান্য চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের উদ্যোগে ৩০ মে খয়রাসোল বিধায়ক কার্যালয়ে দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক অনুপকুমার সাহাকে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। কাজে স্থায়ীকরণ, সাম্মানিক বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে লিখিত একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয় যাহা বিধায়ক মারফত প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী সহ মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিধায়ক অনুপকুমার সাহা বলেন, স্থানীয় বিধায়ক হিসেবে সর্বত্র বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হচ্ছে। সেরূপ খয়রাসোল ব্লকের প্রাণীসম্পদ দপ্তরের চুক্তি ভিত্তিক কর্মচারীদের উদ্যোগে সংবর্ধনা জানানো হয়। নতুন সরকারের কাছে খয়রাসোল ব্লক প্রাণী বন্ধু দপ্তরের কর্মচারীদের প্রত্যাশা বৃদ্ধি। দীর্ঘ কর্মজীবনে তারা বঞ্চনার কথা শোনান। আগের সরকারের তাদের প্রতি উদাসীনতার দরুণ এই পরিস্থিতি। বিভিন্ন দপ্তরে নব নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি পাঠিয়ে প্রাণীসম্পদ দপ্তরের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি সেখ নাজিমুদ্দিন, সম্পাদক তনুশ্রী গোস্বামী, কোষাধ্যক্ষ পূর্ণিমা দত্ত, উপদেষ্টা মহম্মদ রবিউল, সদস্যা সুতপা ঘোষ সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যারা।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে মেরা যুব ভারত(দক্ষিণ কলকাতা), সীমা সুরক্ষা বল ও চেতলা হিন্দ সংঘ যৌথভাবে পরিবেশ সচেতনতা পদযাত্রা, গাছ প্রদান এবং বৃক্ষরোপণের আয়োজন করেছিল। হিন্দ সংঘ ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে টালিগঞ্জ বিধানসভার বিধায়িকা পাপিয়া অধিকারী এই পদযাত্রার সূচনা করেন। প্রথমে পরিবেশ রক্ষার শপথ বাক্য পাঠ করান বিধায়িকা। উপস্থিত ছিলেন এসএসবির ইন্সপেক্টর অজিত রঞ্জন এবং অন্যান্য জাওয়ানরা। মাই ভারত দক্ষিণ কলকাতার অ্যাকাউন্টেন্ট আনন্দ মণ্ডল। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন হিন্দ সংঘের সভাপতি তথা নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সম্পাদক প্রণব গুহ এবং চেতলা থানার অতিরিক্ত আধিকারিক নীলাদ্রি শেখর দুবে সহ লায়ন্স ক্লাব অফ কলকাতা সাফল্য সম্প্রীতির সদস্যরা। পদযাত্রা শেষে চেতলা পার্কে বৃক্ষরোপণে হাত মেলান এসএসবি জাওয়ান সহ হিন্দ সংঘের সদস্যরা।

অন্নপূর্ণায় আমলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলায় অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রাপকদের নামের নির্ভুল তালিকা তৈরির কাজ তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবদের বা যাঁরা বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিব। কলকাতা পৌর এলাকার ১৪৪ ওয়ার্ডের অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রাপকদের তালিকা দেখবেন রাজ্য অর্থসচিব প্রভাত কুমার মিশ্র। প্রথম পর্যায়ে আজ ১ জুন থেকে আগামী ৯০ দিনের জন্য শুরু হচ্ছে অন্নপূর্ণা যোজনার প্রক্রিয়া।

কলকাতার ইলিয়ট পার্কের মুক্তি আসন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩০মে আলিপুরের ভবানীভবনের নিকটস্থ ৯ নম্বর বরো কার্যালয়ে পৌর–আধিকারিক বরোর বিভিন্ন ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধিদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি পৌর আধিকারিকদের জানিয়ে দেন, কলকাতা পৌর এলাকার কোনও উদ্যান (কলকাতায় নিয়ন্ত্রিত ছোটো–মাঝারি–বড়ো মিলিয়ে উদ্যান কমবেশি ৮০০টি) যেন আর দখল করে রাখা না হয়। কলকাতার ছোটো–বড়ো সব উদ্যানে যেন সাধারণ নাগরিকরা অবাধে সকাল–সন্ধ্যে হাঁটাচলা, শিশুদের খেলাধুলো, পাড়ার প্রবীণ নাগরিকরা সকাল–বিকাল আড্ডা গল্প করতে পারেন।

অন্যদিকে, প্রয়াত প্রাক্তন মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায় ২০০০ – ২০০৫ সালে কলকাতার মহানাগরিক থাকাকালীন ২০০৪ সালে কলকাতার প্রাণকেন্দ্র জওহরলাল নেহেরু রোডের ধারে জীবনদীপ বাসস্টপের কাছে কলকাতা ময়দানে একটি বৃহদায়তন জলাশয়কে কেন্দ্র করে একটি মনোরম শান্ত শহুরে ইলিয়ট পার্ক তৈরি করে ছিলেন। সেই পার্ক কলকাতাস্থিত অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের কাছে সুসজ্জিত সবুজ বাগান ১.৫ কিলোমিটার হাঁটা পথ ও ফোয়ারা জলাশয়ে রাজহাঁসের, নিরিবিলি পরিবেশ, বন্ধুবান্ধব বা পরিবারের সঙ্গে বসার বেঞ্চ, প্রেমিক–প্রেমিকাদের কাছে ইত্যাদির জন্য বিশেষ আকর্ষণীয়ও হয়ে উঠেছিল। তবে ২০১১ সালের পরবর্তী সময়ে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সান্ধ্যকালীন ভ্রমণের জন্যে এই ইলিয়ট পার্ককে বেছে নেওয়ার পর এই পার্কে সাধারণের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত বা একরকম বন্ধই হয়ে যায়। ইলিয়ট পার্কে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বসানো পুরনো দৃষ্টিনন্দন সাইনবোর্ডের পরিবর্তন হয়ে নতুন নীল–সাদা সাইন বোর্ড বসানো হয়। পার্কের বাউন্ডারি টিন দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। যাতে বাইরের লোকজন ভিতরের কিছু না দেখতে পায়। এই পার্কে আসা তরুণ–তরুণী ছেলে–মেয়েরা মনের দুঃখে আশেপাশের বিড়লা তারামণ্ডলের বিপরীতে ইন্দিরা উদ্যানে গল্পসল্প করে কাটায়। বর্তমানে রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকারের নজরে রয়েছে ওই ইলিয়ট পার্কের ওপর।

ট্রেন রিভার্সালের কারণে হওয়া বিলম্ব দূর করতে জসিডি বাইপাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব রেলওয়ে একটি বিশাল পরিকাঠামোমূলক কাঠামোগত বিপ্লব ঘটাতে চলেছে, এবং জসিডি হয়ে যাতায়াতকারী যাত্রীরা খুব শীঘ্রই তাদের ভ্রমণযাত্রায় এক স্মরণীয় ভোলবদলের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চলেছেন। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে, দীর্ঘ প্রতীক্ষিত একটি পরিকাঠামোগত বিস্ময় তার সমাপ্তির রেখার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

একটি রেলওয়ে বাইপাস লাইনকে ট্রেনের জন্য একটি এক্সপ্রেস ফ্লাইওভার বা হাইওয়ে রিং–রোডের মতো মনে করা যেতে পারে। সাধারণত, যখন একটি মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেনকে অন্য একটি শাখা লাইনে যাওয়ার জন্য তার দিক পরিবর্তন করতে হয়, তখন সেটিকে একটি প্রধান স্টেশনে প্রবেশ করতে হয়, ইঞ্জিনটি আলাদা বা ডিকাপল করতে হয়, এটিকে ট্রেনের অন্য প্রান্তে নিয়ে যেতে হয়, পুনরায় সংযোগ বা রি–অ্যাটাচ করতে হয় এবং অবশেষে রওনা হওয়ার আগে ব্রেক পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হয়। এই ক্লান্তিকর প্রক্রিয়াটি ইঞ্জিন রিভার্সাল নামে পরিচিত।

এই অসুবিধা দূর করার জন্য, নতুন বাইপাস লাইনটি ব্যস্ত জসিডি স্টেশনটিকে সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে বা ডিট্যুর করে সরাসরি দুটি কাছাকাছি এলাকাকে সংযুক্ত করবে: কুশরাবাদ রোহিণী এবং দেওঘর। এই লেআউট বা নকশাটি ট্রেনগুলিকে জসিডির যানজটপূর্ণ প্রধান স্টেশন এলাকায় প্রবেশ না করে বা ইঞ্জিনের দিক পরিবর্তন করার মূল্যবান সময় নষ্ট না করেই এক রুট থেকে অন্য রুটে নির্বিঘ্নে চলে যাওয়ার সুবিধা দেবে।

জসিডি হয়ে দুমকা এবং গোড্ডা যাতায়াতকারী ট্রেনগুলিকে একটি বড় ধরনের পরিচালনগত বা অপারেশনাল বাধার সম্মুখীন হতে হয়। বর্তমানে, মেল, এক্সপ্রেস এবং মালবাহী ট্রেনগুলি জসিডিতে দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ইঞ্জিন রিভার্সাল করতে বাধ্য হয়। এই বাইপাস লাইনটি না থাকায়, পুরো ব্যবস্থাটিই অপচয় হওয়া সময়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যেখানে যাত্রীদের শুধু ইঞ্জিনের দিক পরিবর্তনের অপেক্ষায় একটি উল্লেখযোগ্য সময় ধরে স্থির কোচের মধ্যে অলসভাবে বসে থাকতে হয়। এছাড়াও , এটি তীব্র স্টেশন যানজটের সৃষ্টি করে কারণ জসিডির প্ল্যাটফর্ম এবং ট্র্যাকগুলি রিভার্সাল করা ট্রেনগুলির দ্বারা অবরুদ্ধ বা ব্লকড থাকে, যা অন্যান্য আগমনকারী ট্রেনগুলির জন্য বিলম্বের একটি ধারাবাহিক প্রভাব তৈরি করে এবং প্রয়োজনীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বহনকারী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মালবাহী ট্রেনগুলির গতিকে

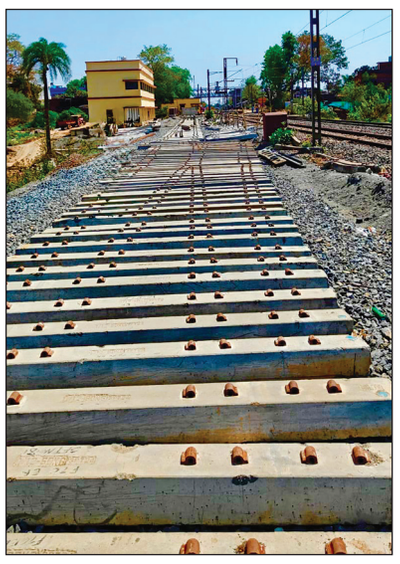

মারাত্মকভাবে ধীর করে দেয়।

২৯৩ কোটি টাকার জসিডি বাইপাস প্রকল্পটি এই অঞ্চলের পূর্ণ সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করার চূড়ান্ত সমাধান। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাইপাস লাইনের সমাপ্তি দুমকা/গোড্ডা এবং জসিডির মধ্যে চলাচলকারী মেল/এক্সপ্রেস ট্রেন এবং মালবাহী ট্রেনগুলির ইঞ্জিন রিভার্সাল সম্পূর্ণভাবে দূর করবে। এই প্রকল্পের অর্থ হল যাত্রী পরিবহনে সুপারচার্জড গতি আসা, কারণ প্রতিদিন অন্তত ৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ভ্রমণের সময় নাটকীয়ভাবে হ্রাস পাবে। যাত্রীদের আর জসিডিতে হতাশাজনক, স্থির বা অনড় বিলম্বের মুখোমুখি হতে হবে না। উপরন্তু, প্রতিদিন অন্তত দুটি প্রধান মালবাহী ট্রেন এই প্রতিবন্ধকতা বা বটলনেককে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাবে, যা পণ্যের দ্রুত ডেলিভারি, নির্বিঘ্ন শিল্প সরবরাহ শৃঙ্খল এবং আঞ্চলিক বাণিজ্যের প্রসার নিশ্চিত করবে।

এই অগ্রগতি ইতিমধ্যেই পুরোদমে চলছে, যার মধ্যে প্রকৃত নির্মাণ কাজের ৯০% সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। মাঠ পর্যায়ে বা মাটিতে, কঠিন শিলা কেটে ফেলা, রোড আন্ডার–ব্রিজ (আরইউবি), রোড ওভার–ব্রিজ (আরওবি) এবং ছোট সেতু নির্মাণের মতো বিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং মাইলফলকগুলি ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়েছে।

এই প্রকল্পের সম্পূর্ণ ব্লুপ্রিন্ট এবং আধুনিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা পুরোপুরি প্রস্তুত। এগুলিকে ট্রেনের ডিজিটাল মস্তিষ্ক এবং ট্রাফিক–লাইট নেটওয়ার্ক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই জটিল নেটওয়ার্কটি নিরাপদে ট্র্যাকের পথ নিয়ন্ত্রণ করবে এবং কুশরাবাদ রোহিণী ও দেওঘর লিঙ্কের মধ্যে ট্রেন ট্রাফিক পরিচালনা করবে, যা নিশ্চিত করবে যে নতুন বাইপাসটি চালু হলে ট্রেনগুলি নিরাপদে, মসৃণভাবে এবং উচ্চ গতিতে রুট পরিবর্তন করতে পারবে।

জসিডি বাইপাস কেবল একটি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্প নয়, এটি যাত্রীদের আরাম এবং পরিচালনগত গতিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের একটি ঘোষণা, পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানান। আমাদের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের অনুপ্রেরণামূলক নির্দেশনায় পূর্ব রেল দিনরাত কাজ করে চলেছে। প্রকল্পটি গর্বের সাথে ৯০% সমাপ্তিতে রয়েছে এবং ২০২৬ সালের জুলাইয়ের দিকে চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে, আমরা দুমকা, গোড্ডা এবং তার বাইরের মানুষের জন্য নির্বিঘ্ন, বিদ্যুৎ–গতির রেল ভ্রমণের একটি যুগের সূচনা করার দ্বারপ্রান্তে রয়েছি। ভারতীয় রেলওয়েকে আগে কখনো না দেখা রূপে অনুভব করার জন্য প্রস্তুত হোন!

কলকাতায় বাড়ছে নোটার আধিপত্য

বরুণ মণ্ডল : সদ্য সমাপ্ত অষ্টাদশ বিধানসভা নির্বাচনে কলকাতা উত্তরের সাত বিধানসভা কেন্দ্রে মোট প্রার্থী ছিল ৮৮ জন। এই সাত কেন্দ্রে নোটায় ভোট পড়েছে ৭,০১৪ টি। চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ছিল ১১ জন। নোটায় ভোট পড়েছে ৮৩২টি। মোট প্রদত্ত ভোটের ০.৭৬ শতাংশ। এন্টালি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ছিল ১৫ জন। নোটায় ভোট পড়েছে ৬৯২টি। মোট প্রদত্ত ভোটের ০.৪২ শতাংশ। বেলেঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ছিল ১১ জন। নোটায় ভোট পড়েছে ১,৫৬৮টি। মোট প্রদত্ত ভোটের ০.৯০ শতাংশ। জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ছিল ১২ জন। নোটায় ভোট পড়েছে ৬৭২টি। মোট প্রদত্ত ভোটের ০.৬৩ শতাংশ। শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ছিল ১২ জন। নোটায় ভোট পড়েছে ৯৪২টি। মাট প্রদত্ত ভোটের ০.৮১ শতাংশ। মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ছিল ১৩ জন। নোটায় ভোট পড়েছে ১,০৫৮টি। মোট প্রদত্ত ভোটের ০.৭০ শতাংশ। এবং কাশীপুর–বেলগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ছিল ১৪ জন। নোটায় ভোট পড়েছে ১২৫০টি। মোট প্রদত্ত ভোটের ০.৮৩ শতাংশ।

কলকাতা দক্ষিণের চার বিধানসভা কেন্দ্রে মোট প্রার্থী ছিল ৪৭ জন। এই চার কেন্দ্রে নোটায় ভোট পড়েছে ৩,৫১৭টি। কলকাতা বন্দর কেন্দ্রে প্রার্থী ছিল ১৪টি। নোটায় ভোট পড়েছে ৫৭৩টি। মোট প্রদত্ত ভোটের ০.৩৭ শতাংশ। ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ছিল ১২ জন। নোটায় ভোট পড়েছে ৮২৯টি। মোট প্রদত্ত ভোটের ০.৫৯ শতাংশ। রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ছিল ৯ জন। নোটায় ভোট পড়েছে ১,২৯৬টি। মোট

প্রদত্ত ভোটের ০.৯৩ শতাংশ। এবং বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ছিল ১২ জন। নোটায় ভোট পড়েছে ৮১৯টি। মোট প্রদত্ত ভোটের ০.৪৯ শতাংশ।

সংযুক্ত কলকাতা পৌর এলাকার পাঁচ বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ছিল ৬৩ জন। এই পাঁচ কেন্দ্রে নোটায় ভোট পড়েছে ৮,৪৯৮ টি। কসবা বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ছিল ১৩ জন। নোটায় ভোট পড়েছে ১৯০২টি। মোট প্রদত্ত ভোটের ০.৭৯ শতাংশ। যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ছিল ১৩ জন। নোটায় ভোট পড়েছে ১,৯৭৬টি। মোট প্রদত্ত ভোটের ০.৮৬ শতাংশ। টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ছিল ১১ জন। নোটায় ভোট পড়েছে ১,৫০১টি। মোট প্রদত্ত ভোটের ০.৭৩ শতাংশ। বেহালা পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ছিল ১২ জন। নোটায় ভোট পড়েছে ১,৬৩৫টি। মোট প্রদত্ত ভোটের ০.৭০ শতাংশ। এবং বেহালা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ছিল ১৪ জন। নোটায় ভোট পড়েছে ১,৪৮৪টি। মোট প্রদত্ত ভোটের ০.৬২ শতাংশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে ভারতের নির্বাচন কমিশন দ্বারা প্রবর্তিত নোটা বোতামটি ভোটারদের তাঁদের নির্বাচনী এলাকার সমস্ত প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করার একটি বিকল্প দিয়েছিল। ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে প্রদত্ত মোট ভোটের মধ্যে ০.৭৮ শতাংশ ভোট নোটায় পড়েছে।

দুর্যোগ: কিছুক্ষণের জন্য হটাৎ আসা ঝড়ের দাপটে সব কিছু ছারখার, মারা গেলেন প্রায় ৭ জন, ভাঙলো ঘর, এক দাপটে পড়লো শহরের বহু শতাব্দী প্রাচীন গাছ।

ছবি : অভিজিৎ কর

বৃক্ষরোপণ : ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসকিউ ফোর্স (এনবডিআরএফ)–এর পক্ষ থেকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ২০০০ বৃক্ষ রোপন করা হয় বিভিন্ন জায়গায়। **ছবি : নিজস্ব**

সম্মান যাত্রা : ১ জুন কলকাতার প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে নারীদের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা চালুর উদ্যোগকে স্বাগত জানাল রেখা মোদীর নেতৃত্বাধীন স্ত্রী শক্তি – দ্য প্যারালাল ফোর্স ও উইমেন লিড। **ছবি : অরুণ লোধ**

জলসত্র : লায়ন্স ক্লাব অফ কলকাতা সাফল্য সম্প্রীতির উদ্যোগে রাসবিহারীর রাস্তায় জল প্রদান করা হয়। **ছবি : নিজস্ব**

জানা-অজানা সফরে

খড়দহের পথে পথে ইতিহাসের সন্ধান

পলাশ পান

ইতিহাসকে জানতে হলে শুধু বই পড়লেই হয় না, ইতিহাসের কাছে যেতে হয়–তার পথঘাটে, তার স্থাপত্যে, তার মানুষের স্মৃতিতে। এই ভাবনাকে সামনে রেখেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্টের উদ্যোগে আয়োজিত হল এক ব্যতিক্রমী 'ঐতিহ্য–যাত্রা'। উত্তর ২৪ পরগনার ঐতিহাসিক জনপদ খড়দহকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচি শুধু একটি ভ্রমণ নয়, বরং বাংলার স্থানীয় ইতিহাসকে নতুন করে আবিষ্কারের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা।

বর্তমান সময়ে যখন ঐতিহাসিক চর্চা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বই, গবেষণাপত্র বা সেমিনারের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ, তখন মানুষের সামনে সরাসরি ইতিহাসকে তুলে ধরার এই উদ্যোগ স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সকাল ৮ টায় শুরু হওয়া এই ঐতিহ্য–যাত্রায় অংশ নিতে বহু মানুষ ভোররাত থেকেই রওনা দেন। সিউড়ি, বর্ধমান, হুগলি, কলকাতা–সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে ইতিহাসপ্রেমীরা এসে যোগ দেন এই কর্মসূচিতে।

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন গবেষক, অধ্যাপক, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং সাধারণ ইতিহাস–অনুরাগীরা। উপস্থিত ছিলেন ড. সঞ্জিত জোতদার, ড. অভিজিৎ গোস্বামীর মতো শিক্ষাবিদও। অংশগ্রহণকারীদের একাংশের মতে, ইতিহাসকে সরাসরি অনুভব করার সুযোগই তাদের এই যাত্রায় আকৃষ্ট করেছে।

আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্টের কিউরেটর ড. দীপক কুমার বড়পণ্ডা বলেন, 'বাংলার ইতিহাস শুধু বড় বড় ঘটনা বা রাজধানীকেন্দ্রিক ইতিহাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্থানীয় ইতিহাস, লোকঐতিহ্য এবং সামাজিক স্মৃতিগুলিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সেই ইতিহাসকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।'

তিনি আরও জানান, ইতিহাসকে পায়ে হেঁটে দেখা এবং স্থানীয় মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করাই এই উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য। কারণ কোনও অঞ্চলকে বোঝার জন্য তার ভূগোল, সংস্কৃতি, ধর্মীয় ঐতিহ্য, লোককথা এবং স্থাপত্য–সবকিছুকেই একসঙ্গে দেখতে হয়।

খড়দহ ! এক বিস্মৃত ঐতিহাসিক ভূখণ্ড

আজকের খড়দহকে অধিকাংশ মানুষ একটি পৌরসভা, রেলস্টেশন বা বিধানসভা কেন্দ্র হিসেবেই চেনেন। কিন্তু ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, এই অঞ্চল বহু শতাব্দী ধরে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। হুগলি নদীকে ঘিরে গড়ে ওঠা এই জনপদে একসময় নদীপথে বাণিজ্য, বৈষ্ণব ধর্মচর্চা এবং গ্রামীণ

সফরের অন্যতম আকর্ষণ ছিল রহড়া অঞ্চলের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা। গবেষকদের বক্তব্য অনুযায়ী, একসময় এই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি বর্তমানের তুলনায় অনেকটাই আলাদা ছিল। হারিয়ে যাওয়া নদীপথ, প্রাচীন জনবসতি এবং নদীকেন্দ্রিক অর্থনীতির নানা তথ্য উঠে আসে আলোচনায়।

অংশগ্রহণকারীদের সামনে তুলে ধরা হয় পর্তুগিজ জলদস্যুদের আনাগোনা এবং নদীপথকে ঘিরে গড়ে ওঠা জনজীবনের নানা অজানা কাহিনি। বহু অংশগ্রহণকারী জানান, দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলে বসবাস করলেও এমন তথ্য তাঁদের জানা ছিল না।

নন্দদুলাল মন্দির ও বৈষ্ণব ঐতিহ্য

খড়দহের অন্যতম পরিচিত ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক কেন্দ্র নন্দদুলাল মন্দির। স্থানীয় লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, ষোড়শ শতকে নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গৌড় থেকে একটি পবিত্র শিলা নিয়ে আসেন। সেই শিলা থেকেই নির্মিত হয় খড়দহের শ্যামসুন্দর ও নন্দদুলাল বিগ্রহ, পাশাপাশি শ্রীরামপুরের রাধাবল্লভ মূর্তিও।

গবেষকদের মতে, বৈষ্ণব আন্দোলনের ইতিহাসে খড়দহের গুরুত্ব ছিল অত্যন্ত বেশি। চৈতন্যোত্তর বাংলায় বৈষ্ণব সংস্কৃতির বিস্তারে এই অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি বহন করছে 'ক্যাম্পের ঘাট'

ঐতিহ্য–যাত্রার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল 'ক্যাম্পের ঘাট' পরিদর্শন। জানা যায়, ১৯৩৫ সালে তৎকালীন মালিক অসিতকুমার ঘোষের কাছ থেকে একটি বাড়ি অধিগ্রহণ করে ব্রিটিশ সরকার। পরবর্তীতে সেটিকে রাজনৈতিক বন্দিদের জন্য ডিটেনশন ক্যাম্পে পরিণত করা হয়।

স্থানীয় মানুষ সেই বাড়িটিকে 'ক্যাম্পের বাড়ি' নামে চিনতেন। যদিও বাড়িটি আজ আর অস্তিত্বে নেই, তবুও 'ক্যাম্পের ঘাট' নামটি এখনও সেই ইতিহাস বহন করে চলেছে। ঘাটের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন বটবৃক্ষ যেন ঔপনিবেশিক শাসনের অত্যাচার এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মৃতির নীরব সাক্ষী।

ধ্বংসের মুখে তিনশো বছরের টেরাকোটা মন্দির

সুখচরের সাপুড়িতলা অঞ্চলে অবস্থিত প্রায় ৩০০ বছরের পুরোনো তিনটি টেরাকোটা মন্দির ঐতিহ্য–যাত্রার অন্যতম আকর্ষণ হয়ে ওঠে। বর্তমানে মন্দিরগুলি ভগ্নপ্রায় অবস্থায় রয়েছে। বিশাল বটবৃক্ষের শিকড় ও ঝুরি মন্দিরগুলিকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে।

তবুও বাংলার আটচালা স্থাপত্যরীতি এবং টেরাকোটার সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম এখনও দর্শকদের মুগ্ধ করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে বাংলার বহু প্রাচীন স্থাপত্যের মতো এই মন্দিরগুলিও দ্রুত ক্ষয়ের মুখে পড়ছে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক জ্যাঁ রেনোয়া তাঁর ১৯৫১ সালের বিখ্যাত চলচ্চিত্র দি রিভার–এ এই মন্দিরগুলিকে তুলে ধরেছিলেন। ফলে আন্তর্জাতিক স্তরেও এই স্থাপনাগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে।

মন্দিরের গাত্রে ইতিহাসের চিত্রকথা

ঐতিহ্য–যাত্রার সময় বীরভদ্র ও রাধাশ্যামসুন্দর মন্দিরের শিল্পঐতিহ্য নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। মন্দিরের অলিন্দগাত্রে রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা, শিবলীলা এবং পুরাণভিত্তিক নানা দৃশ্য অঙ্কিত রয়েছে।

রামের রাজসভা, রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি, নন্দী–ভৃঙ্গী, বৃষারূঢ় হর–পার্বতী এবং বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের চিত্র বাংলার টেরাকোটা শিল্পকলার অনন্য নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়।

খড়দহে রবীন্দ্রনাথ

ঐতিহ্য–যাত্রায় উঠে আসে আরেকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য। জীবনের শেষ পর্বে কিছুদিন নির্জনে থাকার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খড়দহে এসেছিলেন বলে জানা যায়। শ্যামসুন্দর ঘাট সংলগ্ন মাড়োয়ারি পাড়ায় রামরিখ দাসের বাড়িতে তিনি কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন।

স্থানীয় ইতিহাস গবেষকদের মতে, খড়দহের সঙ্গে কবিগুরুর এই সম্পর্ক এখনও অনেকের অজানা।

প্রায় ছয় ঘণ্টাব্যাপী এই ঐতিহ্য–যাত্রা শেষ হলেও অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা ছিল গভীর ও স্মরণীয়। তাঁদের মতে, বইয়ের পাতায় পড়া ইতিহাস যখন বাস্তব স্থানের সঙ্গে মিলে যায়, তখন ইতিহাস অনেক বেশি জীবন্ত হয়ে ওঠে।

অংশগ্রহণকারীদের একাংশের বক্তব্য, বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য ঐতিহাসিক স্থাপনা, লোকঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক স্মৃতিকে সামনে আনতে এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একইসঙ্গে এই কর্মসূচি স্থানীয় ইতিহাস সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার দিকেও নতুন করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

খড়দহের ঘাট, মন্দির, বিস্মৃত জনপদ, নদীপথ এবং লোকস্মৃতির ভেতর দিয়ে একদিনের এই সফর যেন নতুন করে মনে করিয়ে দিল–ইতিহাস কেবল অতীত নয়; ইতিহাস আমাদের বর্তমানেরও অংশ। আর সেই ইতিহাসকে জানতে হলে মাঝে মাঝে বইয়ের পাতা ছেড়ে বাস্তবের মাটিতে পা রাখতেই হয়।

নজরুল স্মরণে বাণীচক্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : তাঁর স্মরণেই তাঁকে ছুঁয়ে থাকা যায়। রবীন্দ্রনাথ থেকে নজরুল সংস্কৃতি জগতের এই আলোকবর্তিকাদের স্মরণে তাই বিশেষ উদ্যোগ নেয় কলকাতার সংস্কৃতি জগতের কুমোরটুলি বাণীচক্র। এবার কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপনে ফুটে ওঠে তাদের সেই প্রয়াস। দক্ষিণ কলকাতার উত্তম মঞ্চে আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের নজরুলগীতি প্রশিক্ষকদের নির্দেশনায় শিক্ষার্থীরা উপস্থাপন করেন, নজরুলের অবিস্মরণীয় সব সৃষ্টি। সঙ্গীত পরিচালনায় থাকেন ইন্দ্রাণী সেন, সুস্মিতা গোস্বামী, মানসী সাহা, কাকলি পাল, অরূপ মুখোপাধ্যায়, বিমল নস্কর প্রমুখ। নৃত্য পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করেন নিবেদিতা সরকার, মহাশ্বেতা মজুমদার গুপ্ত, রিনি রায়, ময়ূরী বন্দ্যোপাধ্যায়। আবৃত্তি পরিচালনায় মম দে।

কসবা মণিমেলায় পালিত হল রবীন্দ্র–নজরুল জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : কসবা অঞ্চলের অন্যতম শিশু–কিশোর সংগঠন কসবা মণিমেলা। ১৯৪১ সাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বহু টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্য দিয়েও এই সংগঠনের যাত্রাপত্র অপ্রতিহত। তারপর একে একে ছোটদের নাচ–আবৃত্তি–সঙ্গীত পরিবেশিত হল। যোগাবিভাগের তরফ থেকে প্রদর্শিত হল যোগব্যায়ামের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ–ভাবনার মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। প্রদর্শিত হল

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিশু–কিশোরদের মানসিক বিকাশের অন্যতম একটি দিক রবীন্দ্র–নজরুল কবি প্রণাম। ৩১ মে সন্ধ্যায় মণিমেলার নিজস্ব 'মণিভবন'এ অনুষ্ঠিত হল এই অনুষ্ঠানের রূপরেখা। সমবেত সঙ্গীত 'আগুনের পরশমণি' দিয়ে সূচিত হলো অনুষ্ঠান ঠিক সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে। একটি শ্রুতি–নাটক রবীন্দ্রনাথের 'গেছো বাবা'। ছোটো বাচ্চাদের নাচ খুবই মনোজ্ঞ হয়েছিল। বক্তব্য রাখেন মণিমেলার সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্কযুক্ত বিশিষ্ট কবি–নাট্যকার–লেখক শ্রীতপন সেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ও সকলকে ধন্যবাদ দেন মণিমালার বর্তমান সভাপতি পল্লব ঘোষাল।

বার্ষিক মিলনোৎসব

হীরালাল চন্দ্র : সম্প্রতি সল্টলেক উৎসর্গ কমিউনিটি হলে সকালে 'ওস্তাদ আমির খান এবং পন্ডিত শ্রীকান্ত বাঞ্চরে স্মৃতি সঙ্গীত সংস্থা'–র উদ্যোগে চতুর্দশ বার্ষিক শাস্ত্রীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সমীর জানা। উদ্বোধন করেন সুনীত চ্যাটার্জী ও নিখিল আচার্য্য। পৌরোহিত্য করেন ডাঃ নির্মলেন্দু কুন্ডু। সহযোগীতা করেন প্রশান্ত চক্রবর্তী, সুমনা হাজরা, শিবশংকর ভট্টাচার্য্য, স্বাগতা চক্রবর্তী প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন মৌ গুহ ও রাজর্ষি ভট্টাচার্য্য। বেহালা বাজান হিন্দোলী সিনহা। বাঁশী বাজান ইন্দ্রজিৎ বসু। খেয়াল গেয়ে শোনান অবন্তি ভট্টাচার্য্য। সুদীপ্ত ভট্টাচার্য্য। রঞ্জন শ্রীবাস্তব, প্রশান্ত চক্রবর্তী, স্নেহ মুন্দ্রা, সাবিনা পান্ডে, ইনা ব্যানার্জী, রমা দাস, বোধিসত্ব ভট্টাচার্য্য। সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য্য, সৃজনী দত্ত, আদিত্য চৌবে, সুমিতা রায়, রণবির রাজভর। এবিত্রি পাল, স্মরহিতা দত্ত প্রমুখ। শুভ অনুষ্ঠানে অসংখ্য শ্রোতা ও দর্শক উপস্থিত ছিলেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্পাদক সমীর জানা। শেষে সংস্থার পক্ষ থেকে সবাইকে মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়ন করা হয়।

ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঁকুড়া শহরের লোকপুরের ডোম পাড়ার কমিউনিটি হলে পশ্চিমবঙ্গ ডোম সমাজ ও শিক্ষানুরাগী জাগরণ ঐক্য মঞ্চের উদ্যোগে বাঁকুড়া জেলার ৭০ জনেরও বেশি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের বই, খাতা, কলম ছাড়াও সর্বোচ্চ নম্বরের ভিত্তিতে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ১০ জন ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ৫ জন ছাত্রছাত্রীকে 'গাদাম ডোম' মেধা বৃত্তি ও 'বর্ষাত মিত্র' মেধা বৃত্তির মাধ্যমে এককালীন আর্থিক সাহায্য করা হয়। বাঁকুড়া জেলার ২২ ব্লক থেকে কৃতী ছাত্রছাত্রীরা তাদের অভিভাবক সহ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান ডোম সমাজ ও ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা।

শিক্ষক মহাশয়দের হাত দিয়ে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও আজকের অনুষ্ঠানের থিম সং পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা হয়। গানটির রচয়িতা সুনীল বরণ কালিন্দী। সেই থিম সং গাইলেন আশিষ কালিন্দী। সংগঠনের একনিষ্ঠ সদস্য শিক্ষক তথা লেখক ও ডোম সমাজের ইতিহাস রচয়িতা সুনীল বরণ কালিন্দী বলেন, 'ঐতিহাসিক দিক দিয়ে ডোমেরা এক মহান জাতি। শৌর্য –বীর্য –পরাক্রমে, সাহিত্য –শিল্প ও সঙ্গীতবিদ্যায়, এবং আধ্যাত্মিক চেতনায় ডোম সমাজ একদিন সমাজের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। ডোমেদের সেই হত গৌরব পুনরুদ্ধারে আমরা শিক্ষার পথকে বেছে নিয়েছি। আগামীদিনে আমরা জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে অভিভাবকদের শিক্ষার সুদূরপ্রসারী ফল সম্পর্কে সচেতন করব। আমাদের সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী শিক্ষকদের নিয়ে অনলাইনে জেলার বিভিন্ন গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের কোচিং দেওয়ার পরিকল্পনাও নেওয়া হচ্ছে।'

জলবায়ু সহনশীল ভবিষ্যতের লক্ষ্যে সচেতনতামূলক শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্তমান সময়ে বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মানবজীবনের পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রেও গভীরভাবে পড়ছে। কৃষিনির্ভর দেশ ভারতের অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে কৃষি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত কিন্তু নির্বিচারে গাছ কাটা, প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংস, কলকারখানার দূষণ এবং অতিরিক্ত ধোঁয়া নির্গমনের ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এর ফলেই দিন দিন বাড়ছে বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর বিরূপ পরিবর্তন।

এই পরিস্থিতিতে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে কৃষিক্ষেত্রে সহনশীল চাষ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের কৃষক ও বাগানপ্রেমীরা ইতিমধ্যেই নানা ধরনের পরীক্ষামূলক ও পরিবেশবান্ধব কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করে জীবন জীবিকার মানোন্নয়নের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সেই অভিজ্ঞতা ও সচেতনতার বার্তা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেই 'সমন্বয় ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার' নামক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে ২ জুন সিউড়ি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত হয় 'জলবায়ু সহনশীল ভবিষ্যৎ' শীর্ষক সচেতনতামূলক শিবির ও মিলন মেলা। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্টলের মাধ্যমে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ও তার ব্যবহার, কম জলে ফসল চাষ, পুষ্টি বাগান, আধুনিক ধান চাষ পদ্ধতি, বিজ্ঞানভিত্তিক ছাগল পালন, সুসমন্বিত কৃষি ব্যবস্থা এবং দেশি প্রজাতির বীজ সংরক্ষণ সংক্রান্ত একাধিক মডেল প্রদর্শন করা হয়। উপস্থিত দর্শনার্থীদের এসব বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বোঝানো হয় এবং পরিবেশ সচেতনতার বার্তা তুলে ধরা হয়। দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক অনুপকুমার সাহা বলেন, 'সমাজ ও মানবসভ্যতাকে রক্ষা করতে হলে প্রকৃতিকে বাঁচাতেই হবে। বেশি করে গাছ লাগাতে হবে এবং সাধারণ মানুষকে পরিবেশ রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে বহু প্রতিভাবান মানুষ রয়েছে তাঁদের সচেতন করে পরিবেশবান্ধব কর্মকাণ্ডে যুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি এইধরনের সচেতনতামূলক শিবির দুবরাজপুর ও অন্যান্য গ্রামীণ এলাকায় আরও বেশি করে আয়োজনের আহ্বান জানান।'

অনুষ্ঠানে পরিবেশ বিষয়ক ক্যুইজ,অঙ্কন প্রতিযোগিতা, আদিবাসী নৃত্য,গান ও আবৃত্তির আয়োজন করা হয় যা উপস্থিত দর্শকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাঁইথিয়া বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা, মহম্মদবাজার ব্লকের কৃষি অধিকর্তা প্রিয়া ধারা, দুবরাজপুর সত্যানন্দ শিশু ভারতীর প্রিন্সিপাল নুপুর চক্রবর্তী,টুমোরোজ ফাউন্ডেশনের জেলা প্রোগ্রাম কো–অর্ডিনেটর অনুপম হাজরা,ডিআরসি এসসি–র চিফ প্রোগ্রাম কো–অর্ডিনেটর সোমজিতা চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

আসছে 'নিঝুম রাতের আহ্বান'

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিবা এন্টারটেইনমেন্ট প্রযোজিত 'নিঝুম রাতের আহ্বান' ছবির শুটিং চলছে। এই মুহূর্তে শুটিং চলছে কলকাতার বাইরে। সুবীর ভট্টাচার্যের কাহিনী, পরিচালনা ও প্রযোজনায় এটি একটি রোমাঞ্চকর ভৌতিক ছবি। চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন রূপক চক্রবর্তী এবং চিত্রগ্রহণে রয়েছেন পার্থ রক্ষিত। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন দেবাশীষ গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তনা বোস, দেবিকা মুখার্জি, গর্বিতা মণ্ডল, ভেদিকা, অরিন্দম চক্রবর্তী, ঋদ্ধিমান, নীলাঞ্জনা সহ

অন্যান্যরা। খুব শীঘ্রই এর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবিটি। ছবির পরিচালক, প্রযোজক থেকে শুরু করে কলাকুশলীরা সবাই নিঝুম রাতের আহ্বান নিয়ে আশাবাদী যে দর্শকদের ছবিটি ভালো লাগবে।

শিবম–এর বার্ষিক নৃত্যানুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিবম আর্ট মিউজিক অ্যান্ড ড্যান্স অ্যাকাডেমি সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কথক নৃত্যশিল্পী দর্শিনীলালী চ্যাটার্জীর আন্তরিক আয়োজনে ২৭ মে সন্ধ্যায় টালা পার্কের নিকটস্থ পাইক পাড়ার মোহিত মৈত্র মঞ্চে ২৯ তম বার্ষিক নৃত্যানুষ্ঠান হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে দপ্তরের আধিকারিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক শ্যামল বিশ্বাস এবং উত্তরবঙ্গ থেকে আসা বিশিষ্ট কবি, লেখক, চিত্রশিল্পী ও পত্রিকার সম্পাদক বাপ্পাদিত্য দে। সম্মানীয় অতিথিদের প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের এক শুভ মুহূর্তের সূচনা করেন। এবং তাদের পুষ্পস্তবক, উত্তোরীয়, স্মারক, কৃষ্ণের ভজন নৃত্য, দরবার এবং তারানা, বিভিন্ন কবির কবিতার প্রেক্ষাপটে নৃত্য পরিবেশনের মেলবন্ধন ঘটে। সংস্থার কর্ণধার কথক নৃত্যশিল্পী দর্শিনীলালী চ্যাটার্জী কবিতার আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্য অভিনয় পরিবেশন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী ও কবি জুমেলী সরকার।

সম্মানীয় অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ও কুচিপুড়ি নৃত্যশিল্পী ডঃ মাধুরী মজুমদার এবং বিশিষ্ট মনিপুরী নৃত্যশিল্পী সুদীপ কুমার ঘোষ। এছাড়াও অতিথি হয়ে উপস্থিত ছিলেন কবি, লেখক, চিত্রশিল্পী ও সাহিত্য সংগঠক হরিশঙ্কর কুণ্ডু, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সাংস্কৃতিক উপহার ও যথাযথ বাংলার রীতি মেনে সম্মান প্রদান করা হয়।

এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সংস্থার ছাত্রী ও কলাকুশলীদের দ্বারা মূলত কথক নৃত্য পরিবেশিত হয়। এর মধ্যে ছিল, শিব বন্দনা, বিষ্ণু বন্দনা, ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, একতাল ধামার তালে নৃত্য পরিবেশনা। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনৃত্য, রাধা

সংস্থার ছাত্রী তৃষা পাত্র এবং অর্পিতা দাস সর্বভারতীয় সাহিত্য এবং সংস্কৃতি পরিষদ থেকে নৃত্যরত্ন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। ছাত্রী তিয়াসা রায় দিল্লি থেকে বালকলা উৎসবে সেরা নৃত্যশিল্পী –তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এই ৩ জন নৃত্যশিল্পীকে সেরা সম্মান প্রদান করা হয় সোনারপুর কাব্যমঞ্চের পক্ষ থেকে।

বাঁকুড়ায় এআই প্রয়োগ কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এর উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের স্কুল শিক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কার্যকর প্রয়োগ নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। শিক্ষাবিদ, প্রযুক্তিবিদ, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এআইয়ের ভূমিকা ও সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বক্তারা জানান, এআইভিত্তিক প্রযুক্তি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত শেখার চাহিদা অনুযায়ী পাঠদান, দ্রুত মূল্যায়ন এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। স্মার্ট ক্লাসরুম, ভার্চুয়াল সহকারী, স্বয়ংক্রিয় উপস্থিতি নথিভুক্তকরণ এবং শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি বিশ্লেষণের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে এআইয়ের ব্যবহারের সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরা হয়।

প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, রাধানগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সৌম্য সেনগুপ্ত, নিকুঞ্জপুর হাই স্কুলের শিক্ষিকা জয়িতা ব্যানার্জি সহ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক গৌতম বুদ্ধ সুরাল, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অমিতাভ চট্টরাজ,

বিশিষ্ট সমাজসেবী বিষ্ণু বাজোরিয়া।

তবে প্রযুক্তির পাশাপাশি শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পর্যাপ্ত পরিকাঠামো এবং ডিজিটাল বৈষম্য দূর করার প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেন বিশেষজ্ঞরা। সেমিনারের প্রশ্নোত্তর পর্বে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা এআইয়ের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে নানা প্রশ্ন করেন, যার উত্তর অর্থাৎ সমাধান করেদেন উপস্থিত বিশেষজ্ঞরা। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার লক্ষ্যে, এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মত প্রকাশ করেন অংশগ্রহণকারীরা। সেমিনারটি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে এআই সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

সুন্দরবনের সুরক্ষা ও সবুজায়নে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের নদী বাঁধ, বন্যপ্রাণ, পরিবেশ, জীব বৈচিত্র্য, বাদাবন সর্বোপরি সুন্দরবন রক্ষার দাবিতে ১ জুন বাঘ –বিধবা মা, বাঘে আক্রান্ত মৎস্যজীবী, স্থান ও পৃথিবীর বৃহত্তম বাদাবন এই সুন্দরবন। এখানে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বাদাবন ধ্বংস, বিপর্যস্ত নদী বাঁধ, অপ্রতুল যোগাযোগ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের সুন্দরবনবাসীকেই এগিয়ে আসতে হবে এবং সুন্দরবন রক্ষায় রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে তার দ্রুত রূপায়ণ করে সুন্দরবন রক্ষায় এগিয়ে

মউলে, এলাকার ছাত্র–ছাত্রী ও সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে সুন্দরবনের গোসাবার বালি দ্বীপে একটি পথ মিছিল হয়। মিছিল শেষে সুন্দরবন রক্ষায় সুন্দরবনবাসীর ভূমিকা নিয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তাদের মধ্যে প্রাক্তন শিক্ষক ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী অমল নায়েক বলেন, 'বিশ্বের ঐতিহ্যমন্ডিত অভাব সহ নানা কারণে সুন্দরবনবাসী দীর্ঘদিন ধরেই বঞ্চনার শিকার। বাঘে মানুষে সংঘাত দিন দিন বেড়েই চলেছে– এর ফলে প্রতি বছর বহু মৎস্যজীবী, মউলে বাঘের আক্রমণে মারা যাচ্ছেন। এক অসহনীয় দুর্দশার মধ্যে দিয়ে বাঘ –বিধবা মায়েদের জীবন অতিবাহিত হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, সুন্দরবন রক্ষায় আসতে হবে। অনুষ্ঠানে সুন্দরবনকে আরো সবুজ ও সুন্দর করার লক্ষ্যে ২০০টি আম ও জামরুলের চারা প্রদান করা হয়। এছাড়া ১০০–জনেরও বেশী বাঘ – বিধবা মায়েদের হাতে নতুন শাড়ি তুলে দেওয়া হয়। স্থানীয় সংগঠন চম্পা মহিলা সোসাইটি পরিচালিত এই অনুষ্ঠানটি এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলে।

সমাবর্তন অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩১ মে মৌলালী যুবকেন্দ্রে পূর্বী সঙ্গীত ও কল্যাণ কলা কুঞ্জ তৃতীয় বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবের আয়োজন করে। সঞ্চালক অমিত ভট্টাচার্যের বেদমন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ছন্দবিচিত্রার সমবেত উদ্বোধনী সঙ্গীত ও পাঠ কবি সুকান্তের 'বোধন' আজকের অস্থির সময়ে বেশ প্রাসঙ্গিক মনে হয়। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি পণ্ডিত স্বপন সেন, সঙ্গীতশিল্পী ব্রহ্মতোষ চট্টোপাধ্যায়, চিত্রকর সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় এবং কবি হরিশঙ্কর কুণ্ডু। সূচনায় 'বন্দেমাতরম' জাতীয় মন্ত্রে প্রেক্ষাগৃহপূর্ণ প্রত্যেকের অবনত শ্রদ্ধায় অনুষ্ঠানে এক স্বদেশ পর্যায়ের ভাবমূর্তি রচিত হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জের বীণাপাণি ডান্স আকাদেমির নৃত্যানুষ্ঠান 'অবাক পৃথিবী' সমগ্র অনুষ্ঠানের সার্থকতায় এক অন্য মাত্রা যোগ করে। বিশেষভাবে শিশুশিল্পী সুনন্দা মজুমদারের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নক্সা ও মেঘনা মুখার্জির তবলা বাদন অনুষ্ঠানকে এক অন্যমাত্রা তুলে ধরে।

পুস্তক সমালোচনা

আত্মোপলব্ধির কবিতা

বিধান সাহা : আঠেরোটি কবিতা নিয়ে ব্যাসদেবের গায়েনের কাব্যগ্রন্থ 'ইছামতী'। গ্রন্থে কোনও প্রাক্‌কথন বা ভূমিকা নেই। সরাসরি কবিতায় প্রবেশ। কোন শিরোনাম নেই। সংখ্যা চিহ্নিত হয়ে কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে। তেরোটি বারো পংক্তির এবং বাকি পাঁচটি চোদ্দ পংক্তির কবিতা। প্রতিটি কবিতাই ইছামতী নদীকে নিয়ে।

গ্রন্থের প্রথম কবিতার প্রথম চার পংক্তিতে কবি বলে ওঠেন, 'এখনো কান পাতলে শোনা যায়/মাঝিমাল্লার পাঁজর ভাঙ্গার শব্দ/নিশুতি রাত যত গভীর হয় ততই/ভিড় করে অতৃপ্তির বারোমাস্যা। শব্দের অনুরণন শোনা যায় কবিতার শেষ পংক্তিতে – সেই শব্দ বিদেহী হয়ে ভেসে বেড়ায়....।'

সাত (৭) নং কবিতার শুরুতেই কবির স্বগত উচ্চারণ শোনা যায় – 'রূপালি চাঁদ তার আবেগঘন জ্যোৎস্না/ঢেলে দিচ্ছে ইছামতীর সারা গায়ে/পরাণও কিছুটা ভাগ বসিয়েছে/উপলব্ধি করেছে সেই অনুভূতি।' এই উপলব্ধির স্তর ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়েছে। তাই শেষ পংক্তিতে পরিপূর্ণতার আবেশ জেগে ওঠে – তারপর আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে....।

ইছামতী নদীকে আত্মোপলব্ধিতে এনেছেন কবি। পরাণ মাঝি হয়ে উঠেছে কবির দ্বিতীয় সত্ত্বা। তারই চোখ দিয়ে, মন দিয়ে ইছামতীকে অনুভূতির স্তরে আনতে চেয়েছেন। একটা কাব্য সংকলন শুধুমাত্র একটি নদীকে ঘিরে, তার স্রোতকে ঘিরে, স্বপ্নের আলোছায়ায় গড়ে উঠেছে। এ বড় কম কৃতিত্বের নয়।

শেষ কবিতায় শেষ চার পংক্তিতে কবি বলেছেন,'সময় সারণী সেতো জটিল – কুটিল/সোঁদা গন্ধ নেই একটুও তাতে/ জলের ঢেউয়ে সরলতা ভাসে/ বিরল দৃশ্য সে – দিনে কিংবা রাতে....।'

সুমিত রায়ের প্রচ্ছদ ব্যঞ্জনাময়। গ্রন্থের ছাপা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। গ্রন্থের বাঁধাই প্রশংসনীয়।

ইছামতী – ব্যাসদেব গায়েন। প্রকাশক ঃ শাশ্বত প্রকাশনী, গণপতিপুর, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগণা – ৭৪৩৪১১, মূল্য – চল্লিশ টাকা মাত্র।

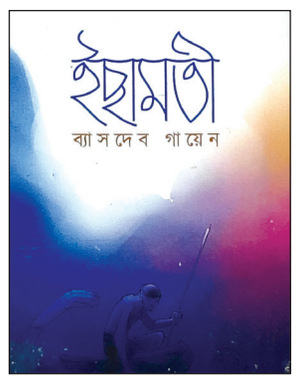

দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনতুন সমস্যার প্রতিকার জানতে
পড়তেই হবে

কি রয়েছে

- নারীপাচার ও তার প্রতিকার
- ডাকাতির কবলে পড়লে
- প্রতারণার ফাঁদ
- পুকুর ভরাট
- মোবাইল যখন শত্রু হয়
- বিজ্ঞাপনে বিপদ
- হায়রে চিংড়ি
- আরো অনেক কিছু .....

একজন দুঁদে পুলিশ অফিসারের অভিজ্ঞতা থেকে তুলে এক মলাটের মধ্যে এনে দিয়েছে নিখিল বঙ্গ প্রকাশনী

এখনই সংগ্রহ করুন

দাম মাত্র ৩০/– টাকা

আতশ কাচে

প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

২২ তম অনূর্ধ্ব ২০ এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়ানশিপে ১০ টি সোনা সহ ১৯ টি পদক জয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সমাজ মাধ্যমের এক বার্তায় শ্রী মোদী বলেন, এই অসাধারণ সাফল্যে ভারতের তরুণ খেলোয়াড়দের দক্ষতা এবং দৃঢ় সঙ্কল্প প্রতিফলিত হয়েছে। আগামীদিনে এই সাফল্য বহু খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

চ্যাম্পিয়ন সাত্ত্বিকরা

ভারতের সাত্ত্বিক সাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি সিঙ্গাপুর ওপেন ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ফাইনালে আজ সাত্ত্বিক – চিরাগ জুটি ইন্দোনেশিয়ার ফজর আলফিয়ান ও মহম্মদ ফিকরিকে ১৮–২১, ২১–১৭, ২১–১৬ গেমে হারিয়ে প্রথম ভারতীয় জুটি হিসেবে সিঙ্গাপুর ওপেনে পুরুষদের ডাবলস খেতাব জিতলেন। ২০২৪ সালের পর এটাই সাত্ত্বিক – চিরাগ জুটির প্রথম খেতাব।

আইএফএ'র শাস্তি

রেফারি নিগ্রহ কাণ্ডে কড়া পদক্ষেপ আইএফএর। গত ২৩ মে স্টেট ইউথ লিগের ম্যাচে হুগলি সিটি এফসি দলের কোচিং স্টাফ ও খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে রেফারি নিগ্রহের অভিযোগের প্রেক্ষিতে আইএফএ ডিসিপ্লিনারি কমিটি ও গ্রাস রুট ডেভেলপমেন্ট কমিটির যুগ্ম দুটি বৈঠকে রেফারি ও অভিযুক্ত সবার বক্তব্য শোনার পর ডিসিপ্লিনারি কমিটি হুগলি সিটি এফ সি র অ্যাক্রিডিটেশন বাতিল করে তাদের বহিষ্কার করা হয়। দলের টিম ম্যানেজার বিশ্বজিৎ রায় কে আজীবন নির্বাসন, কিট ম্যানেজার সব্যসাচী মুখার্জি কে পাঁচ বছরের নির্বাসন ও দলের ফুটবলার সৌম্যজিৎ পাড়ুই কে পাঁচ বছরের নির্বাসন ও নাম ভাঁড়িয়ে খেলার অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় ফুটবলার রুপম দাস এর আজীবন নির্বাসনের সাজা ঘোষণা করা হয়।

বেঙ্গল টি–২০

৫ জুন থেকে ঢাকে কাঠি পড়তে চলেছে বেঙ্গল টি–টোয়েন্টি লিগের তৃতীয় মরশুমের। আট দল নিয়ে আয়োজিত হবে সাদা বলের এই টুর্নামেন্ট। সেই লিগে নজর কাড়ার জন্য এ বার বাড়তি উদ্যম নিয়ে নামছে মুর্শিদাবাদ কিংস (পুরুষ দল) অ্যান্ড কুইন্স (মহিলাদের দল)। দলে এসেছে একাধিক পরিবর্তন। রয়েছে অনেক নতুন মুখ। কলকাতার এক বিলাসবহুল রেস্তোরাঁয় হয়ে গেল মুর্শিদাবাদ টিমের নয়া জার্সি উন্মোচন। বেঙ্গল টি–টোয়েন্টি লিগের এই মরশুমে বেগুনি জার্সি পরে খেলতে দেখা যাবে তাদের।

বাগানে সায়ন

কলকাতা লিগের জন্য পুরোদমে প্রস্তুতিতে নজর দিচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্ট। সিনিয়র দলের সহকারী কোচ বাস্তব রায়কেই কলকাতা লিগের দল পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। গত মরসুমে কলকাতা লিগে যাঁরা মোহনবাগানের হয়ে ভালো খেলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ১৬ জন তরুণ ও প্রতিভাবান ফুটবলারকে এ বারও খেলতে দেখা যাবে। মোহনবাগানের বিবৃতিতে আরও লেখা হয়েছে, 'অন্য ক্লাব থেকে এসে সবুজ–মেরুন জার্সি পরে খেলার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন রাজ বাসফোর, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তন্ময় ঘোষের মতো সফল ফুটবলার।'

স্কুল রোয়িং

কলকাতার তীর্থপতি ইনস্টিটিউশন ও বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরে আয়োজিত ৫১ তম আন্তঃ স্কুল সর্বভারতীয় আমন্ত্রণী রোয়িং প্রতিযোগিতায় বালক ও বালিকা বিভাগে সার্বিকভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ৭ দিনের এই প্রতিযোগিতায় ৪৩ টি স্কুলের ২০০ ছাত্র ছাত্রী অংশ নিয়েছিল।

আইপিএলে সেরার মুকুট ফের ইডেনে

সুমনা মণ্ডল: দিন বদলেছে, বদলেছে ক্রিকেটের ধরণ ও দর্শকের চাহিদা। কিন্তু দেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ক্রিকেটমঞ্চ ইডেন গার্ডেন্স আবারও প্রমাণ করল, সেরার আসন এখনও তারই দখলে। আইপিএল ২০২৫–এর সেরা স্টেডিয়ামের সম্মান ফের জিতেছে ইডেন। যুগ্মভাবে হলেও এই নিয়ে চতুর্থবার এই স্বীকৃতি পেল কলকাতার ঐতিহাসিক মাঠ। আহমেদাবাদে আইপিএলের ফাইনালের পর পুরস্কার গ্রহণ করেন সিএবি কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস। ৫০ লক্ষ টাকার এই পুরস্কার শুধু একটি ট্রফি নয়, বরং দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা, পরিশ্রম এবং নানা সমালোচনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের স্বীকৃতি বলেই মনে করছেন ইডেনের কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়। গত কয়েক বছরে ইডেনের পিচ ও আউটফিল্ডের চরিত্র বদলে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল সিএবি। প্রবীর মিত্রের পর দায়িত্ব নিয়ে সুজন মুখোপাধ্যায় এবং সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাবনায় ধীরগতির স্পিন–সহায়ক উইকেটের বদলে প্রাণবন্ত, বাউন্সসমৃদ্ধ পিচ তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়। লক্ষ্য ছিল এমন একটি উইকেট, যেখানে ব্যাটার এবং বোলার–উভয়েই নিজেদের দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ পাবেন।

সুজনের কথায়, 'সৌরভ প্রথম থেকেই বলেছিল এমন উইকেট বানাতে, যেখানে ক্রিকেট

উপভোগ্য হবে। সেই লক্ষ্যেই পিচের মাটি বদলানো হয়েছে, বারমুডা ঘাস লাগানো হয়েছে। ফলে শুধু পিচ নয়, আউটফিল্ডের মানও অনেক উন্নত হয়েছে।' তবে এই সাফল্যের পথ মোটেই মসৃণ ছিল না। গত আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে প্রকাশ্যে ইডেনের পিচ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। ঘরের মাঠে স্পিন–সহায়ক উইকেট না পাওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি। শুধু রাহানেই নন, বিভিন্ন সময়ে কোচ, ধারাভাষ্যকার এবং ক্রিকেটমহলের একাংশ থেকেও প্রশ্ন উঠেছে ইডেনের উইকেট নিয়ে। কিন্তু সেই সমালোচনায় বিচলিত হননি সুজন। তাঁর বক্তব্য, "বোর্ডের নির্দেশিকা মেনেই পিচ তৈরি করেছি। অতীতেও করেছি, ভবিষ্যতেও করব। কয়েকজন সমালোচনা করেছেন ঠিকই, কিন্তু সামগ্রিকভাবে মাঠের মানই শেষ পর্যন্ত কথা বলেছে।"

এই স্বীকৃতিকে তাই নিজের এবং পুরো গ্রাউন্ডস স্টাফদের পরিশ্রমের পুরস্কার হিসেবেই দেখছেন তিনি। তাঁর দাবি, চারবারের এই সাফল্য প্রমাণ করে যে ইডেন শুধু ঐতিহ্যের কারণেই নয়, আধুনিক ক্রিকেটের চাহিদার সঙ্গেও তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে। সিএবির জন্য এই পুরস্কার নিঃসন্দেহে স্বস্তির খবর। কারণ সাম্প্রতিক সময়ে প্রশাসনিক নানা বিতর্কে জর্জরিত হয়েছে সংস্থাটি। বিশেষ করে কল্যাণীর মাঠে কর্মরত গ্রাউন্ড স্টাফদের একাংশ কম বেতনের অভিযোগে দায়িত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। রঞ্জি ট্রফি ও বিসিসিআইয়ের ম্যাচ আয়োজন নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। তবে সুজন মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মাঠকর্মীদের সমস্যার কথা ইতিমধ্যেই সিএবি সচিবের নজরে আনা হয়েছে এবং দ্রুত সমাধানের আশা রয়েছে। বিতর্ক, সমালোচনা কিংবা প্রশাসনিক টানাপোড়েন, সব কিছুর মাঝেও আইপিএলের সেরা স্টেডিয়ামের স্বীকৃতি আবারও মনে করিয়ে দিল, ভারতীয় ক্রিকেটের হৃদস্পন্দন এখনও ইডেন গার্ডেন্সেই সবচেয়ে জোরে শোনা যায়।

আবেগঘন বিদায়বার্তা ব্রুজোঁর

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণার কেবল অপেক্ষা ছিল। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান ঘটালেন আইএসএল জয়ী কোচ অস্কার ব্রজোঁ। ফেসবুকে আবেগঘন এক বার্তায় অস্কার জানিয়ে দিলেন, নতুন মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের টাচলাইনের ধারে আর দেখা যাবে না তাঁকে। লাল–হলুদ অধ্যায় শেষ হল স্প্যানিশ মায়েস্ত্রোর। এরমধ্যে চুক্তিও নবীকরণ করেনি ইস্টবেঙ্গল এফসি। আজই বিনিয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে বৈঠক ছিল অস্কারের। সেই বৈঠকের মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিলেন আইএসএল জয়ী কোচ। তিনি লেখেন, 'খুব আবেগপ্রবণ হয়ে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলো লিখছি। এই মরসুমটি আমি চিরকাল মনে বয়ে বেড়াব। আমাগো ফ্যান্সরা ইস্টবেঙ্গল প্রাণ। আইএসএল জয় সত্যিই ঐতিহাসিক। দলের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকে ট্রফির যোগ্য দাবিদার ছিল। অতীতে আমরা

অন্য দুটি প্রতিযোগিতার ফাইনালেও পৌঁছেছিলাম, কিন্তু দুবারেই আমরা পেনাল্টিতে হেরে যাই। সেই ধাক্কা সামলেও যেভাবে আমরা আইএসএল জিতেছি, তার জন্য আমাদের গর্ব করা উচিত।' এরপরেই আসল বিষয়ে অস্কার বলেন, 'এক মাস আগেই জানিয়েছিলাম, আমরা আর ইস্টবেঙ্গলে থাকব না। সেই মতোই এটাই ছিল ইস্টবেঙ্গলে আমাদের শেষ মরসুম। সমর্থকরা তাদের সর্বস্ব দিয়েছে এবং হয়ত আমরাও প্রতিদানে কিছু দিতে পেরেছি। ইস্টবেঙ্গল এফসি সর্বদা আমাদের হৃদয়ের একটি বিশেষ স্থানে থাকবে।' এই মুহূর্তে এক খারাপ পরিস্থিতির শিকার ভারতীয় ফুটবল। আদৌ আগামী মরশুমে আইএসএল হবে কিনা কেউ জানে না। আইএসএলের সঙ্গে জিনিয়াস স্পোর্টসের কথা একপ্রকার ভেস্তে গিয়েছে। এই অচলাবস্থাতে কোনও ক্লাবের বিনিয়োগকারীরাই আর চুক্তি নবীকরণ করতে চাইছেন না। এমনকি ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গেও চুক্তি করেনি ইমামি সংস্থা।

ভাঙড় থেকে হংকং, সোনার দৌড় চাষির মেয়ে তহুরার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভাঙড়ের এক প্রত্যন্ত গ্রামের মাটির পথ পেরিয়ে হংকংয়ের আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাকে। সংগ্রাম, স্বপ্ন আর অদম্য ইচ্ছাশক্তির এক অনন্য কাহিনির নাম তহুরা খাতুন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের ফুলবাড়ি গ্রামের এই তরুণী এবার দেশের মুখ উজ্জ্বল করলেন

আন্তর্জাতিক মঞ্চে। হংকংয়ে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব–২০ এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলাদের ৪×৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে ভারতের সোনাজয়ী দলের সদস্য তহুরা এখন বাংলার নতুন গর্ব। হংকংয়ের ইয়ুথ স্পোর্টস গ্রাউন্ডে ভূমিকা নেহাতে, শেহনূর বাওয়া এবং নীরু পাঠকের সঙ্গে একই দলে ছিলেন তহুরা। চার অ্যাথলিট মিলে ৩ মিনিট ৩৮.০৭ সেকেন্ডে রেস শেষ করে শুধু সোনাই জেতেননি, গড়েছেন নতুন মিট রেকর্ডও। দেশের জার্সিতে এই সাফল্য তহুরার দীর্ঘ লড়াইয়েরই স্বীকৃতি।

তবে এই সোনার পদকের পেছনে রয়েছে কঠিন বাস্তবের গল্প। তহুরার বাবা তোয়েব আলি মীর একজন কৃষিশ্রমিক। অন্যের জমিতে কাজ করেই সংসার চালান তিনি। মা আনোয়ারা বিবি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। সীমিত আয়ের সংসারে চার সন্তানের লালনপালন সহজ ছিল না। অনেক সময় প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবারও জোটেনি। খেলার সরঞ্জাম, বুট কিংবা প্রশিক্ষণের খরচ জোগানোও ছিল পরিবারের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। তবু স্বপ্ন দেখা থামাননি তহুরা। ছোটবেলায় গ্রামের মাঠে ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন তিনি। সেই ফুটবলই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। স্থানীয় শিক্ষক ও প্রশিক্ষক বাগবুল ইসলামের নজরে আসে তাঁর অসাধারণ গতি ও শারীরিক সক্ষমতা। তিনিই তহুরাকে নিয়ে আসেন ভাঙড় স্পোর্টস অ্যাকাডেমিতে। সেখান থেকেই শুরু হয় অ্যাথলেটিক্সের পথে যাত্রা।

তহুরার দাদা ও পেশায় শিক্ষক মীর আলমগীর বলেন, 'চার ভাইবোনের মধ্যে ও সবচেয়ে ছোট। ছোট থেকেই খুব চঞ্চল ছিল। সেই কারণেই খেলাধুলার দিকে উৎসাহ দেওয়া হয়। ভাঙড়ের মতো পিছিয়ে পড়া এলাকা থেকে উঠে এসে আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের হয়ে সোনা জেতা আমাদের কাছে গর্বের মুহূর্ত।' একসময় যে মেয়ের পরিবারের পক্ষে খেলার জুতো কেনাও কঠিন ছিল, আজ সেই মেয়েই দেশের পতাকা উড়িয়েছেন আন্তর্জাতিক আসরে। তাঁর সাফল্য শুধু একটি পদক জয়ের গল্প নয়, এটি প্রমাণ করে প্রতিভা ও পরিশ্রম থাকলে দারিদ্র্য কখনও স্বপ্নের পথে শেষ কথা হতে পারে না। ভাঙড়ের ফুলবাড়ি গ্রাম আজ উৎসবে মেতেছে। কারণ তাদেরই এক মেয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, গ্রামের মাঠ থেকে আন্তর্জাতিক মঞ্চের দূরত্ব যতই দীর্ঘ হোক, সাহস আর অধ্যবসায় থাকলে সেই পথ পেরোনো অসম্ভব নয়। তহুরার এই সাফল্য আগামী দিনের অসংখ্য গ্রামীণ ক্রীড়াবিদের কাছে হয়ে থাকবে অনুপ্রেরণার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

দেখা যাবে বিশ্বকাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের মনে একটাই কাঁটা বিঁধছিল– মাঠে বল গড়াবে, অথচ প্রিয় খেলাটি সরাসরি দেখার সুযোগ মিলবে কি? সব জল্পনার অবসান ঘটল।জি এন্টারটেনমেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করল, ২০২৬ থেকে ২০৩৪ সাল পর্যন্ত ফিফার একাধিক টুর্নামেন্টের সম্প্রচার স্বত্ব নিশ্চিত করেছে তারা। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'–এ জি এন্টারটেইনমেন্টের ঘোষণার পরই নেটপাড়ায় স্বস্তির হাওয়া। শুধু ২০২৬–এর বিশ্বকাপ নয়, ২০২৭ ও ২০৩১ সালের মহিলাদের বিশ্বকাপ, এমনকি ২০৩০ ও ২০৩৪ সালের পুরুষদের বিশ্বকাপ, সব মিলিয়ে মোট ৩৯টি আন্তর্জাতিক ইভেন্টের এক্সক্লুসিভ সম্প্রচার করবে জি। খেলা সরাসরি দেখা যাবে মোট ৪টি চ্যানেলে ইউনিট৮ স্পোর্টস ১, ইউনিট৮ স্পোর্টস ১ এইচডি, ইউনিট৮ স্পোর্টস ২ এবং ইউনিট৮ স্পোর্টস ২ এইচডি। ডিজিটাল দর্শকদের জন্য সুখবর, 'জি ফাইভ' অ্যাপেও থাকছে বিশ্বকাপের লাইভ স্ট্রিমিং। ফিফার সঙ্গে এই দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির পেছনে রয়েছে বিপুল বিনিয়োগ। সূত্রের খবর, ফিফার সাথে ৮ বছরের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে জি। প্রতিযোগিতায় অন্য অনেক কোম্পানি থাকলেও, ফিফার চাহিদা অনুযায়ী সর্বোচ্চ দর হেঁকেই বাজিমাত করেছে ভারতীয় এই মিডিয়া হাউস। আগামী ১১ জুন থেকে ফুটবল বিশ্বের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই শুরু হবে আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে।

যুগ বদলায়, বদলান না 'কিং'

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্রিকেটের সময় এগিয়ে চলে, প্রজন্ম বদলায়, নতুন তারকারা উঠে আসেন। কিন্তু কিছু নাম যেন সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে কিংবদন্তির মর্যাদা পায়। বিরাট কোহলি সেই বিরল তালিকারই সদস্য। ৩৮ বছর বয়সেও তিনি যেন একই রকম ক্ষুধার্ত, একই রকম নির্ভরযোগ্য। আর সেই কারণেই আইপিএলের সবচেয়ে বড় মঞ্চেও শেষ হাসিটা হাসলেন তিনিই। গুজরাট টাইটান্সকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। গত মরসুমে ১৮ বছরের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে প্রথমবার ট্রফি জিতেছিল আরসিবি। অনেকেই ভেবেছিলেন, স্বপ্নপূরণেই হয়তো থেমে যাবে তাদের যাত্রা। কিন্তু সেই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে এ বার খেতাব ধরে রাখার বিরল কৃতিত্বও গড়ে ফেলল বেঙ্গালুরুর ফ্র্যাঞ্চাইজি। আর সেই সাফল্যের কেন্দ্রবিন্দুতে আবারও সেই চেনা মুখ—বিরাট কোহলি।

ফাইনালে ৪২ বলে অপরাজিত ৭৫ রানের ইনিংস খেলেন কোহলি। চাপের ম্যাচে, বড় মঞ্চে, রান তাড়ার সময়—যেখানে ভুলের কোনও জায়গা নেই, সেখানে নিজের অভিজ্ঞতা ও মেধার সেরা ব্যবহার করলেন তিনি। শুরুতে কয়েকটি উইকেট হারিয়ে কিছুটা চাপে পড়েছিল আরসিবি। কিন্তু ক্রিজে কোহলি থাকলে উদ্বেগের কোনও কারণ থাকে না, সেটাই আরও একবার বুঝিয়ে দিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের এই মহাতারকা। প্রথম থেকেই ঝুঁকিহীন ক্রিকেট খেলেছেন তিনি। টিম ডেভিডকে সঙ্গে নিয়ে স্ট্রাইক ঘুরিয়েছেন, খারাপ বল পেলেই সীমানার বাইরে পাঠিয়েছেন। মাত্র ২৫ বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করার পর ধীরে ধীরে ম্যাচটাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। শেষ পর্যন্ত জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রানটাও

আসে তাঁর ব্যাট থেকেই। বিশাল এক ছক্কা হাঁকিয়ে ট্রফি নিশ্চিত করেন 'কিং' কোহলি।

এ বারও আইপিএল শেষ করলেন দুর্দান্ত ধারাবাহিকতা বজায় রেখে। গোটা মরসুমে তাঁর সংগ্রহ ৬৭৫ রান। টানা চতুর্থবার ৬০০–র বেশি রান করার নজির গড়লেন তিনি। বয়স বাড়লেও তাঁর ফিটনেস, ক্ষুধা এবং বড় ম্যাচে পারফর্ম করার ক্ষমতা এখনও অটুট। খেতাব জয়ের পর কোহলি বলেন, "গতবারের মতো এ বার চাপটা ছিল না। আমরা লিগ পর্বের বেশিরভাগ সময় পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ছিলাম। আমাদের বিশ্বাস ছিল, পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলতে পারলে আমরাই সেরা দল। মাঝখানে কয়েকটা কঠিন সময় এসেছে, কিছু ম্যাচও হেরেছি। কিন্তু একটা জয় সব কিছু বদলে দেয়। দলের উপর বিশ্বাস ছিল, আর সেই বিশ্বাসই আমাদের এখানে পৌঁছে দিয়েছে।"

যদিও কোহলি দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার কথা বলেছেন, ফাইনালের গল্পটা যেন আবারও তাঁর নামেই লেখা হল। আরসিবির জার্সিতে গত দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি শুধু একজন ক্রিকেটার নন, একটি আবেগ, একটি পরিচয়। ট্রফির জন্য দীর্ঘ ১৮ বছরের অপেক্ষা, অসংখ্য ব্যর্থতা, সমালোচনা এবং হতাশার সাক্ষী ছিলেন তিনি। সেই কোহলিই এখন টানা দুই মরসুমে দলকে শিরোপার স্বাদ দিলেন। মাঠে উপস্থিত ছিলেন স্ত্রী অনুষ্কা শর্মাও। শেষ বল সীমানার বাইরে যেতেই সতীর্থদের সঙ্গে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন কোহলি। কখনও আলিঙ্গন, কখনও চোখেমুখে তৃপ্তির হাসি—সব মিলিয়ে যেন এক পূর্ণতার ছবি।

আইপিএলের ইতিহাসে খেতাব ধরে রাখার কৃতিত্ব খুব কম দলেরই আছে। সেই তালিকায় নাম লিখিয়ে আরসিবি এখন নতুন যুগের শক্তিধর দল। আর সেই নতুন সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে এখনও রয়েছেন এক রাজা। যে রাজা বয়সকে হার মানিয়ে বারবার প্রমাণ করছেন, ক্রিকেটের মঞ্চে যুগ বদলালেও তাঁর গুরুত্ব বদলায় না। কারণ, সময়ের সঙ্গে অনেক কিছু বদলায়। বদলায় না শুধু বিরাট কোহলি।

আন্তর্জাতিক স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সোনা ও ব্রোঞ্জ জয়

সুমন আদক : আন্তর্জাতিক স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সোনা ও ব্রোঞ্জ জিতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করল হাওড়ার শ্যামপুরের স্কুল ছাত্র নবম শ্রেণির পড়ুয়া সুপ্রিয় দাস। দরিদ্র পরিবারের হাল ধরতে বাবা দোকানে দোকানে ঘুরে বিভিন্ন স্টেশনারী সামগ্রী সরবরাহ করেন। মা গৃহবধূ। এহেন অবস্থায় শ্যামপুরের দক্ষিণ ভবানীপুরের মতো প্রত্যন্ত গ্রামের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা সুপ্রিয় আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সোনা ও ব্রোঞ্জ মেডেল জিতে দেশের তথা বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছে। উজ্জ্বল হয়েছে হাওড়া জেলার মুখও। বাবা প্রদীপ কুমার দাস দোকানে ঘুরে ঘুরে হোলসেলে বিভিন্ন স্টেশনারি সামগ্রী সরবরাহ করেন। মা সুস্মিতা বাড়ির কাজ সামলান। সুপ্রিয় আয়মা গাজোনকোল হাইস্কুলের ক্লাস নাইনে পড়ে। অভাবের সংসারেও ছেলের ক্যারাটের প্রশিক্ষণ চালাতে কোনওরকম কার্পণ্য করেননি দাস পরিবার। আগে রাজ্যস্তরের একাধিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হলেও এই প্রথম আন্তর্জাতিক স্তরের কোনও প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সুপ্রিয়। গত ১৬ ও ১৭ মে দিল্লিতে আন্তর্জাতিক স্তরের ওই ক্যারাটে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীলঙ্কা, নাইজেরিয়া, জাপান সহ মোট ২০টি দেশ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। ওই আন্তর্জাতিক

মঞ্চে ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে সোনার মেডেল লাভ করেছে সুপ্রিয়। পাশাপাশি প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত ইভেন্টেও ব্রোঞ্জ পদক ছিনিয়ে নিয়েছে সে। প্রতিযোগিতায় দুটো পদক পাওয়ায় স্বভাবতই বেজায় খুশি সুপ্রিয় এবং তার পরিবার। এই খবরে খুশি এলাকার মানুষজন।

অন্যদিকে, প্রতিযোগিতা শেষ করে সুপ্রিয় ফিরে আসার পর হাওড়া জেলা গ্রামীণ পুলিশের পক্ষ থেকে তাকে সংবর্ধিত করা হয়েছে। সুপ্রিয় জানায়, 'তার এই সাফল্যে বাবা–মায়ের অবদান যেমন রয়েছে, তেমনি তার প্রশিক্ষক অশোক দাস ও সেনসাই নাড়ুগোপাল কামিল্যার অবদানও অনস্বীকার্য। এই প্রথম কোনও আন্তর্জাতিক মঞ্চে উঠে প্রতিযোগিতায় অংশ নিলাম। প্রথমদিকে একটু নার্ভাস ছিলাম। পরে সেটা কেটে যায়। সাফল্যের এই ধারাবাহিকতা আগামীদিনেও ধরে রাখতে চাই।' বাবা প্রদীপ দাস জানান, 'অনেক কষ্ট করেই ছেলেকে ক্যারাটের প্রশিক্ষণ দেওয়াচ্ছি। ও যতদিন চাইবে ততদিন চালিয়ে যাব। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে খরচ প্রচুর। ছেলে রাজ্যস্তরে আগেও জিতেছে। এই প্রথম আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে জেলা, রাজ্য তথা দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। কিন্তু যদি কোনও স্পনসর পাওয়া যেত তাহলে আরও মসৃণভাবে এগিয়ে যেতে ওর অনেকটাই সুবিধা হত।'

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com